SUPRABHA

BY

RAM DAYAL GHOSH.

সুপ্রভা

শ্রীরামদয়াল ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা

ভবানীপুর—বকুলবাগান

অরুণ যন্ত্রে

শ্রীজয়গোপাল ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

উৎসর্গ।

প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক

প্রেমাস্পদেষু।

কালীময়,

৩৮৮ চৈতন্যাব্দে রাণাঘাটে গিয়া তোমাদিগের তিন জনাব সঙ্গ লাভ করি। ইহা এদীন জীবনের একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এই সময় হইতে এদীনের সংসার শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয়। তোমাদিগের কৃপা গুণে কত বিষয়েব জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু ইহা বাহ্য—ইহ সংসাব সম্বন্ধীয়। তোমাদিগের অনুকম্পায় আর একটি অমূল্য বিষযের সন্ধান পাই। তাহার সহিত কোন পার্থিব বিষযেরই তুলনা হইতে পারে না। তাহা এই—"শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য"। সুতবাং এ কাঙ্গালের পক্ষে রাণাঘাট যেমন কর্ম্ম ক্ষেত্র তেমনই উহা মহাতীর্থ—শ্রীশ্রী বৃন্দাবন-সোপান। এই নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত রাণাঘাটকে ভাল বাসি—তবে দরিদ্রেব ভাল বাসা কার্য্যে প্রকাশ করা সুকঠিন। দরিদ্র জীবনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর অতি বিরল। তোমাদিগেব আশীর্ব্বাদে এক অবসর উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের অক্ষয ভাণ্ডার হইতে গুটি কতক মণি লইযা এক ছড়া সামান্য অচিকণ-মালা গাঁথিয়াছি। রাণাঘাটে অবস্থিতি কালীন তোমাদিগের আদেশ মত এই মালা গাঁথিতে আরম্ভ করি। প্রায় সাত বৎসর হইল গাঁথাও শেষ হইয়াছে। কিন্তু এতদিন পাঠাইবাব সঙ্গতি হয় নাই। অদ্য এই ক্ষুদ্র উপহার পাঠাইলাম। তুমি ব্রাহ্মণ—ভুবন পূজ্য। শাস্ত্র অনুসাবে মালা ছড়াটি তোমার শ্রীচবণ কমলে অর্পণ কবাই বিধেয় সুতরাং তাহাই করিলাম। কিন্তু তোমার গলদেশে—না-থাক—

৬এ শ্রাবণ অকিঞ্চন

৪০১ চৈতন্যাব্দ [illegible]দয়াল ঘোষ।

সূচীপত্র।

প্রথম কাণ্ড ১ পৃষ্ঠা হইতে ৯৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

দ্বিতীয় কাণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

তৃতীয় কাণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ২০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

চতুর্থ কাণ্ড ২০৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

ভূমিকা।

আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ভক্তি অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াগিয়াছে। সেই ভক্তি শৈথিল্যই আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। যতদিন সেই ভক্তি আমাদের হৃদয় মন্দিরে পূর্ব্ববৎ পূর্ণভাবে বিরাজ না করিবে, যতদিন আমরা সেই ভক্তি উপাসক হইয়া একতাসূত্রে আপন আপন হৃদয়-কুসুমে মালা গাঁথিয়া দেবীর শ্রীচরণযুগে অর্পণ না করিব, যতদিন আমরা সেই ভক্তিদেবী প্রসাদে পিতৃগণের আচার ব্যবহার নীতির পক্ষপাতী না হইব, স্থূলতঃ যতদিন সেই ভক্তি আমাদিগের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী না হইবেন, তত দিন আমাদের উন্নতির আশা নাই।

যাহাতে আমরা সেই ভক্তি কৃপা কটাক্ষ বলে পিতৃগণ সমীপে সদ্গুণরাশি লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মানুষের মত হইতে পারি, এই গ্রন্থে তাহা দেখাইবার চেষ্টাকরা হইয়াছে। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। যে সদ্গুণ প্রভাবে একজাতি অন্য জাতির উপর আধিপত্য করিতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগের কোন বিদেশে গমন করিয়া পরোপাসনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না পরে কে কোথায় নিঃস্বার্থ ভাবে ও অকপট চিত্তে উপকার করিয়া থাকে? সন্তানের দুঃখ মোচনার্থে পিতা যেরূপ সরলভাবে

যত্ন করেন, অন্যে কি সেরূপ করিয়া থাকে? আমরা পূজ্যপাদ আর্য্য বংশধর; যে সকল মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আর্য্যজাতিকে ভুবন পূজ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদেরই বংশধর, অতএব তাঁহারা ভিন্ন আর কে আমাদিগের প্রতি হৃদয় সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন— কে আপন ভাবিয়া আমাদিগের এরূপ শোচনীয় দশা নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগকে নিজ অঙ্কাসনে বসাইয়া উন্নতির উপায় সকল শিখাইয়া দিবেন? বিশেষতঃ উন্নতি উপায় সকল তাঁহারা যেমন জানেন, এই নিখিল সংসারে আর কেহই সেরূপ জানে না। অতএব আইস আমরা সকলে পূর্ব্ব পিতৃগণের চরণে অনন্যঅন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করি; নিশ্চয়ই মনোরথ পূর্ণ হইবে।

ভাটপাড়া
২রা শ্রাবণ
৪০১ চৈতন্যাব্দ

শ্রীরামদয়াল ঘোষ।

প্রার্থনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য দেবি! নমি ও চরণে:
দীন হীন চাষা আমি, ত্যজি হল গোরু,
(দুর্ভাগা কুচক্রে তাহা, বুঝেছি এখন)
লয়েছি শরণ, অই চরণ কমলে;
সাজাতে ববাঙ্গ তব, সাধ হয় অতি,
বামন বাসনা, যথা, ধরিতে চন্দ্রমা,
কৃত্রিম কুসুম দিয়া; কোথা পাব দেবি!
স্বাভাবিক ফুলরাজি—সৌন্দর্য্য আধার,
প্রান্তর, কানন, গিরি, ত্যজেছি যখন।
ফলাতে প্রাচীন বীজে, সরস ফসল,
প্রদানি নূতন সার, এ দীন বাসনা;
কিন্তু কোথা পাই বল, সে নূতন সার—
প্রকৃতিসাহায্যকারী, এ বঙ্গে দুর্লভ।
ইচ্ছা হয়, সে ফসলে, সাজাইয়া ডালা,
ভেটি ও চরণ পদ্মে মিটাই বাসনা;
তোমার সেবক কত—ভারত গৌরব,
সেবিছে ও পাদ পদ্ম, দিব্য উপচারে,
তোমা উপযুক্ত নহে, মম উপহার,
কেমনে সম্মুখে ত, ধরি তা বল না।
তবে যদি দীন প্র ত, চাহি কৃপানেত্রে

এ সামান্য দান মম, করহ গ্রহণ,
তা হলে কৃতার্থ হই, বঙ্গ বিনোদিনি '
অর্পিনু ও পদ যুগে, উপহার মম,
নিজগুণে কৃপাময়ি ! করি তা স্বীকার.
এ দীন কৃষক বাঞ্ছা, করহ পূরণ।
নমি ও চরণ পদ্মে, বঙ্গ কবিকুল।—
এ বঙ্গ আঁধার ঘরে, উজ্জল রতন,
হে মধু। দেবত্ব তুমি, লভেছ এখন,
অনুসারি, তব দিব্য গ্রন্থন প্রণালী,
কেমনে গাঁথিব মালা, এ কুডান ফুলে,
কৃপাকরি কবি সিংহ। শিখাও এ দীনে .
প্রণমি চরণে তব. হেমচন্দ্র কবি।
গাঁথিতে চিকণ মালা, সুনিপুণ তুমি,
তোমার প্রণালী পথে, শিখাও পণ্ডিতে ,
তুমি হে ব্রিটিস কবি সাদে—মহামতি।
গাঁথিব এদেশী মালা, তোমার গ্রন্থনে.
তোমরা সকলে মিলি, শিখাও আমারে.
কর আশীর্ব্বাদ, যেন হই পূর্ণ কাম।

উদ্বোধন।

মঙ্গল প্রসূতি স্মৃতি! এঘোর দুর্দিনে
কোথা আছ সুরবালে! ত্যজি বঙ্গবাসী।
হৃদয় আসন পাতি ডাকি গো তোমায়,
উরি, উপবেশ তাহে, প্রসন্ন অন্তরে।
সাধিতে মানব শিব, জনম তোমার,
তবে কেন শিবদাত্রি! বঙ্গ প্রতি বাম?
সত্য বটে, বঙ্গবাসী, দুর্ভাগ্য-কুচক্রে,
ভুলিয়াছে, যথাযোগ্য আরাধনা তব,
কিন্তু যবে কৃপাময়ি! নব শিব ব্রতে,
দীক্ষিত করেছ, তব বিশাল অন্তর,
তখন করুণাময়ি! বিপত্তি হারিণি!
গ্রহ দোষে দোষী জনে কেন নিকরুণ?
এ ভব সংসার মাঝে, তোমা অবহেলি,
মেতেছিল বঙ্গসুত—বিলাসসেবক,
আশুসুখ অভিলাষী জ্ঞানবিবর্জিত,
স্ব-অর্থ পরতা রথে, করি আরোহণ,
সহসা উদিল মেঘ—বিতস্তি প্রমাণ,
ভারত মারুত কোণে, অসিত বরণে,
নয়ন পলকে, সেই ঘন—ক্ষীণ তনু,
ভীষণ আকার ধরি, শূন্য পথ দিয়া,

অগ্নিকোণ অভিমুখে, লাগিলা ছুটিতে,
ভারত চকিত নেত্রে, সেই মেঘ পানে,
অবাক্ স্তম্ভিত হয়ে, রহিল চাহিয়া ;
ভীষণ গর্জ্জন করি, জলদ—ভয়াল,
ছুটিয়া পড়িল আসি, ভারত গগনে,
সদর্পে পবন দেব—জলদ বাহন,
পশিল ভারত গৃহে, ঘোর আস্ফালনে।
অগ্নিবান নিক্ষেপণ, ঘোর সিংহনাদ,
শায়ক পতন ঘন, বায়ু কোলাহল,
করিল সুবর্ণ বাসে, লণ্ড ভণ্ড সব ;
মহাবলে, ঘোর রবে, এসুখ মন্দির,
ভূতলে পাড়িল ভাঙ্গি, দেখিতে দেখিতে,
ভাসায়ে লইল কোথা, ভারত ভাণ্ডার।
ভীষণ প্রবাহ মুখে, স্বাধীনতা মণি—
ভুবন বাঞ্ছিত নিধি—জীবন ভূষণ,
কোথা গেল হায়! হায়! সে ঘোর দুর্যোগে।।
ভাঙ্গিল এসুখ বাস, চির দিন তরে ;
সে দুর্যোগ, অবসানে, হেরিলেক বঙ্গ,
গভীর দাসত্ব পঙ্কে, হয়েছে মগন!!
এরূপ পূর্ব্বে, কত দুর্যোগ—ভয়াল,
হয়েছিল সমাগত, এ ভারত ধামে,
কিন্তু সে কুদিনে দেখি! ভারত তনয়,
ও পদ কমল সেবি, ভকতি সংযোগে,

দুর্লভ প্রসাদ তব, লভি মহানন্দে,
একতা অসীম শক্তি—অতুল মাহাত্ম্য,
অন্তর সম্মুখে রাখি, পরম আয়াসে,
রেখেছিল নিরাপদে, প্রিয়তম ধাম :
কিন্তু এ সঙ্কটে বঙ্গ, তোমা অনাদরি,
হারাইল স্বাধীনতা—সারত্ব লক্ষণ।
পশিগো জননি! পুন বঙ্গ নিকেতনে,
কবহ চেতনা দান, সুপ্ত বঙ্গ সুতে : -
যেই আর্য্য পরিবার- ধরণী সেবিত,
যাহার মাহাত্ম্য রাশি, ত্রিভুবনবাসী,
সতত কীর্ত্তন করে, সহস্র বদনে,
যাহার সমীপে ঋণী, নিখিল অবনী,
যাহার প্রসাদে শিখি, শারীর বিধান,
গণিত—অনন্ত শাখ, ধরম মহিমা,
মানুষের মত, হয়ে কত শত জাতি,
নিবসে এখন, অতি প্রফুল্ল অন্তরে,
দিব্য ব্যবহার তত্ত্ব, সমাজ রক্ষা,
যার কাছে, শিখি লোক, নিবাসিছে সুখে,
যাহার শারীর বীর্য্য, মানস শকতি,
নিরখে জগতবাসী, ভয় ভক্তি সহ,
যার কাব্যোদ্যান শোভা, নর কিবা ছার,
নিরখি বিস্ময় রসে, হয়ে অভিষিক্ত,
অবাক হইয়া রহে, অমর সকলে ;

সুযশঃ সৌরভ যার, ব্যাপি দিগন্তর,
রাখিয়াছে ত্রিভুবন, করি আমোদিত,
যার কীর্ত্তি অংশুমালী—চির মেঘোন্মুক্ত,
এ বিশ্ব গগনে, নাহি হয় অস্তমিত,
কহ দেবি। কৃপা করি, বঙ্গবাসী জনে,
সেই মহা আর্য্য কুলে, জনম তাহার,
সে আর্য্য শোণিত, বহে ধমনীতে তার।
ভারতী প্রসাদ বলে, যখন তুরাণ,
গুরু পাঠশালে, শিখি জমিদারী তত্ত্ব,
সংসার আশ্রম ধর্ম্ম, করে পরিগ্রহ,
যখন ফিনিস বুঝি, বাণিজ্য রহস্য,
নানা দেশজাতপণ্য, আনি নিজবাসে,
স্বদেশ গৌরব বৃদ্ধি, করে প্রাণ পণে,
যখন মিশর সতী, লয়ে তাল পত্র,
কাক, বক হিজি বিজ, আছিল লিখিতে,
যখন প্রাচীন গ্রীস, দিয়া হাতে খড়ি,
যতনে আল্‌ফা আদি, লিখে ভূমিতলে,
যখন রোমের নাহি, হয় বিদ্যারম্ভ;
তখন যে আর্য্য শাখা—সংসারভূষণ,
ভারত আশ্রমে, বসি প্রফুল্ল অন্তরে,
দেহতত্ত্ব, নভোতত্ত্ব, মানস রহস্য,
লোকতত্ত্ব, রণতত্ত্ব, ভূগর্ভ মরম,
আদি করি নানাবিধ তত্ত্ব—অতুল,

যাহার বিমল জ্যোতি, চির সমুজ্জ্বল,
অবনীর নানা অংশে, অকপট চিত্তে,
সমভাবে, সবাকারে, ছিলা বিলাইতে.
কহ দেবি ! কৃপাকরি, বঙ্গবাসী জনে,
সেই মহা আর্য্য কুলে, জনম তাহার,
সে আর্য্য শোণিত বহে, ধমনীতে তার।
যেই কুলে রত্নাকর, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
বিশ্বামিত্র, পরাশর, বশিষ্ঠ, জৈমিনী,
লীলাবতী, আর্য্যভট্ট, শ্রীগোস্বামী ছয়,
চাণক্য, ভাস্করাচার্য্য, কবি কর্ণপুর,
নবরত্ন, জয়দেব, ভগুরাম দাস,
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, দাস বৃন্দাবন,
গোবিন্দ, মুকুন্দরাম, কাশী, কৃত্তিবাস,
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীলোচন দাস,
নহুষ, হরিশ, নল, ভগীরথ, কর্ণ,
ভীষ্ম, দ্রোণ, অভিমন্যু, পাণ্ডব, সগর,
দিলীপ, ভরত, পুরু, বিক্রম, আদিত্য,
দময়ন্তী, শকুন্তলা, সাবিত্রী, গান্ধারী,
শ্রী,দ্রৌপদী, পদ্মাবতী, কুন্তী, মাদ্রী, শৈব্যা,
এই সব আদিকরি রতন—অতুল,
দুর্লভ, অক্ষয় জ্যোতি, লভিয়া জনম,
বিমল কিরণ জালে, নিখিল ভুবন,
রেখেছে, রাখিবে, চির করি সমুজ্জ্বল,

কহ দেবি ! কৃপাকরি বঙ্গবাসী জনে,
সে অতুল মহাকুলে, জনম তাহার,
সে কুল শোণিত বহে, ধমনীতে তার।
যবে সে যিহুদী নেতা, সিনা গিরি পরে,
সে বিষম নিশিযোগে, ঘন আড়ম্বরে,
চপলা চমকে, ঘোর অশনি পতনে,
সাগ্রহে লিখিতে ছিল, পাষাণ ফলকে,
ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, সমাজ বিধান,
যখন মিশর সতী, ঐশ্বর্য্য আশায়
পূজিত পতঙ্গ আদি, পবিত্র অন্তরে,
যখন মোলক শিষ্য, মহা সমারোহে,
নিক্ষেপি, উপাস্য দেব অগ্নিময় করে,
আপন অগ্রজ শিশু, এ জনম মত,
করিত মানসা পূর্ণ—আসুরিক ব্রত,
যখন বেবেল, পূজি স্বর্ণ গোশাবক,
কৃতার্থ হলাম ভাবি, পুলোকিত মন ;
যখন প্রাচীন গ্রীস, বর্দ্ধিষ্ণু রোম,
সতৃষ্ণ নয়নে, চাহি অলিম্পস পানে,
গললগ্নি কৃত বাসে, মঙ্গল মানসে,
কভু জোভ জুপিটার, বলি ফুকারিত,
কভু বা সঙ্কট কালে, ডেল্‌ফি দেব মঠে,
অনশনে, ভূপতিত, প্রত্যাদেশ আশে,
বধিবারে ন্যাজারথ সূত্রধার সুতে,

যে তরু হইতে ক্রুস, হয় বিনির্ম্মিত,
যখন না হয়েছিল, অঙ্কুর তাহার ;
যখন সে শ্রমজীবী মক্কা চূড়ামণি,
ভবিষ্য আকর মাঝে, ছিলা লুক্কাইত,
তখন যে আর্য্যকুল, ভারত মন্দিরে,
ভুবন দুর্লভ বেদ, করি প্রতিষ্ঠিত,
ভবেশে হৃদয়ে ধরি, অতি পূতমনে,
বিমল আনন্দ নীরে, ভাসে দিবানিশি,
কহ দেবি ! কৃপাকরি, বঙ্গবাসী জনে,
সেই মহাআর্য্য কুলে, জনম তাহার,
সে কুল শোণিত বহে, ধমনীতে তার।
কিন্তু হায় ! কোথা সতি ! সে সুখ সময় !
ভারত মাহাত্ম্য, সেই ভারত সম্পদ,
স্বপন সমান সব, বোধ হয় এবে।
এখন যদ্যপি কোন, পুরুষ—মহান—
দেহ মন প্রকৃতিজ্ঞ—বিজ্ঞান চতুর,
বঙ্গবাসী তনুমন, করে ব্যবচ্ছেদ,
সাবধানে, সযতনে, পরীক্ষা মানসে,
তাহলে শোণিত কোষে, দেখিবেন তিনি,
নাহিক শোণিত শক্তি, সম্পূর্ণ মাত্রায় ;
——শিথিল হইয়া, যত বাহুযুগ পেশী,
একত্রিত হইয়াছে, আসি, বাক যন্ত্রে ;
——দ্রুত সঞ্চালন শক্তি, ত্যজি পদ যুগ,

দশন আশ্রয় করি, পরম যতনে,
চর্ব্বণ শকতি বৃদ্ধি, করিয়াছে অতি ;
——স্বদেশ পোষণ ইচ্ছা, ভুলি নিজ ধর্ম্ম,
আপন উদর প্রতি, রয়েছে চাহিয়া ;
——স্বঅর্থ পরতা মূর্ত্তি, হৃদয় মন্দিরে,
বিশ্ব প্রেমাসনে, বসি, করিছে বিরাজ ,
– —উপবিষ্ট দাম্ভীকতা, নম্রতা আসনে ;
– - বরম কাবিতা স্থানে, বাক্য আড়ম্বর ,
——দেব যোগ্য আস্বাদর, আসন স্থন্দর
পরজাতি অনুকৃতি, করি অধিকার,
পশু সম করিতেছে, বঙ্গ সুতগণে ;
——আর্য্যের প্রকৃতিগত গুণ, হেন মতে,
ত্যজি বঙ্গ তনু মন, অন্তর্হিত এবে,
এ সব নিরখি, কাঁদে সে পুরুষ স্ত্রিয়া।
হে স্মৃতি ! করুণাময়ি ! বিঘ্ন বিনাশিনি !
নিজ কর্ম্ম দোষে বঙ্গ, হয়েছে দুঃখিনী,
সঙ্কট সাগরে পড়ি,
জীবন সংশয়,
বাঁচাও তাহাঁরে দিয়া, চৈতন্য তরণী ;
যে গুণে ভুবন পূজ্য, আর্য্য পরিবার,
না থাকে সে গুণ বিনা, মর্য্যাদা তাহার.
কেন সুধামাখা বাণী,
কহি কাণে কাণে.

থাকগো চেতন সঙ্গে, দিবস রজনী।

কি আর কহিব দেবি! জানহ বিশেষ,—
এই সম চারিদিকে, কত শত জন,
ঘোর অধঃপাত কূপে, হবে নিপতিত,
অশেষ যন্ত্রণা রাশি, ভুঞ্জে দিবানিশি,
কিন্তু তারা, নিজ নিজ, কঠোর সাধনে
আবার সে কূপ হতে, উঠি মহোল্লাসে
বিমল আনন্দ নীরে, ভাসিছে কেমন!
সত্য কি তপস্যা বিনা, সৌভাগ্য উদয়ে
বিকট দুর্ভাগ্য কোপ, হয় প্রশমিত?
নাহি করি শাস্ত্রালাপ—ধর্ম্ম আলোচনা,
নাহি মানি, সুবাসন ঋষি উপদেশ,
নাহি মানি, পূর্ব্ব পিতৃ পুরুষ আচার.
নাহি স্মরি, ঋষি প্রেম—স্বার্থ বিরহিত
নাহি করি, ভবনাথ গুণানুকীর্ত্তন,
নাহি ভাবি, শোচনীয় দশা আপনার,
দুরন্ত আলস্য স্রোতে, ভাসাযে জীবন,
মজিলে পরের কথা—পরের নিন্দায়,
হইলে কাতর অতি, পরশ্রী উদয়ে,
কভু কি সৌভাগ্য দেবী, হন উপনীত?
কভু কি অমর প্রাপ্ত, সে আর্য্য সম্মান,
সে আর্য্য অতুল পদ, সে আর্য্য মহিমা,
সে আর্য্য গৌরব রহে, চির সমুজ্জ্বল?

এ কথা করুণাময়ি! তোমার কৃপায়,
জাগে যেন, দিবানিশি, এবঙ্গ হিয়ায়,
তোমার প্রসাদ বলে,
অনাথিনী বঙ্গ,
বুঝে যেন শোচনীয় দশা, আপনাব;
কিছিল পূরবে বঙ্গ, এখনি বা কিবা,
তোমাব প্রভাবে যেন, ভাবে নিশি দিবা·
আর্য্যকুলে কুসন্তান,
ভাবি আপনারে,
ঘৃণা লজ্জা বশে দেয, জীবনে ধিক্কাব।
ভারত দুর্ভাগ্য কথা কি আর কহিব;—
প্রণত নিখিল ধরা, যে ভারত নামে,
মণ্ডূক চরণাঘাত, কবে তাঁবে আজি;
যে ভাবত ছিল দেবি! ধবা অন্নদাত্রী,
আজি কি না, সে ভারত, উদরান্ন তরে,
পব দ্বাবে দ্বারে, ফিরে, ভিখাবিণী বেশে;
যে ভারত কাছে শিখি, জীবন বিধান,
কত শত জন, এবে নিবসিছে সুখে,
আজি কি না, সে ভাবত, ভীম সিন্ধু পারে
নিবারিছে জ্ঞান তৃষ্ণা, সহি কত ক্লেশ:
পরম সাধনা বলে, যে অমব ভাষা,
এনেছিলা যে ভারত, এ ধরণী বাসে,
আজি কিনা সেই ভাষা কূট তর্কোদয়ে,

আপনি ভারত নারি, দূরিতে সন্দেহ,
দূরস্থিত পরমুখ, প্রতি রন চাহি ,
এ চেয়ে দুঃখের কথা, কিবা আছে আর :
এ চেয়ে কলঙ্ক কি গো ! আছে এ ভুবনে ·
এ কথা করুণাময়ি । তোমার কৃপায়,
জাগে যেন দিবানিশি, এবঙ্গ হিয়ায,
তোমার প্রসাদ বলে,
অনাথিনী বঙ্গ,
বুঝে যেন, শোচনীয দশা আপনার,
কি ছিল পূর্ব্বে বঙ্গ, এখনি বা কিবা,
তোমার প্রভাবে যেন, ভাবে নিশি দিবা,
আর্য্যকুলে কুসন্তান,
ভাবি আপনারে,
ঘৃণা লজ্জাবশে দেয, জীবনে ধিক্কার ।
নিবসে ধরায যত, মানব সমাজ,
বিধাতা বিধানে তাহে, আছে চারি শ্রেণী,
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, চারি ভাব ক্রমে,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ ,
যে বর্ণের যেই ভাব, যে নর সমাজে,
থাকে যদি পূর্ণ তাহা, তাহলে নিশ্চয,
সে সমাজ করে, নিজ প্রভুত্ব বিস্তার,
প্রণত চরণে তার, শত শত জন ।
কিন্তু নিজ ভাবশূন্য, এই চারি বর্ণে,

যদি কোন সমাজাঙ্গ, হয় বিনির্ম্মিত,
তাহলে অচিরে, সেই সমাজ নিশ্চয
ঘোর অধঃপাত কূপে, হয নিমগন।
শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম—প্রকৃত রহস্য
যত দিন, এ ভারত, বুঝি বিলক্ষণ
কবিতা স্বভাব ক্রমে, বর্ণ বিনির্ণয
ধরণী ভূষণ তিনি, ছিলা তত দিন।
কিন্তু কোন স্বার্থপর মানব কুচক্রে,
যবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, হয় কুলগত,
সে হতে ঘটেছে আহা! ভারত দুর্দ্দশা,
কেন না যে ভাব যার, সে ভাব অভাবে,
শাস্ত্র নিরূপিত কার্য্য, পারে সে সাধিতে?
বর্ণ বিধি কুলগত, রবে যত দিন,
ভারত উন্নতি আশা, মরীচিকা প্রায়।
এ কথা করুণাময়ি! তোমার কৃপায়,
জাগে যেন দিবানিশি, এ বঙ্গ হিয়ায়
তোমার প্রসাদ বলে,
অনাথিনী বঙ্গ,
বুঝে যেন, শোচনীয় দশা আপনার;
কি ছিল পূরবে বঙ্গ, এখনি বা কিবা,
তোমার প্রভাবে যেন, ভাবে নিশি দিবা,
আর্য্যকুলে কুসন্তান,
ভাবি আপনারে,

ঘৃণা লজ্জা বশে দেয়, জীবনে ধিকার।
আর এক কথা দেবি ! কহিতে ডরাই —
কহিলে হইব দোষী,—না কহিলে পাপী,
দোষী—বঙ্গ কবি কাছে, পাপী—দেব চক্ষে।
উভয় সঙ্কটে পড়ি মঙ্গল প্রসূতি !
হাবু ডুবু খাইতেছি কি করি বলনা ;
কিন্তু পাপ কাছে দোষে তুলনায় লঘু ;
কহিব অপ্রিয় সত্য যা থাকে কপালে ,—
একে ত বাঙ্গালী কুল—বিলাস সেবক,
কায়মনো বাক্যে সেবে সে প্রভু চরণ,
তথন আষাঢে গল্প —প্রেম ভোজ বাজী,
ধরিলে তাহার কাছে, ফলে যে কুফল,
তাহ'র প্রমাণ এবে নাহি অপ্রতুল ;
বিকৃত পীরিতি কথা, ঘাটে, বাটে, মাঠে,
যথায় গমন কর, শুনিবে সে কথা ,
তাহাতে আষাঢে গল্প, দল বল সহ,
করিছে বিলাসে দান শকতি—অপার,
নূতন শকতি প্রাপ্ত বিলাস এখন,
অবাধে অন্তর রাজ্যে করিছে প্রভুত্ব ;
সে সব আষাঢে গল্প—পীরিতি বিভ্রাট,
হতে পারে শুভ আশে হয়েছে রচিত ;
কিন্তু যেই বঙ্গবাসী—বিলাস প্রমত্ত,
সে কিসে বুঝিবে সেই সাধু অভিপ্রায়?

বিলাসী বাঙ্গালী কাছে, সে আষাঢে গল্প,
যেমতি মুকুতা মালা শাখা মৃগ গলে।
আবার ও দিকে হেরি যাদু গৃহ কত
বিলাসী বাঙ্গালী গণে কুহক প্রভাবে,
অসার আমোদ মত্ত করাইছে সদা,
দক্ষিণ মশান সম সে ভবন মাঝে,
স্বর্গীয় সদ্গুণ রাশি হয় বলিদান।
হুকারি আষাঢে গল্প, যাদু নিকেতন,
অবোধ বাঙ্গালী গণে কহিছে সতত,--
এস এস শ্রান্তগণ! দিব শান্তি নিধি,
মানস উন্নতি দিব, দিব মনুষ্যত্ব,
ছুটিছে বাঙ্গালীকুল ভুলি প্রলোভনে।
বিলাস সেবক যারা কায মনোবাক্যে
তারা কি পশিতে পারে উন্নতি মন্দিরে,
আমোদ প্রমোদ পথ ধরি একমনে?
কখন না, কখন না, কর শিবমযি।
বঙ্গবাসী ঘরে ঘরে একথা প্রচার,—
নিক্ষেপি আষাঢে গল্প—যাদু নিকেতন
জাহ্নবী সলিল মাঝে পরম আয়াসে,
কঠোর তপস্যা মগ্ন হক বঙ্গহিয়া,
লভিতে সদ্গুণ রাশি—দিব্য মনুষ্যত্ব,
দাসের আমোদ ইচ্ছা বিডাম্বনা মাত্র
দাসের সহাস্য মুখ নহে স্বাভাবিক।

এ কথা করুণাময়ি ! তোমার কৃপায়,
জাগে যেন দিবানিশি এবঙ্গ হিয়ায়,
তোমার প্রসাদ বলে
অনাথিনী বঙ্গ
বুঝে যেন শোচনীয় দশা আপনার ;
কি ছিল পূর্ব্বে বঙ্গ এখনি বা কিবা,
তোমার প্রভাবে যেন ভাবে নিশি দিবা,
আর্য্যকুলে কুসন্তান
ভাবি আপনারে,
ঘৃণা লজ্জা বশে দেয়, জীবনে ধিক্কার।

শেষে গো মঙ্গলময়ি ! নিবেদন মম ,—
বিশেষ কি কব দেবি। জানহ সকল,
সে দিনের কথা হায়। যে দুঃখের দিনে,
বিকট মূরতি ধরি, নিঠুর দারিদ্র্য,
ভীষণ ভ্রূকুটি করি, ঘোর আস্ফালনে,
অশেষ যন্ত্রণা নিত্য, দিত গো আমায় ,
যখন কুটীরে মম, পশি অনশন—
নিঠুর—পোষণ রিপু—দারিদ্র কিঙ্কর,
কত ক্লেশ, দিত আমা সময়ে সময়ে ;
যখন জনক দেব—সংসার বিমুখ,
গৌরাঙ্গ পীরিতে মজি, অনন্য অন্তরে,
ফিরিতেন দেশে দেশে, উদাসীন সম ;
যখন জননী দেবী, সহি নানা ক্লেশ,

লালন পালন মম, করেন যতনে ;
যখন সংসার কার্য্যে, ব্যাপৃতা জননী,
তখন যে সহোদরা, রাখি অঙ্কাসনে
উর বিকম্পনে, তার রোদন নিবারি,
ভারতী চরণ পদ্মে, লভাম শরণ :
শুক্তি পূর, দুগ্ধ বস্তু, পিয়াতাম যারে,
যতনে যাহার করি, লালন পালন,
বিমল আনন্দ নীরে, ভাসিতাম কত,
যেই সহোদরা মম পরাণ অধিক,
সেই সহোদরা হায় ! বিধাতা বিধানে,
সহিছে সংসারে, এবে বৈধব্য যন্ত্রণা,
উঃ কি বিষম দশা হৃদি বিদারণ।
তাহার বিধবা বেশ, নিরখি এখন,
কিবা করে হিয়া মাঝে কি আর কহিব ।।
সুপবিত্র হিন্দুকুলে, বিধবা রমণী,—
ভূতলে স্বর্গ ছবি—দয়া প্রতি মূর্ত্তি,
বিসর্জ্জি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, তপস্বিনী সম,
নিঃস্বার্থ সংসার সেবা, উপকার ব্রতে,
অকৈতবে করে, নিজ অন্তর দীক্ষিত.
পরম ভকতি যোগে, সহোদরা মম,
গাথা প্রদর্শিত হচেন, পবিত্র ও পথ,
অবলম্বি হয়েছেন, বৃন্দাবন যাত্রী ।
বিধবা সোদরা মম, পরম আদরে,

রাখেন জনক দেব, কত চিন্তা করি।
ত্যজি এ অনিত্য ধাম, জনক আমার,
উচ্চতর ধামে, এবে করেন বসতি,
ধরি যে সামান্য করে, এ ক্ষুদ্র লেখনী,
লিখিনু এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ—বালক প্রলাপ,
সে কর হইবে যবে, পঞ্চ ভূতে লীন.
যখন সোদরা মম, ত্যজি এ সংসার,
বসিবে শ্রীব্রজ পুরে, গৌরাঙ্গ কৃপায়.
তখন করুণাময়ি। করি গো বিনতি,
নিবসে ভবিষ্য গর্ভে, যেই বঙ্গ বাসী,
করিও তাহার কাছে, একথা ঘোষণ ;—
আছিল সুপ্রভা নামে, হিন্দুর বিধবা,—
জনক জননী ভ্রাতৃ আদর সামগ্রী,
এই গ্রন্থ নামকৃত, সে পবিত্র নামে।
যদি সে বিধবা সম, এ ক্ষুদ্র পুস্তক,
পারে গো সেবিতে বঙ্গে, অণুপরিমাণে ;
তা হলে, সার্থক মম লেখনী ধারণ—
——লভিব স্বরগ সুখ, এ নরক বাসে।

সুপ্রভা।

প্রথম কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

১

দারুণ নিদাঘে, প্রচণ্ড তপন,
মধ্য নভে বসি, হানিছে কর,
যেন রবি দেব, নাশিতে ভুবন,
হানিছে সবলে, জ্বলন্ত শর।

২

বহিছে ঘন ঘন, প্রকৃতি ভবনে,
উগরে অনিল, অনল রাশি,
দহিছে শরীর, বিষম দাহনে,
হইছে আকুল, ধরণীবাসী।

৩

যে পায় যখন, নৃপতি-আসন,
অনুগামী তার, অনেকে হয়,

তাই সমীরণ,—জলন্ত পাবন
শশী বশে কিন্তু অমিয় মন্দ।

৪

ধূ ধূ করে দিক, ব্যাকুলিত প্রাণ
ভাস্কর পীড়নে অস্থির সবে
ধূলি কণা যেন, অনল সমান
বিলাপে প্রকৃতি কাতর রবে।

৫

এহেন সময়ে, বিজন প্রান্তরে
বিশাল, ভয়াল, দুস্তর স্থান
হারায়ে সুপথ, কাতর অন্তরে,
ভ্রমণে আকুল, হতেছে প্রাণ।

৬

কোন পথে গেলে, সুপথ পাইব,
কে দিবে বলিয়া, সে ভীম দেশে
ভাবিনু স্বগতে, কেমনে যাইব
অপমৃত্যু বুঝি হইল শেষে।

৭

ক্ষুধায় তৃষায় কাতর শরীর,
দশ দিশ দেখি আঁধার ময়
দারুণ আতপে হতেছি অধীর,
কোথা গেলে প্রাণ শীতল হয়।

৮

কিন্তু যে অনল, জ্বলিছে অন্তরে
তার কাছে কোথা এ ক্লেশ রাশি
জ্বলি দিবা নিশি, গুমরে গুমরে,
সুখ শান্তি সব, ফেলিছে নাশি।

৯

কতক্ষণ পরে বঙ্কিম দর্শন,
নত শাখা যুত পাদপ পঙক্তি,
পিন্ধনে বসন — হরিত বরণ,
নয়ন রঞ্জন, মনোজ্ঞ অতি।

১০

দাঁড়ায়ে অদূরে দিব্য সহকার,
সুরস রসালে মস্তক নত,
সাধু প্রিয় দানে, ব্রতী অনিবার,
ভূষিত পান্থের সেবায় রত।

১১

অবারিত ফল, যে পায় যখন,
করি আহরণ পথিক গণে,
সে মধুর ফলে করে নিবারণ,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা জ্বালা প্রফুল্ল মনে।

১২

নাহি পাপ লেশ খাইলে সে ফল,
চলিলাম তাই রসাল তরে,

বসিনু ছায়ায় হইনু শীতল,
খাইনু সে ফল উদর ভরে।

১৩

শীতল হইল দগধ শরীর,
অন্তর আগুন নিবিল কই :
শান্তি সুখ আশে হইনু অধীর
কোথা গেলে পুন সুস্থির হই।

১৪

ভাবিনু কতই তরুতলে বসি,
কহিনু কতই আপন মনে :
সিঞ্চিনু কতই, আশা সনে পশি,
কল্পনা-জীবন, ভবিষ্য বনে।

১৫

আবার ভাবিনু, আবার কহিনু,
তবু ত কেবল বাড়িছে ক্লেশ,
সুখ আশে যত যে দিকে হেরিনু,
দেখিনু নাহিক দুঃখের শেষ।

১৬

ভাবিতে ভাবিতে, সে বট তলায়,
করিনু গমন ক্ষণেক পরে ;
দুর্ব্বার গালিচা, পাতা সে ছায়ায়,
বসিনু তথায় বিশ্রাম তরে।

১৭

কৃশানু সমান আদিত্য কিরণ,
তথাপি বটের শীতল ছায়া,
ধূলি রাশি দিস্তু, করিনু দর্শন,
রেখেছে বিস্তারি অনন্ত কায়া।

১৮

কিরূপে বুঝিব নিগূঢ় কারণ
কেন হেরি এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম,
কেহ শান্ত, কেহ ভীম দরশন,
কে দিবে বুঝায়ে প্রকৃত মর্ম্ম।

১৯

নিরখিনু বটে সতৃষ্ণ নয়নে,
চিন্তার সাগরে মগন মন,
এই হেরি হেরি কারণ কিরণে,
আবার ঢাকিছে সন্দেহ ঘন।

২০

ভ্রমিনু কতই আকাশ পাতাল,
শেষে তত্ত্ব এক বুঝিনু সার;
ঘুচে অন্ধকার, ঘুচে ভ্রমজাল,
বহে খরতর আনন্দ ধার।

২১

ভাবিলাম বট—অতি বলবান
স্থূল কলেবর উন্নত কায়,

আপন গরবে সদা গরীয়ান
করে তৃণ জ্ঞান প্রবল বায়।

২২

মনে জানে, যত হই না শীতল
নাবিবে চরণে, দলিতে কেহ
সেবিবে চরণ, মানব সকল,
যতই শীতল, হইবে দেহ।

২৩

কিন্তু ধূলি রাশি—ক্ষীণ কলেবর
বাতাসের আগে উড়িয়া যায়,
সে হতে শীতল রক্ষা আছে আর?
ইচ্ছা মত সবে দলিবে পায়।

২৪

ভাবিনু—মানব বলবান অতি
প্রদানে সুফল শীতল হলে,
হলে সুশীতল ক্ষীণকায় জাতি
সকলে তাহার চরণে দলে।

২৫

আমরা বাঙ্গালী—ধূলির সমান,
অপদার্থ জীব, অবনী তলে;
শরীর শীতল, নাহিক জীবন
যে পায় যখন, চরণে দলে।

২৬

এ হেন দশায় না শিখিব আর,
"ক্ষমা" উপদেশ কাহার কাছে,
"ক্ষমা" শিক্ষা করি দেশ ছার খার,
হইতে শ্মশান বাকি কি আছে?

২৭

"ক্ষমা ক্ষমা" করি খোয়ানু সকল,
ক্ষমায় এখন কি আছে কাজ?
ক্ষমার কুহকে হনু ভীরু দল,
ক্ষমার মাথায় পড়ুক বাজ।

২৮

কূজনিল পাখী, বসিয়া শাখায়,
ভাঙ্গিল চমক, বিহঙ্গ রবে,
ভাবিনু, নিন্দিা বিহগ আমায়,
তা না হলে, কেন ডাকিল সবে।

২৯

ডাকরে বিহঙ্গ! ডাক প্রাণ ভরে
ডাক তোরে, নাহি করিব মানা;
যদ্যপি নিগড়ে অথবা পিঞ্জরে,
বদ্ধ হতে, সব জানিত জানা।

৩০

তোর মত পাখি! মোরা এক কালে
ডেকেছি কতই পরাণ খুলে;

গেয়েছি কতই, নাচি তালে তালে,
ক্ষমা যশোগান, দুবাহু তুলে।

৩১

হাস, নিন্দ, যাহা আসে তোর মনে,
না গাইব দ্বিজ! সে গীত আর,
ভাঙ্গেনি কপাল, তার পূর্ব্ব ক্ষণে,
গেয়েছি সে গীত অনেক বার।

৩২

কি ছিনু, কি হনু, কিবা হই পরে,
ভাবিয়া শরীর, বিকল হয়!
শূন্য শশী ঋতু দারুণ বছরে,
স্মরিলে, শোণিত শুকায়ে যায়॥

৩৩

কেন সেই নিশি, প্রভাত হইল,
কেন সেই দিন, উদয় হল,
কেননা তপন, খসিয়া পড়িল,
কেন না কলি বা উলটি গেল।

৩৪

তা হলে কি আর, দুরন্ত যবন,
আসিত, সোনার ভবনে আর?
তা হলে লইয়া স্বাধীন জীবন,
যাইতাম সুখে, শমনাগার।

৩৫

সত্য রে বিহঙ্গ! সদা হয় মন,
ত্যজিতে বিক্রীত অধীন কায়া;
স্বাধীনতা শূন্য অসার জীবন,
থাক, বা না থাক কি তাহে মায়া?

৩৬

আবার ডুবিনু, চিন্তার সাগরে,
আবার হারানু, বিষয় জ্ঞান;
দুঃখের লহরী উঠিছে অন্তরে,
উঠিছে, পড়িছে, কাটিছে প্রাণ।

৩৭

মন আঁখি মেলি, যেই দিকে চাই,
নিরাশা মূরতি, দেখিতে পাই;
কি করি! কি করি! কোথা যাই যাই!
কি করি! কি করি! কোথায় যাই!!

৩৮

ভাবি যবে মরি! বঙ্গ সুতগণ,
যাপে দিন, সহি যাতনা কত;
নাহি যুটে আর অশন বসন,
ফিরে ঘরে ঘরে, ভিক্ষুক মত।

৩৯

দিবস রজনী প্রভুর চরণ,
কাতরে ধারণ, করিছে বক্ষে;

সহে না সহে না, হেন দরশন,
বুঝি যম নাই, বাঙ্গালী পক্ষে।

৪০

কি হবে, কি হবে, আমাদের গতি,
কবে প্রভাতিবে এ দুখ নিশি,
সেই পূর্ব্ব তেজে, কবে দিন পতি,
উদিবে গগনে, উজলি দিশি।

৪১

বীর দর্পে মাতি, আবার "বিজয়"
দিগ্বিজয় যাত্রা, করিবে কবে,
পুন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর সময়,
আবার ভারতে, উদয় হবে।

৪২

আসিবে সে দিন—সে সুখের দিন!
ভারত কপালে, আছে কি আর?
রবে চিরদিন, পরের অধীন,
এইত বিধাতা লিখন সার।

৪৩

কেন বা নিরাশা! কুদিন কুযোগ,
সম ভাবে, বল, কোথায় রয়?
ফুরালে সকল কপালের ভোগ,
হাসি হাসি, সুখ উদয় হয়।

৪৪

জন্ম, বৃদ্ধি, লয় স্বভাবের ধারা।
বঙ্গ ভাগ্যে, বুঝি কথার কথা,
তা যদি না হবে, কেন দুঃখ ধারা,
যথা হেরি, বেগে বহিবে তথা।

৪৫

তা নয় পাগল। স্বভাব নিয়ম,
কোন কালে নাহি বিফল হয়,
স্বভাব-উদরে লইলে জনম,
জানহ, নিশ্চয় পাইবে লয়।

৪৬

তবে কালে লয় বীজমন্ত্র ধরি,
নির্জীব বাঙ্গালী প্রলুব্ধ-মন,
জড় সম সবে কাল কাল করি
খোয়াইল যত অমূল্য ধন।

৪৭

শ্রম, একাগ্রতা, যতন, আয়াস,
সকলি পড়িল কালের ফাঁদে,
বীর কর্ম্মে এবে, ভীরুতা প্রকাশ
এভাব নিরখি, পরাণ কাঁদে।

৪৮

আসিলে যবন, ররি কাল কাল;
ঘটাল জঞ্জাল, ব্রাহ্মণ দলে।

কেন না ফেলিল, উপদেশ জাল—
ভীরুতা-ব্যঞ্জক, জাহ্নবী জলে!

৪৯

কি জানি, কি হত, কে বলিতে পারে,
যুঝিতাম যদি যবন সনে,
করিনু যতন মান রাখিবারে,
হইল বিফল, কি ক্ষোভ মনে ?

৫০

ভাবিনু আবার, শাস্ত্রের লিখন,
সুবর্ণ মন্দিরে, যবন তাই,
শাস্ত্রের লিখন, করিতে খণ্ডন,
ভারত ভিতরে কেহ ত নাই।

৫১

কব না, কব না, শাস্ত্র আলাপন,
তুল না, তুল না, সে কথা আর,
তুলিবা বাবেক, আসিলে যবন,
বহিছ মস্তকে দাসত্ব ভার।

৫২

যে শাস্ত্র করিল ক্লীবত্ব প্রচার,—
পরাল দাসত্ব শৃঙ্খল পায়;
সে শাস্ত্র আলাপে, কি ফল আবার,
সে শাস্ত্র আলাপে, দুঃখ কি যায়?

৫৩

শাস্ত্র শাস্ত্রী-দোষে হলো সর্ব্বনাশ,
কে বুঝে মরম, কারে বা কই '
কি ছিল কি হলো, এ সুখ আবাস,
না হেরি কোথাও আঁধার বই।

৫৪

এবিশ্ব ভবনে কোথা আছে আর,
এ হেন ভীরুতা উপমা স্থান ?
পুড়িছে সতত হৃদয় আগার,
বিষম দাহনে ফাটিছে প্রাণ।

৫৫

এ—ও—তা, কতই ভাবিনু,
নিদ্রাবশে ক্রমে অবশ অঙ্গ,
দুখদ চেতনা ক্রমে হারাইনু
বাহ্যেন্দ্রিয় খেলা হইল ভঙ্গ।

ইতি প্রথম কাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।

সুপ্রভা।

প্রথম কাণ্ড।

দ্বিতীয় সর্গ।

১

আহা। কি হেরিনু হেরিব না আর।
নির্জীব শরীরে জীবন সঞ্চার
হতেছিল ক্রমে,
কেন রে বিহঙ্গ!
রজনিলি তুই, এ হেন কালে ;
কলরবে তোর ভাঙ্গিল স্বপন,—
অপূর্ব্ব—শিবদ— মানস-তোষণ,
হেন সাধে বাদ
কি দোষে সাধিলি,
বিহঙ্গ রে! তোর অনল ভালে।

২

হেরিনু স্বপনে বিশাল কানন,
দিব্য তরু লতা—নয়ন রঞ্জন
সে কানন দেহে
শোভিছে সুন্দর,
নিত্য আমোদিত প্রসূন বাসে,
আদি অন্ত হীন সে কানন স্থল,
ব্যাপি আছে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
অচিন্ত্য—অগম্য—
উপমা-রহিত,
নিযুক্ত সতত জনম নাশে।

৩

জ্ঞান অনায়ত্ত সে রম্য কানন,
সুখ দুঃখ দানে রত অনুক্ষণ,
অপ্রাকৃত দেহ
মানব আরাধ্য,
ভকত অধীন সদয় অতি;
পরম উল্লাসে জীব শত শত,
কর্ম্ম-সূত্রে তথা ভ্রমে অবিরত;
কিন্তু কত জন
নিজ কর্ম্ম দোষে,
ফিরে সদা হয়ে বিষণ্ণ মতি।

৪

আমিষ লোলুপ কত শত জীব,
সাধিছে সুযোগে অশেষ অশিব,
ভীষণ দর্শন
ভীম কলেবর
নির্ভীক দুর্জ্জয় বলিষ্ঠ দেহ,
ধরি ক্ষীণ জীবে আনন্দিত মনে,
পেসিছে সতত ভীষণ চর্ব্বণে,
পড়িলে তাদের
করাল গরাসে
না পাবে সহজে পলাতে কেহ।

৫

স্বরগ সম্ভূত তরু শত শত,
বন্ধু জীব দলে ডাকি অবিরত,
বিতরে সাদরে
সুধা-গর্ভ-ফল;
সবে লয় ফল প্রফুল্ল মনে:
নয়ন-নন্দিনী-লতা—নানা জাতি,
প্রসূণ ভূষিত পূর্ণ দিব্য ভাতি,
সেবক সমীরে
আদেশে সানন্দে,
বিলাতে সুবাস, আবণ্য জনে।

৬

কিন্তু একচিত্তে দেখ ধরাতল,
কোথা অবিরল সুখ নিরমল ?
যে দিকে নিরখ,
সুখ দুঃখ পূর্ণ,
বিধাতা বিধান বিচিত্র অতি ,
বড় তরুলতা—কণ্টক শরীর.
আচ্ছাদি সদর্পে দিব্য তর শির,
রোধিছে চরম
উন্নতি সতত,
রাখিছে ফিরায়ে সবার গতি

৭

হেরি নানা অংশে স্রোতস্বতী কুল
কল কল রবে বন্দি তরু মূল,
খেলিতে দুলিতে,
নাচিতে নাচিতে,
চলিছে স্বর্গীয় গরবে মাতি ;
বিমল সলিলে কত বনচর,
তৃষা করি দূর সরস অন্তর,
পরম আনন্দে
ছায়াবৃত তীরে,
লভিছে বিশ্রাম শয়ন পাতি ।

৮

কিন্তু নদী অঙ্গে স্ফোটক সমান,
সিকতা সংযুত পুলিন মহান,
রযেছে কতই,
সংখ্যা নাহি তার,
তরঙ্গিণী শোভা ফেলিছে নাশি,
হেরি কত স্থানে বিমল সলিল,
হিংস্র বন পশু করিছে পঙ্কিল
নিবিড় শৈবালে,
জলজ লতায,
ঢেকেছে তটিনী-স্বরূপ রাশি।

৯

কোথা আত্মজন, কোন দিকে যাই
কোন বনে আছু, কারে বা সুধাই,
কে দিবে বলিযা
কোন্ পথে গেলে,
নিরখিব পুন স্বজাতি নবে,
সমবেদী মিত্র—ত্রিভুবন সার,
সঙ্গে নাহি কেহ সে বন মাঝার,
হৃদি-নিকেতনে,
কাহারে লইযা,
করিব আলাপ আনন্দ ভবে।

১০

ত্যজি মধ্যাকাশ প্রখর তপন,
একচক্র রথে করি আরোহণ,
বিশ্রাম মানসে,
প্রতীচি ভবনে,
চলিলেন হয়ে, কাতর অতি ,
দিনমান তাহে, হয়ে ম্রিয়মাণ,
প্রতি পলে পলে, আয়ু পরিমাণ
হারাইল যত,
হইলাম তত,
ঘোর চিন্তাবেগে অস্থির মতি।

১১

ভ্রমিলাম কত ব্যাকুল পরাণ ,
কানন রহস্য যে জানে সন্ধান
কেমনে কোথায়,
সে নব রতন,
করির দর্শন, উল্লাস ভরে ;
ক্রমে কৌতূহল শিখা—সমুজ্জ্বল
ধিকি ধিকি জ্বলি হইল প্রবল,
আগ্রহ উষ্ণণ
সহযোগে তাহা,
অধিক উজ্জ্বল মূরতি ধরে।

১২

হেন কালে এক তাপস সুধীর,
শ্বেত-শ্মশ্রু ধারী—সুন্দর শরীর,
দিব্য তরুতলে,
মিলিত নয়নে,
উপবিষ্ট ধ্যানে, মগন ঘোর,
প্রতি লোম কূপে, দিব্য তেজোরাশি,
উজলিছে দিক মধুর বিকাশি,
সারল্য দর্পণ,
মধুর দর্শন,
বিরাজে আননে, গাম্ভীর্য্য গুর।

১৩

জরা অত্যাচারে লোল গণ্ডদেশ,
লোল কর্ণমূল, শ্বেতবর্ণ কেশ,
ভ্রূযুগ লোলিত,
শিথিল চরম,
সুদীর্ঘ নখর, দশন হীন,
অজিন নির্ম্মিত দিব্য উপবীত,
গল দেশে কিবা আছয়ে লম্বিত,
বল্কল বসনে
শোভে কটিদেশ,
জ্বলিছে পাবক রজনী দিন।

১৪

হেরি সে মূরতি মজিল অন্তর,
ভকতি প্রবাহ বহিল প্রখর,
দারুণ উদ্বেগ,
হইল বিগত,
নাচিল অন্তর আনন্দ ভরে :
মেলিলা নয়ন তাপস প্রবর।
সুধানু নির্ভয়ে এ বন ভিতর
কে আপনি দেব !
কোন্ মহাকুল,
এসেছ হেথায় পবিত্র করে ?

১৫

কি নামে প্রসিদ্ধ এ বন্য কানন,
কহি ভ্রমজাল করহ ছেদন,
কহ দয়া করি,
চারি দিকে দেব !
হেরিতেছি কেন বিসম ধর্ম্ম,
উপকার ব্রতে কেহ উনমত্ত,
কেহ বা অশিব সাধিছে সতত,
কেন জীবকুল,
সুখ দুঃখ পূর্ণ,
বলহ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম।

১৬

শুনি সে বচন তাপসরতন,
ধীরে ধীরে তুলি সস্মিত আনন,
প্রসন্ন নয়নে,
করিলা ইঙ্গিত
বসিতে অজিন আসন' পরে ;
ক্ষণেক নীরবে থাকি ঋষিবর,
নির্বাতে যেমতি পাদপ সুন্দর,
সস্নেহ বচনে,
সম্বোধি আমায়,
কহিলা মধুর গভীর স্বরে।

১৭

শুন দিয়া মন অপরূপ কথা—
মৃত-সঞ্জীবনী সুধারাশি যথা,
শুনিলে সফল,
হইবে জনম,
বিশ্ব লক্ষ্মী বাঁধা রহিবে দ্বারে ;
কুলিশ বিদগ্ধ তরু লতা গণে,
সাজিবে আবার প্রসূণ ভূষণে,
রস হীন মরু,
হইবে সরস,
ভাসিবে ভারত, আনন্দ-ধারে।

১৮

মূর্ত্তি ধরি শিব, ফিরি ঘরে ঘরে,
সুখ সমাচার দিবে নারী নরে,
উন্নতি অচল-
শেখরে আবার,
উঠিবে ভারত উল্লাস ভরে,
স্বাধীনতা বত্ন উজলিবে গেহ,
দাসত্ব আঁধারে, না রহিবে কেহ,
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা,
অত্যাচার-হেতু,
আর না রহিবে, ভারত ঘরে।

১৯

প্রাবৃটে যেমতি তটিনী নিকর,
উপচিয়া করে চৌদিক উর্ব্বর,
কত শত দেশ,
ভারত কৃপায়,
হইবে তেমতি বিভবশালী,
তাই বলি শুন করি মনোযোগ,
থাকে যদি কিছু যন্ত্রণার ভোগ,
দুখ বিভাবরী
হবে অবসান,
উদিবে সৌভাগ্যময়ূখমালী।

২০

শুনিয়া থাকিবে, ইতিহাস নামে,
নব সখা এক আছে বিশ্বধামে,
ভব-শুভ তবে,
ধরি নানা রূপ,
ফিরে ঘরে ঘরে সবল মনে ;
সেই ইতিহাস মম অভিধান,
মানব মঙ্গল সদা মম ধ্যান ,
যে ভজে আমায়,
কায়মনোবাক্যে,
চরম উন্নতি পায় সে জনে।

২১

বাধা দিয়া তাঁরে কহিনু তখন,
কর কৃপাময় ! সন্দেহ ভঞ্জন,
ইতিহাস যদি
হও হে আপনি,
কোথা সে মুরতি কোথা সে বেশ ,
নিরখি যেদিকে ভারত ভবন,
এমূর্ত্তি তোমার না করি দর্শন,
তবে কেন দেব !
পাসরি স্বরূপ,
না রেখেছ, হেরি, স্ববেশ-লেশ।

২২

যদ্যপি আপনি হও ইতিহাস,
কোথা তব সেই শ্বেতাঙ্গ বিকাশ,
　　কোথা তব সেই,
　　মার্জ্জার নয়ন,
আলবার্ট-টেবি সে তাম্র কেশে?
কোথা পেণ্টুলান, ষ্টকিন কোথায়,
কোথা হ্যাট কোট, কলার গলায়,
　　বুট সুশোভিত
　　কোথা সে চরণ?
তাপস মূরতি নাহি এ দেশে।

২৩

যদ্যপি আপনি হতে ইতিহাস,
কবিত আমোদ চুরুটের বাস;
　　আমরা বাঙ্গালী
　　কলেজ মন্দিরে,
পূজি হেন মূর্ত্তি যথোপচারে,
তাইবলি দেব! কহ দয়া করে,
কে আপনি এই অরণ্য ভিতরে,
　　বান্ধব বিহীন
　　অসহায় সেই,
কি হবে বল না ছলিলে তারে?

২৪

সজোরে ছাড়িয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
এই মূর্ত্তি মম, ভারতে প্রকাশ,
ছিল এক দিন,
উত্তবিলা ঋষি,
চিনিবে কেমনে বালক তুমি,
আর্য্য কাছে আর্য্য, দেখি জ্ঞান হত,
নহে পরিচিত বিদেশীর মত,
ভারত কপালে,
ছিল এ লিখন,
স্বর্ণ গৃহ তাই শ্মশান ভূমি।

২৫

এই মূর্ত্তি পূজি ভারত নন্দন,
উন্নতি অচলে করি আরোহণ,
অতুল ঐশ্বর্য্য,*
প্রভুত্ব মন্দিরে,
পশি, মহানন্দে হরিত কাল:
এমূর্ত্তি প্রসাদে সদা আর্য্যকুল,
মহাবল বীর্য্যে জগতে অতুল,
ভারত গগনে,
সৌভাগ্য চন্দ্রমা,
বর্ষিত সুহাস কিরণ জাল।

২৬

ভারত সম্পদ, ভারত শূরত্ব,
ভারত প্রতাপ, ভারত বীরত্ব,
ত্রিভুবন ব্যাপী
অতুল সম্মান,
সকলি জানিবে আমায় ভজি,
এ মূরতি মম, হেরি আর্য্য গণ
মনে হলে হয়, হৃদিবিদারণ)
বন্দি কবপুটে
ভকতি অন্তরে,
মম উপদেশে যাইত মজি।

২৭

হায়। যেই হতে (না জানি কি পাপে
কোন গ্রহ দোষে, কার অভিশাপে)
সোণার ভারত,
ত্যজিল আমায়,
অনাদরি, মম মঙ্গল কথা,
সে দিন হইতে ভারত আমার,
চ্যুত হয়ে দিব্য ঐশ্বর্য্য আগার,
গড়াতে গড়াতে,
দেখিতে দেখিতে,
পড়িল দাসত্ব গহ্বর যথা।

২৮

যে মূরতি তুমি করিলে বর্ণন,
দেশান্তরে তাহা করেছি ধারণ,
কখন সে মূর্ত্তি,
না ছিল অঙ্কিত,
ভারত অন্তরে কস্মিন্ কালে ,
যে দেশে যে রূপ মূরতি আমার,
সে দেশ নিবাসী ভাবি তাই সার
পায় উচ্চপদ ,
যে আমা পাসরে,
সে পড়ে অচিরে পতন জালে।

২৯

বিশেষতঃ, কহি শুন দিয়া মন,
যে মূর্ত্তি কলেজে কর দরশন,
সেত নহে মম
সম্পূর্ণ মূরতি,
পূর্ণ মূর্ত্তি কিসে হেরিবে বল ,
বিদেশী চরণে তোমাদের মতি,
পূর্ণ বলি তারা ধরে যে মূরতি,
নিরখি তা ভাব,
জনম সফল ,
পূজি ভগ্ন মূর্ত্তি মিলে কি ফল ?

৩০

ভারত-রহস্য হয় পরকাশ,
তাহতে মূরতি গঠিতে প্রয়াস,
করে ভিন্নদেশী;
ভারতের তত্ত্ব,
কিরূপে বুঝিবে বিদেশী যারা ?
আমার মূরতি করিতে গঠন,
আর্য্য বংশে কেহ নাহি এক জন।
ধিক ! ধিক ! ধিক !
ধিক ! আর্য্যকুলে !
আত্ম অভিমান সবাই হারা !

৩১

শুন শুন প্রিয় ভারত সন্তান !
পুন যদি চাহ, পূর্ব্ব ধন মান,
পূর্ব্ব উচ্চ পদ,
মানব সমাজে,
যদি বাঞ্ছ সবে একান্ত মনে ;
তবে মম মূর্ত্তি চিত্রি হৃদি পটে,
ভকতি সংযোগে পূজ অকপটে,
পূর্ব্বে আর্য্যকুল
লভিত যেরূপ,
লভিবে নিশ্চয় আনন্দ ধনে।

৩২

এত কহি দেব নীরব হইলা,
ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলা ;
হেরি সে মুরতি—
সে অপূর্ব্ব ভাব
বিস্ময় ভকতি উদিল মনে ;
স্মরিলাম যত তাপস বচন
ঘৃণা লজ্জা আসি করিল দংশন,
বুঝিলাম সার,
ভারতে দুর্দিন,
ত্যজিয়া কেবল স্বদেশী জনে।

৩৩

কহিনু কাতরে, পূজ্য তপোধনে,
ক্ষমহ শ্রীপাদ এই অকিঞ্চনে ;
ভুলি তব তত্ত্ব—
তোমার মাহাত্ম্য,
ভারত সুতের, এহেন গতি,
কৃপা করি দেব ! হও অনুকূল,
আর না ছাড়িব ও চরণ মূল,
ক্ষমি অপরাধ,
দেহ এই বর—
থাকে যেন অই চরণে মতি।

৩৪

শুনি তপোধন, কহিলা তখন,
চল মম সঙ্গে, দেখাব কানন,
হেরিবে কতই,
রহস্য—সুন্দর,
সুখের নিদান, এ বনস্থলে;
কানন-মাহাত্ম্য করিতে বর্ণন,
নর লোকে, কেহ নারে কদাচন,
পশ্চাত প্রদেশে,
মম অধিকার,
পুরোদেশ, নহে এ করতলে।

৩৫

"কাল" অভিধানে, এগহন স্থল,
সুবিখ্যাত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল,
বৃত্তাকারে আছে,
ব্যাপি কলেবর,
ঘুরিছে সতত বিচিত্র ভাবে;
একে একে ধরি, মূর্ত্তি চতুষ্টয়,
বিশ্ব নিকেতনে হতেছে উদয়,
ভক্তিযোগে যেই,
পুজিবে সে রূপ,
সে জন নিশ্চয়, সুফল পাবে।

৩৬

চল, একে একে দেখাই সকল,
হবে বিঘ্ন নাশ, জীবন সফল,
নিরখি রহস্য,
হইবে অন্তর,
অভিষিক্ত ভক্তি বিস্ময় রসে ,
ভগ্ন মনে হবে, আশার সঞ্চার,
পলাবে অশিব, যাবে দুঃখ ভার,
পুন পূর্ণ তেজে,
করিবে প্রভুত্ব,
ভয় ভক্তি ভাবে, মানিবে দশে।

৩৭

দিক হারা হয়ে, করিছ ভ্রমণ,
নানা পথ সদা, কহে নানাজন,
কেহই না জানে,
সুপথ কোথায়,
গোলোক ধাঁধায়, ঘুরিছে সবে;
এস এস বাছা! চল মম সনে,
দেখাব রহস্য এদিব্য কাননে,
যাবে দিগ ভ্রম,
পাবে দিব্য চক্ষু,
কোথায় সুপথ, বুঝিবে তবে।

ইতি প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

প্রথম কাণ্ড।

তৃতীয় সর্গ।

১

কহিলা সাদরে, মধুর বচনে,
কানন রহস্য, তাপসবর,
সুধারাশি যেন, ঢালিল শ্রবণে,
নাচিল সঘনে, হৃদয় তার।

২

আরম্ভিলা ঋষি, তম আবরণ,
রেখেছে আবৃত, সমুখ দেশ,
এই শ্বেত, অই অসিত বরণ,
বাণীশিরে যথা, সুনীল কেশ।

৩

অথবা কালিন্দী—অসিত বরণ,
মিলিছে যেমতি, জাহ্নবী সনে,
এ অপূর্ব্ব দৃশ্য—মানস-মোহন,
ভাবিয়া বিস্ময়, উদিছে মনে।

৪

এই বর্ত্তমান, অই ভাবী কাল,—
চির নরবুদ্ধি অগম্য স্থান,
ভ্রমি তথা, যত শ্বাপদ ভয়াল,
সাধি অমঙ্গল, প্রফুল্ল প্রাণ।

৫

কত শত কূপ, আছে তরুতলে,
কেমন কৌশলে, আবৃত মুখ,
বিশ্রাম মানসে, আসি নরদলে,
পড়ি তাহে মরি! হারায় সুখ।

৬

রয়েছে বিস্তৃত, পাশ ভয়ঙ্কর,
পড়িছে মানব, অজ্ঞাত সারে,
দারুণ বন্ধনে, হতেছে কাতর,
কিছুতে সে পাশ, ছেদিতে নারে।

৭

যদ্যপি এরূপ, অসহায়,—নর,
বিপদ জড়িত, অবনীতলে,
বিধাতা-বিধান—অশিব আকর—
সুখ প্রতিকূল, মানিবে বলে।

৮

কিন্তু নহে তাহা; এরূপ ভাবনা,
না দিবে কখন, অন্তরে স্থান,

কভু কি মানব বিধাতা-খেলনা?
গুপ্ত ফাঁদে তাই, হারাবে প্রাণ?

৯

শিবময় বিধি, নর শিব তরে,
পাঠালেন আমা, অবনীতলে,
যে পূজে আমায়, পবিত্র অন্তরে,
অবাধে সে যায়, অভীষ্ট স্থলে।

১০

যে অংশে আমরা, রয়েছি এখন,
কলি অভিধানে, জগতবাসী,
কে পারে বলিতে, ইহার শাসন,—
ইহার প্রতাপ—মাহাত্ম্যরাশি।

১১

যুগশ্রেষ্ঠ কলি—মঙ্গল-নিদান,
বিস্তারি রেখেছে, বিচিত্র ধর্ম্ম,
কলি নিন্দে যত মানব—অজ্ঞান,
না বুঝি তাহার, নিগূঢ় মর্ম্ম।

১২

চারি দিকে দেখ, তরু অগণন—
চির নব পত্রে, আবৃত দেহ,
প্রসূণ ভূষণ—নয়ন তোষণ,
পরেছে কেমন, সাদরে কেহ,

১৩

কত বা ধরেছে, যতন করিয়া
আশু সুখকর, সুরস ফল,
অসংখ্য মানব, চলিছে ধাইয়া,
দীপালোকে যথা, পতঙ্গ-দল

১৪

স সাব সম্ভূত এই তরুদল.
সাধারণে খ্যাত, কলুষ নামে,
সে র সুখ আশে, শরীর বিকল,
নিবসে মানব অবনী-ধামে।

১৫

নাহি কোন যুগে হেন প্রলোভন—
তাপস মানস, বসিয়া যায়,
যে জন অজ্ঞান, মজিবে সেজন
আশু সুখে, কিবা বিচিত্র তায়?

১৬

আছে তিন ভাগ, তরু হেন রূপ
আশুসুখকর, মনোজ্ঞ অতি,
মুখে সুধা, কিন্তু হৃদে বিষরূপ,
না বুঝি, মানব মজায় মতি।

১৭

ধর্ম্ম নামে তরু অকপট সাজে,
ব্যাপি এক ভাগ রয়েছে কিবা;

স্বর্গীয় গরবে, সতত বিরাজে,
বিলায় সুফল, যামিনী দিবা ;

১৮

স্বরগ সম্ভূত, মঙ্গল নিদান,
প্রলোভন শূন্য, সুদীন বেশ ,
অজ্ঞান মানব, না বুঝি সন্ধান,
না ভজি ভুঞ্জিছে, অশেষ ক্লেশ।

১৯

অই দেখ তরু সম্মুখে তোমার,
উঠে অভ্র ভেদি আকাশ পরে ,
অনন্ত উন্নতি—মহিমা অপার,
যত উঠে তত সৌন্দর্য্য ধরে।

২০

উর্দ্ধদেশে অতি ধরেছে সুফল,—
চিরসুখপ্রদ, অমৃতময় ;
স্থূলদর্শী নর—শূন্য জ্ঞান বল,
কেমনে হেরিবে, সে ফল চয়।

২১

বিশেষ সে ফল, পাইবার তরে,
উর্দ্ধ দেশে কত, উঠিতে হয় ,
দুর্ব্বল মানব, বল কোথা ধরে,
ত্যাগ, ধৈর্য্য আদি, সুগুণ চয়।

২২

তাই তারা সদা একলে নিরাশ,
আস্বাদে কলুষ—সুলভ ফল,
আশু সুখ আশে হয় সর্ব্বনাশ,
হারায় দুর্লভ স্বর্গীয় বল

২৩

ভবধাম ভব পাপ তরুদল,
সসীম শরীর মানব মত,
ঘন শাখা-পত্রে ঢাকে অবিরল,
ধর্ম্ম তর-জাত সুফল যত।

২৪

যতই পশ্চাতে, করিবে গমন,
কলুষ পাদপ বিরল তত,
মহানন্দে তথা, জীব অগণন,
লভে দিব্য ফল প্রসূন কত।

২৫

এত প্রলোভন—আশু মনোহর,
কলি সম আর কোথাও নাই,
প্রলোভনে সদা ঘেরা কলেবর,
যুগ মাঝে কলি প্রধান তাই।

২৬

কেন না যথায়, নাহি প্রলোভন,
ধরম করম সুগম তথা;

প্রলোভন মাঝে ধার্ম্মিক যেজন,
ধর্ম্ম-বীর সেই নিশ্চয় কথা।

২৭

সম্মুখে হেরিনু, ভ্রমি কতক্ষণ,
বিশাল প্রাসাদ —ধবল কায়,
হেরিনু তটিনী—পবিত্র জীবন,
কল কল রবে সাগরে ধায়।

২৮

শকুনী গৃধিনী মিলি দলে দলে,
উড়িছে, বসিছে প্রাসাদ পরে,
পূর্ণ দশ দিক শিবা কোলাহলে,
কূজনে বিহঙ্গ কাতর স্বরে।

২৯

মুখের কবল ফেলি সকাতরে,
হম্বারবে গাভী, সঘনে ধায়;
প্রলয় পর্জ্জন্য উদিল অম্বরে
দ্রুত ঐরম্মদ ছুটিল তায়।

৩০

সহসা অন্তর, উঠিল কাঁপিয়া,
প্রাণ আই ঢাই, পাগল মত;
থর থরে উরু, গুর গুরে হিয়া,
যেন কার চুরি, করেছি কত।

৩১

কহিলাম দেব! ধর মোরে ধর,
চরণ অচল, চলিতে নারি;
সহসা কেমন, হইল অন্তর,
বলহ কারণ, বিপদ-হারি!

৩২

শুনি তপোধন, ধরিলা আমায়,
প্রসারি ত্বরায়, দক্ষিণ কর;
কহিলা—নাহিক বিপদ দশায়,
ধৈরয সমান, বান্ধব বর।

৩৩

হেন কালে হেরি, পুরুষ প্রবীণ,
জরা-পরাজিত, রজত কেশ:
শ্বেত শ্মশ্রু-ধারী, দশন বিহীন,
মলিন মূরতি, সামান্য বেশ।

৩৪

কটিদেশ ঘেরা, কৌষিক বসনে,
এক পদে, দিব্য পাদুকা রহে;
হেরিনু দারুণ আতপ তাড়নে,
অজস্র ঘরম, সর্ব্বাঙ্গে বহে।

৩৫

সেই প্রাসাদের গুপ্ত দ্বার দিয়া,
হেন বেশে বৃদ্ধ, বাহিরে যায়;

কল্লোলিনী কূলে, চলিলা ছুটিয়া
ক্ষণ ছুটে, ক্ষণ ফিরিয়া চায়।

৩৬

কহিলা বিষাদে, বুঝিবে কারণ,
মনো ভাব বুঝি, তাপস মণি,
কেন হেন বেশে, করে পলায়ন
প্রবীণ পরুষ, প্রমাদ গণি।

৩৭

প্রাসাদ সম্মুখে, হন্য উপনীত,
হেরিনু, বিশাল তোরণ পরে,
কর্ত্তনী সদৃশ সুধাংশু অঙ্কিত,
উড়িছে পতাকা উল্লাস ভরে।

৩৮

আরব-সম্ভূত অশ্ব অষ্টদশ,
গ্রীবা করি বক্র নাচিছে যেন,
শ্রম-জাত ঘর্ম্মে, শরীর সরস,
সঘনে আননে উঠিছে ফেণ।

৩৯

তেজঃ-গর্ব্ব-শক্তি-লক্ষণ-ব্যঞ্জক,
হ্রেষা রবে পূর্ণ, আকাশ দেশ;
দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী বিদেশী রক্ষক,
খুলিছে যতনে, সবার বেশ।

৪০

পশি ঋষি সনে, প্রাসাদ প্রাঙ্গণে,
নিরখিনু, দৃশ্য—ভয়াল অতি :
চির হৃদিপটে, উজ্জ্বল বরণে,
রহিবে অঙ্কিত, কলঙ্ক জ্যোতি।

৪১

হে বিনু পুরুষ—খর্ব্ব কলেবর,
আজানুলম্বিত, যুগল কর .
কৃষ্ণ শ্মশ্রু রাজি, ঢেকেছে অধর,
উপবিষ্ট, সিংহ-আসন পর।

৪২

তুরকী উষ্ণীষে, শোভে শিরোদেশ,
লৌহময় বর্ম্মে, আবৃত অঙ্গ ,
ভীরুকুল ত্রাস সামরিক বেশ,
মাঝে মাঝে কত, করিছে রঙ্গ।

৪৩

কটিদেশ বদ্ধ, কোমল বন্ধনে,
ঝল ঝলি অসি, বিজলী খেলে :
সমাগতে লক্ষি, বিকট নয়নে,
বিঁধিছে সঘনে, কুবাক্য শেলে।

৪৪

ষড়দশ সেনা, হয়ে দুই দল,
নীরবে দাঁড়ায়ে, উভয় পাশে ;

বর্ম্ম চর্ম্ম অসি করে ঝল মল,
মাঝে মাঝে ঘোর বিকট হাসে।

৫

দেখিনু সম্মুখে, করি যোড কর,
দাঁডায়ে, প্রবীণ ব্রাহ্মণ কত ;
দারুণ আতঙ্কে, কাঁপে থর থর
নিষাধ-বিজিত কুরঙ্গ মত।

৪৬

ব্রাহ্মণে সম্বোধি কহিলা তখন
খর্ব্বাকৃতি নর, পরুষ ভাষে,
কর রে, কাফেরা কোরাণ গ্রহণ
নতুবা প্রেবিব কৃতান্তবাসে।

৪৭

এই মাত্র তোরা, কহিলি আমায়,
আছে হিন্দুপ্রেত শাস্ত্রের লেখা, —
হিন্দু তেজোরবি, চরম সীমায়,
যবন তামসী, দিবেক দেখা।

৪৮

শুনি প্রেতমুখে, প্রেতের লিখন,
পলাল তোদের বঙ্গের নাথ ;
বীর চূডামণি, নৃপতি রতন !!
ঘৃণিল যুঝিতে যবন সাথ।

৪৯

এখন ত মোরা বঙ্গ অধিপতি,
এখন যদি সবে, মঙ্গল চাও,
বল আল্লা নাম, ত্যজ পাপমতি,
নিয়ত খোদার মহিমা গাও।

৫০

জ্বালি অগ্নিকুণ্ড, পাঁজি পুথী যত,—
আর্য কুলকীর্ত্তি—অক্ষয় স্তম্ভ !!
কর ভস্ম রাশি, এ জনম মত,
ভজহ কোরাণ, প্রকাশি দম্ভ।

৫১

চাহ যদি হিত, বলি যাহা কর,
নতুবা এখনি, লইব শির,
ত্যজি দিগম্বর, ভজ পেগম্বর,
ছাড়ি লোডালুডী, পুজহ পীর।

৫২

গায়ত্রী আহ্নিক ত্যজ জপ তপ,
সন্ধ্যা ছাড়ি, রোজা নমাজ ধর,
ত্যজি যজ্ঞসূত্র, তণ্ডুল আতপ,
ভক্ষহ কুক্কুট—বিহঙ্গ বর।

৫৩

কহি হেন রূপ, সুশাণ কৃপাণ,
তুলিল বর্ব্বর, দক্ষিণ করে;

ভয়ে কোন দ্বিজ, হয়ে ম্রিয়মাণ,
ধরিল কোবাণ, মস্তক পরে।

৫৪

তার মাঝে, এক ব্রাহ্মণ রতন,—
দিব্য তেজঃ যুত, নির্ভীক অতি ;
মর্ম্মভেদী বাণী, করিয়া শ্রবণ,
রক্তিম লোচন, সরোষ মতি।

৫৫

কহিলা ভূদেব, সুগম্ভীর স্বরে—
থাক রে যবন ! কলুষ মতি !
বিধাতা-বিধানে, ম্লেচ্ছ পদে ঘরে,
হইলা ভিখারী, এ বঙ্গপতি।

৫৬

তোরা ত বর্ব্বর,কদাচার ময়,
তোদের আবার, ধরম কই ;
সোণার সংসার, অরে দুরাশয় !
করিলি শ্মশান, কেমনে সই।

৫৭

আর্য্য শাস্ত্র যত, ভুবনে অতুল,
তোরা কি বুঝিবি, বর্ব্বর জাতি ;
বুঝে কি পামর ! শাখামৃগকুল,
দুর্লভ সাগর মুকুতা ভাতি ?

৫৮

নবকুল কালি, গোঁয়ারের দল,
ধবম কাহিনী, তুল না আর ;
ত্যজি গঙ্গা নীর, বদ্ধ কূপ জল,
করিবারে পান, বাসনা কার ?

৫৯

শুন রে দুর্ম্মতি ! শুন বলি সার,
সংসারে অতুল আর্য্যের ধর্ম্ম ,
আর্য্যকুলে সেই ঘোর কুলাঙ্গার,
যে ত্যজে এ ধর্ম্ম, না বুঝি মর্ম্ম ।

৬০

দেখ দুরাত্মন ! রহিবে যাবত,
এক বিন্দু রক্ত, ধমনী দিয়া ,
সত্য সনাতন, আর্য্য অনুমত,
ধরমে আকৃষ্ট, রহিবে হিয়া ।

৬১

এত বলি দ্বিজ, দিলা অভিশাপ,
চাহি এক দৃষ্টে, আকাশ পানে ;
অত্যাচার ফল, পাবি পরিতাপ,
হবে প্রায়শ্চিত্ত, জীবন দানে ।

৬২

শুনি ম্লেচ্ছপতি, ইঙ্গিত করিল,
অনুচর তার, তুলিল অসি ,

লক্ষি দ্বিজ শিব, সবলে হানিল,
স্কন্ধ হতে মুণ্ড, পড়িল খসি।

৬৩

লুটাল ধরায়, ব্রাহ্মণ শরীর,
ব্রহ্মরক্তে রঙ্গ, করিল স্নান,
নিরখি সে দৃশ্য, হইনু অধীর,
ঘোর ক্ষোভ ভরে, ফাটিল প্রাণ।

৬৪

ছুটিনু সবেগে, যথা সে যবন,
বধ করিতে তার, কলুষ প্রাণ;
পৃষ্ঠবাস ধরি, দ্বিজ তপোধন,
রাখিলা করিয়া, সান্ত্বনা দান।

৬৫

বাঞ্ছিবিলা ঋষি, ধরি মম কর,
বিস্তারি, কতই কৌশল জাল;
হেরিনু চৌদিকে, যবন নিকর,
বেড়ি আছে, যেন পতঙ্গ পাল।

৬৬

বিজন প্রদেশে, পশি দুই জনে,
বসিনু শিলায়, পাদপ তলে,
কহিনু তাপসে, কৌতূহল মনে,
কি দেখিনু দেব! এ বন স্থলে?

৬৭

কি জন্য ব্যাকুল, হতেছে পরাণ,
ঘটেছে যেন, কি অনর্থ রাশি,
অন্তর অনল, হইত নির্ব্বাণ,
নিঠুর-হৃদয় যবনে নাশি।

৬৮

কেন নিবারিলে, নাশিতে বর্ব্বরে,
বলহ শ্রীপাদ! সদয় হয়ে;
কেন বা হেরিনু, সদর্পে বিচরে,
দুরন্ত যবন সেনানী চয়ে।

৬৯

মৌন ভাব ঋষি, করিলা ধারণ,
নির্ব্বাতে যেমতি, পাদপ পতি;
জড় সম দেব, থাকি কতক্ষণ,
উত্তরিলা হয়ে, কাতর অতি।

৭০

কি আর জিজ্ঞাস, হল সর্ব্বনাশ,
ভাঙ্গিল এ বঙ্গ কপাল আজ!
ফুরাইল আজি, বঙ্গ-সুখ বাস,
স্বাধীনতা-মাথে, পড়িল বাজ।

৭১

বঙ্গসুখ সূর্য্যে, লাগিল গ্রহণ,
আফগান-রাহু, করিল গ্রাস,

লুটিল যবন, অমূল্য রতন,
পশি অনায়াসে, এ সুখ-বাস।

৭২

অই যে হেরিলে, খর্ব্বাকৃতি নরে,
বসি সিংহাসনে, না ধরে হাসি,
বক্তারখিলিজী, অভিধান ধরে,
মহম্মদ-শিষ্য, তুরস্কবাসী।

৭৩

নব ধর্ম্ম-মদে, মেতেছে অন্তর,
হয়েছে যবন, পাগল প্রায়,
আকবার আল্লা, ঘোষে নিরন্তর,
পদ ভরে ধরা, কম্পিত-কায়।

৭৪

বিজয় পতাকা, পত পত স্বরে,
দুরন্ত যবন-বিজয় ঘোষে;
আফ্রিকা, আশিয়া, য়ুরোপ ভিতরে,
ম্লেচ্ছ তেজে সবে, ফাটিছে রোষে।

৭৫

লয়ে সপ্তদশ সেনা মনোমত,
পশিল খিলিজী, সুবর্ণ গেহে,
দেখে শুনে, বাছা! হয় জ্ঞান হত,
ভাবিলে ধৈরয, না রহে দেহে।

৭৬

এত খানি হল, বয়স আমার,
মুখাগ্রে রয়েছে, যুগের কথা ;
শুনেছি কতই, দেখেছি অপার,
পাকিয়া কুন্তল, রজত যথা।

৭৭

কখন না হেন, শুনিনু শ্রবণে,
হেরিনু নয়নে, এ চারি কাল,
না উঠিতে ঝড়, ভয়াকুল মনে,
পলায় নাবিক, ফেলিয়া হাল।

৭৮

অগ্রে যেই জনে, করেছ দর্শন,
তিনিত এবঙ্গ, ভূপাল মণি !
আগত যবন, করিলে শ্রবণ,
বঙ্গ সুখে দ্বিজ, হইল শনি।

৭৯

শুনি ঋষি বাক্য, নির্ব্বাসিত মত,
ক্ষোভে, রোষে, শোকে ব্যাকুল প্রাণ,
কহিলাম দেব। এবে সব গত,
কিসে পাবে বঙ্গ, সে পূর্ব্ব মান।

৮০

কেন শিবময়। নিষেধিলে বল,
নাশিতে পামরে, ধাইনু যবে ;

নাহি নিবারিলে নাশি অরিদল,
স্বাধীনতা পুন, দিতাম সবে।

৮১

উহু কি কলঙ্ক! বঙ্গাধিপ আজ,
বঙ্গশিরে দিল, এ জন্ম মত ;
রবে যত দিন, মানব সমাজ,
এ কলঙ্ক সবে, ঘোষিবে কত।

৮২

হেন কাপুরুষ, হেন কুলাঙ্গার,
পাইল এবঙ্গ, রক্ষণ ভার ;
কেশরী আসনে, শিবা দুরাচার,
বিধি-বিধি বুঝে, শকতি কার ?

৮৩

এক বিন্দু রক্ত, না ছিল শরীরে,
যুঝিতে অসভ্য যবন সনে ;
আসিল যবন, শুনি তা অচিরে,
পলালি রে ভীরু! পরাণ পণে।

৮৪

না মিটিল তোর, নরকুল-কালি।
সুখ ইচ্ছা, এই অশীতি বর্ষে,
আত্ম সুখ লাগি, স্বকুল মজালি,
দুরন্ত বিপক্ষে, মাতালি হর্ষে।

৮৫

এত সাধ ছিল, এবৃদ্ধ বয়সে
বাঁচিবারে ধরি, অধীন কায়া ;
সংসার পূরিল, তোর অপযশে,
কেন হল এত, জীবনে মায়া '

৮৬

কেন নাহি যুঝি, যবনের সনে,
মরিলি সমরে, বীরের মত ;
স্বদেশ রক্ষণে, যুঝি প্রাণপণে,
যে মরে তাঁহার, গৌরব কত।

৮৭

অক্ষয় আনন্দ, বৈজয়ন্ত ধামে,
আস্বাদে সেজন, মনের সুখে ;
নাচে বীর হিয়া, সেই বীর নামে,
তাঁর গুণবাদ, সবার মুখে।

৮৮

সত্য বটে আছে, শাস্ত্রের লিখন,—
পশিবে তুরকী, এবঙ্গ ঘরে ;
সমরে বারণ, আছে নিদর্শন ?
যুঝিতে নিষেধ, কোথায় কবে ?

৮৯

ভীরু দলে মিলি, করিয়া যুকতি,
রচিলা বিধান—সারত্ব হীন ;

চলি সেই মতে, হারাযে শকতি,
হইল বাঙ্গালী, শূবত্বে দীন।

৯০

ভীরু বিবচিত, শাস্ত্র যত খুলি,
ভীরু দ্বিজকুল, কহিল কত ;
ভীরু বঙ্গাধিপ, সে বচনে ভুলি,
খোযাইল কুল গৌবব যত।

৯১

যে ক্ষতি বঙ্গের, হল আজ মবি !
তুলনা তাহাব, ভূতলে নাই,
পবাধীনী বঙ্গ, উহু! মবি ! মবি !
ভাবিলে আঁধাব, দেখিতে পাই।

৯২

যেই স্বাধীনতা, এ সংসার সাব,
যেই স্বাধীনতা, অমূল্য মণি ;
সেই স্বাধীনতা, যত দুবাচাব,
হবি, আঁধাবিল এ বঙ্গ-খণি।

৯৩

স্বাধীনতা গেল, কি রহিল আব,
পরাণ প্রয়াণে, কি ফল দেহে ;
চরণে দলিবে, যত নরাঙ্গার
পশি দিবানিশি, এ বঙ্গ গেহে।

৯৪

থাকুক বিভব, ভূধব প্রমাণ,
হও না ধনেশ, যক্ষেশ তুল ;
প্রকৃত উন্নতি, করিবে প্রয়াণ,
বাঁচে কি লতিকা, ছিঁড়িলে মূল।

৯৫

ভুবন ভিতরে, কেহ না আদবে,
পুরুষার্থ হীন অধীন জনে ;
লবণ বিহীন, ব্যঞ্জন সুন্দবে,
যেমতি নানব, মনে না গণে।

৯৬

মন প্রস্রবণে না উঠিবে আব,
আদিম ভাবেব, স্বাধীন ধারা ;
চাটুকার ব্রতে, মজি অনিবার,
অনাথিনী বঙ্গ, গৌরব হারা।

৯৭

রাজ-বাণী বঙ্গ, হল ভিখারিণী,
স্মরিলে হৃদয়, দগধ হয় ;
সেবি প্রভুপদ, দিবস যামিনী,
খোয়াইবে, আত্ম গৌরব চয়।

৯৮

উপাসনা-লব্ধ সামান্ত অশনে,
না হবে এখন উদর পূর্ত্তি,

অজ্ঞান প্রসূত দোষ দরশনে,
ধবিবে যবন, পিশাচ মূর্ত্তি।

৯৯

যবন আদেশ করিতে পালন,
মুখ অন্ন ফেলি, ছুটিবে বঙ্গ,
সহিবে কতই, যবন লাঞ্ছন,
নিশীথে সুষুপ্তি হইবে ভঙ্গ।

১০০

স্বাধীন জীবনে, নিত্য নব সুখ,
বহে নিত্য নব পীরিতি ধারা;
নিরখি বিশদ আনন্দের মুখী,
প্রফুল্ল পরাণ, স্বাধীন যারা।

১০১

কহিনু তাপসে, সুগভীর স্বরে,
নাশিতে যবনে, পশিব রণে;
নিবারি আদরে, ধরি মম করে,
কহিলেন ঋষি, বিষণ্ণ মনে।

১০২

ধন্য ধন্য বাছা! সাধু ইচ্ছা তব,
কিন্তু রে উতলা হলে কি ফল;
এবে বঙ্গ সুখ, প্রতিকূল সব,
পাবে স্বাধীনতা, কেমনে বল?

১০৩

সংঘটিত বঙ্গে দুর্যোগ বিষম,
স্থির হও বাছা ! ধৈরয ধর ;
তোর এ সাহস, এহেন বিক্রম,
ত্রিভুবন পূজ্য, মঙ্গল কর।

১০৪

কিন্তু কথা এক, কহি তোমা শুন,
কবহ সে কথা, হৃদয়-হার ,
স্বাধীনতা ধন, যদি চাহ পুন,
সে কথা সতত, জানিবে সার।——

১০৫

বিলাস-প্রিয়তা—নর-শিব-হর,
বিরাজিত এবে, এ বঙ্গ ঘরে ;
তার পদে বঙ্গ, বিক্রীত অন্তর,
সেবা-রত তার ভকতি ভরে।

১০৬

নিশাচরী সম, পাতি মায়াজাল,
বেঁধেছে, বঙ্গের দুর্ব্বল মন ;
মায়া চক্র তার, রবে যত কাল,
না মিলিবে পুন, সম্পদ ধন।

১০৭

অন্তর সাম্রাজ্য, দিয়া বিসর্জ্জন,
যে বঙ্গ নিশ্চিন্ত, যামিনী দিবা,

বাহ্য রাজ্য ধন, না করিয়া রণ,
দিবেক যবনে, বিচিত্র কিবা ?

১০৮

অন্তর অরক্ষ—প্রকৃত দুর্জ্জয়,
ঘোর রণে অগ্রে, করহ জয় ;
উদ্ধার অন্তর রাজ্য সমুদয়,
না রবে তখন, যবন-ভয়।

১০৯

বিলাস আদেশে, ব্যসন মগন,
পরিশ্রমে বঙ্গ, কাতর অতি,
আলস্য আবেশে, জড়ের মতন,
চেষ্টা শূন্য এবে, বঙ্গের মতি।

১১০

বঙ্গের এ দশা, শোচনীয় অতি,
ধরাতলে হেন, কোথাও নাই,
ফিরাতে হইলে, অধঃপাত গতি,
দুঃসাধ্য কঠোর, সাধনা চাই।

১১১

চল যাদুমণি! ধৈর্য্য ধর ধর,
সাধনা প্রণালী, দেখিতে পাবে ;
আগ্রহ পূরিত, করহ অন্তর,
অজ্ঞান আঁধার, কাটিয়া যাবে।

ইতি প্রথম কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

প্রথম কাণ্ড।

চতুর্থ সর্গ।

১

চলিনু পশ্চাতে, তাপসের সনে,
সুখ শান্তি লেশ, নাহি কিছু মনে,
দারুণ হতাশে
সুদীর্ঘনিশ্বাস,
বহে ঘন ঘন, অনল প্রায়,
কি করি, কি করি, কি হল দুর্দ্দিন,
উহু! মরি। বঙ্গ হল পরাধীন,
শূন্য দশ দিক,
ঘুরিছে মস্তক,
পুড়িছে অন্তর, পুড়িছে কায়।

২

কহিলেন ধীরে, ফিরি তপোধন,
দেখাতে রহস্য, হনু বিস্মরণ,
অপূর্ব্ব সে দৃশ্য,
সংসার দুর্লভ,
সতত এরঙ্গ গৌরব স্থল ;
হল গেল কত, বর্ষ অগণন,
হেন মহা কাণ্ড, না হেরি কখন,
না হেরি কোথাও,
হেন আয়োজন,
দূবিতে দুরন্ত, অরাতি দল।

৩

বসি তরুতলে, তাপস রতন,
কহিলেন বাছা ! করহ শ্রবণ,
পশি বঙ্গ ঘরে,
কিছু দিন পরে,
মাতিয়া উঠিল, যবন কুল ;
প্রভুত্ব গরবে, করি তৃণ জ্ঞান,
সদা টুটে বঙ্গ-প্রাণাধিক মান,
কাড়ি নিল ক্রমে,
চির প্রিয় স্বত্ব,
ছিঁড়িল সুখের, অনন্ত মূল।

৪

অনাথিনী বঙ্গ, নাহিক সম্বল
যবন পীড়নে শরীর বিকল,
সন্তাপহারিণী
সুষুপ্তি রূপসী,
নাহি লয় তত্ত্ব, বঙ্গের আর,
কখন কি হয়, কখন কি হয়,
কখন দলিবে, চরণে নিদয়,
কখন টুটিবে,
দুর্লভ সম্মান,
এচিন্তা বঙ্গের হইল সার।

৫

হেন কালে কোন, পুরুষ রতন,
বিলাতে এ বঙ্গে, স্বাধীনতা ধন
দলিতে দুরন্ত,
যবন দানবে,
ভারত ঈশানে, দিলেন দেখা,
সুপবিত্র রক্ত বাস পরিধান,
রুদ্রাক্ষের মালা, গলে দুল্যমান,
দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারী,
বিশাল ললাটে,
রকত চন্দন ত্রিপুণ্ড্র রেখা।

৬

ডাকিনী যোগিনী-সঙ্কুল শ্মশানে
নিশীথে নিমগ্ন. আদ্যা-শক্তি-ধ্যানে,
ঘোর অন্ধকার,
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী,
ঘোর শিবা-রবে, চৌদিক পূর্ণ,
হাসে অট্ট অট্ট, ভূত প্রেত দল,
শঙ্খিনী, প্রেতিনী হাসে খল খল,
কেহ বা উল্লাসে,
লয়ে নরমুণ্ড,
ভীষণ দশনে করিছে চূর্ণ।

৭

হেন ভীম দেশে, পুরুষ-প্রধান,
লয়ে শব জবা ধূনা দীপ দান,
পূজে মহাশক্তি,
ভকতি সংযোগে,
শিবময়ী শক্তি পাবার তরে :
শকতি প্রসাদে লভি মহাবল,
বিদূরিবে বঙ্গ বিপক্ষ সকল,
হইবে নিম্মূল,
যবন দানব,
হেন শুভকর সঙ্কল্প ধরে।

৮

সিদ্ধি পথে সদা দৃঢ় অষ্ট পাশ,
কঠোর তপস্যা করে সব নাশ,
নাশিতে সে পাশ,
চিন্তি কত দেব,
রচিলা বিধান—মঙ্গলময়,
ঘৃণা নাশে নর-কপালে ভোজন,
লজ্জা পরাজয় করে দিগ্বসন
শ্মশান-বসতি,
শোক করে দূর,
শবাসন রাজা! বিনাশে ভয়।

৯

কুল শীল জাতি নিন্দা পাশ যত,
চিতা ভস্ম আর অস্থি মালে হত,
দিব্য, বীর, পশু,
ত্রিভাবে মকার,
প্রসবে যে ফল বাখানে কত,
রাখিতে যবনে ঘোর অন্ধকারে,
কতই কৌশল বিধান নির্দ্ধারে,
যবন পীড়িত,
আসি একে একে,
হইল তাঁহার শরণাগত।

১০

কহিনু তাপসে, বিস্মিত অন্তরে,
জঘন্য মকার যে জন আচরে,
কেমনে সে জন,
ভুবন আরাধ্য,
কিসে দেব! এত মহিমা তাঁর?
পতন সাগরে, মকার সেবনে,
ডুবিল এ বঙ্গ বিষাদিত মনে:
তবে কেন বল,
প্রশংসিছ দেব!
মকার আচারী পুরুষে আর?

১১

উত্তরিলা ঋষি, মকার-মহত্ত্ব,
না বুঝি এ বঙ্গ, হইল প্রমত্ত,
সুখদা মোক্ষদা,
মকার মহিমা,
না বুঝি মজিল, অভাগ্যবতী:
থাকিত যদ্যপি জ্ঞানাণু তাহার,
তা হলে জঞ্জাল ঘটিত কি আর?
তা হলে কাটিয়া,
দাসত্ব শৃঙ্খল,
হইত আবার সরস মতি।

১২

মকার মরম করিতে বর্ণন,
কেহ নাহি মিলে খুঁজি ত্রিভুবন
শত শত গ্রন্থে,
হয় স্তূপাকার,
তবু কভু শেষ না হয় তার,
কর অবধান, কহি বাছা ধন।
হইবে নিশ্চয় সন্দেহ ভঞ্জন,
শিবেচ্ছু পুরুষ,
বাখানে যেরূপ,
কল্যাণ-দায়িনী মকার সার।

১৩

ব্রহ্ম-রন্ধ্র হতে যে সুধা নিঃসরে,
শাস্ত্র মতে তাহা মদ্য নাম ধরে,
সে সুধা যে জন,
করে আস্বাদন,
মদ্যপায়ী সেই পুরুষ বর,
এ রূপক মর্ম্ম বুঝে যেই জাতি,
ধরামাঝে তার দীপ্ত যশোভাতি;
তাহার মহত্ত্ব,
গৌরব—অপার,
শোভে সম ভাবে অবনী পর।

১৪

বুদ্ধি মান দণ্ডে, প্রবৃত্তি বন্ধনে,
প্রকৃতি সাগর মথি সযতনে,
পরম উল্লাসে,
তুলি জ্ঞান সুধা,
মস্তিষ্ক ভাণ্ডার যে করে পূর্ণ,
সে অমৃত পান করি অনুক্ষণ,
এসংসারে যেই করে বিচরণ,
শাস্ত্র অনুসারে,
মদ্যপ সে জন,
সে করে বিপক্ষ দরপ চূর্ণ।

১৫

মা শব্দে রসনা বুঝহ সন্ধান,
ভক্ষে তার অংশ যেই মতিমান,
সে মাংস সাধক,
মহেশ বচন,
ইহার রহস্য শুনহ কই,
যেইজন করি বাক্য সংযমন,
নিজ কর্ম্ম সিদ্ধি চিন্তে অনুক্ষণ,
অতি সূক্ষ্ম দর্শী,
চাপল্য বিহীন,
সে মাংস সাধক—ভুবন-জয়ী।

১৬

নিশ্বাস প্রশ্বাস নামে মীনদ্বয়,
ঈড়া পিঙ্গলার মাঝে সদা রয়.
সে মীন যুগল,
যে করে ভক্ষণ,
সেই জনে মীন সাধক কয় ,
শুনহ রহস্য—যেই মহাজন,
রোধি শ্বাসদ্বয়, ধ্যানে নিমগন
সে মীন সাধক,—
বিপদ বিজয়ী,
কর্ম্ম সিদ্ধি তার পশ্চাতে রয় ।

১৭

কমল আবৃত কর্ণিকা ভিতরে,
সগৌরবে আত্মা, অবস্থিতি করে,
কোটী রবি কর
সম সমুজ্জ্বল,
কোটী শশী সম শীতল অতি ,
কমনীয় মহাকুণ্ডলিনী যুত,
হেন মহাজ্ঞানে যার মনঃপূত,
সে নর কেশরী,
শঙ্কর বচন,
মুদ্রা আরাধক—প্রশান্তমতি ।

১৮

স্বআত্মা-রহস্য বুঝিয়া সুন্দর,
যে জন বিচরে, সংসার ভিতর,
নিজ শক্তি পরে,
বিশ্বাসি সুদৃঢ়,
অসাধ্য সাধনে, যে জন ধায় :
আত্মাদর সূর্য্য যার সমুজ্জ্বল,
নম্রতা চন্দ্রমা অতি সুশীতল,
সে মহা পুরুষ,
মুদ্রা আবাধক,
তার গুণ যশঃ অমরে গায়।

১৯

পূজা ষড় অঙ্গ, করি আয়োজন,
যে করে আপন আত্মাতে রমণ,
সে পুরুষবর,
মৈথুন সাধক ;
গোপনীয় অতি মৈথুন তত্ত্ব ;
ন্যাস, ধ্যান, জপ, নৈবেদ্য, আহ্বান,
দক্ষিণা এ ষড় পূজার বিধান,

আলিঙ্গন আদি, *
স্থানে এই সব,
আচরি সে জন সাধনামত্ত।

২০

দুঃসাধ্য মৈথুন সাধনার সার,
স্ব আত্মায় রমে হেন সাধ্য যার,
সে নর রতন,
সাধক প্রধান,
অসাধ্য—সুসাধ্য, তাঁহার কাছে,
আত্মাদরে যার অন্তর ভূষিত,
নাহিক বাহিরে কিছু প্রকাশিত
সে মানব সিংহ,
জ্ঞানীকুল মণি,
তাঁর সমকক্ষ, জগতে আছে ?

---

* অর্থাৎ আলিঙ্গন স্থানে ন্যাস

চুম্বন	„	ধ্যান
রমণ	„	জপ
লেপন	„	নৈবেদ্য
শীৎকার	„	আহ্বান
রেতঃপাত	„	দক্ষিণা

২১

মকার-মহিমা কহিলাম সার,
তাহার মাহাত্ম্য, শকতি—অপার;
　　অবনী ভিতরে,
　　যেই কোন জাতি,
মকার আসক্ত একান্ত মনে;
সেই জাতি বাছা! লভি দিবা জ্ঞান,
ধন মান শীলে ধরণী-প্রধান,
　　তাহার সুযশঃ,
　　সুকীর্ত্তি কলাপ,
গায় দিবা নিশি সুকবি গণে।

২২

প্রকৃতি সুন্দরী, তাহার কিঙ্করী;
প্রণমি সাগর, নিজ বক্ষে ধরি,
　　লয়ে যায় তারে,
　　দেশ দেশান্তরে,
নানা রত্ন ধরে, সম্মুখে তার;
ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুত, আকাশ,
সবে নত শির, যেন ক্রীত দাস,
　　অকপট চিতে,
　　লয় দিবানিশি,
শত শত কার্য্য-সাধন ভার।

২৩

জলে চলে তরি, স্থলে বাষ্পরথ,
ছ দিনে উতরে, ছ মাসের পথ
তজি নিজ বাস,
চলা সুন্দরী,
দেশে দেশে তার, সন্দেশ বহে,
অজ্ঞান নাশিনী, জ্ঞান প্রদায়িনী
শ্রীবিষ্ণু ঘরণী, বৈকুণ্ঠ বাসিনী
ভাব আকর্ষণে,
ত্যজি বিষ্ণু বক্ষ,
ভারতী তাহার মুখাগ্রে বহে।

২৪

সমাজ উন্নতি, করিতে সাধন,
ধর্ম্ম নীতি কত, করে নির্দ্ধারণ,
সাহিত্য, গণিত,
দর্শন, বিজ্ঞান,
প্রফুল্ল অন্তরে, প্রকাশে কত,
ত্যজি ধন্বন্তরী, দেবেশ নগরী,
আগত ধরায় বৈদ্য বেশ ধরি,
ব্যাধি আক্রমণে,
ত্যজি নিদ্রাহার,
সেবে তারে সদা কিঙ্কর মত।

২৫

আপনি কমলা, অগণিত ধন,
প্রদানি তাহারে, বিকশিত মন,
কুবের সমান,
ভাণ্ডার তাহার,
ঐশ্বর্য্য অতুল, অবনী ধামে :
বিভবশালীতা, সুযশঃ অপার,
ধরণী মণ্ডলে ব্যাপ্ত অনিবার,
কমলা প্রসাদে,
নিখিল সংসার,
সতত প্রণত, তাহার নামে।

২৬

দিব্য, বীর, পশু ত্রিভাব আভাস ;
কথার প্রসঙ্গে, করেছি প্রকাশ,
পঞ্চ মকারের,
কহিনু যে অর্থ,
দিব্য ভাব গত, জানিবে তাহা,
বীর ভাবাশ্রিত মকার যে হয়,
ভিন্ন রূপ অর্থ, শাস্ত্রে নির্দ্ধারয়,
শুন দিয়া মন,
নিগূঢ় মরম—
চির শিব-গত অপূর্ব্ব যাহা।

২৭

নিশীথে নির্জ্জনে, যে জন শ্মশানে,
শ্যামাঙ্গী রমণী, আদ্যা শক্তি জ্ঞানে,
প্রীতি আশে তার,
ভকতি সংযোগে,
সাদরে মদিরা, করায় পান ,
ইচ্ছা পরিহরি, অতি পূত মনে,
নিযুক্ত সে নারী-মানস-রঞ্জনে,
বীর ভাবপূর্ণ,
সে নর কেশরী,
সবে করে তার সুযশ গান।

২৮

এ রূপক-মর্ম্ম, গোপনীয় অতি,
আদ্যাশক্তি জ্ঞানে, সেই মহামতি,
একান্ত অন্তরে,
পূজে মাতৃভূমি,
উপাস্য দেবতা, স্বদেশ যার ,
দেবী প্রতি সদা, নিষ্কাম ভকতি,
সুখ আশে তাঁর, যত্নবান অতি,
হলে প্রয়োজন,
বিসর্জ্জে জীবন,
সে বীর ভাবুক—সংসার সার।

২৯

স্বাধীনতা মণি—অমূল্য রতন,
সেই বীর বক্ষে শোভে অনুক্ষণ,
সে মণি মহিমা,
বুঝে সেই বীর,
সবলে কেহ তা, হরিতে নারে;
কভু যদি কোন, ভিন্নদেশবাসী,
হরিতে সে মণি, যত্ন করে আসি,
বীর রসে রসি,
যুঝি তাব সনে,
পাঠায় সে জনে, শমনাগারে।

৩০

কত শত দেশ, নগর নগরী,
তাহার প্রভাবে, দীন বেশ ধরি,
রাশি রাশি ধন,
মাথে করি সদা,
দ্বারদেশে তার, দাঁড়ায়ে রয়;
তাহার প্রভুত্ব, জগতে অতুল,
তার তেজে অরি, সতত ব্যাকুল,
অরুণ উদয়ে,
তিমির যেমতি,
তার ভয়ে ছুটে, অরাতি চয়।

৩১

মদ্য, মাংস, মীন, মুদ্রা, মইথুন,
পশু ভাবাশ্রিত মকার নিপুণ,
হয়ে ক্রমে লভি,
বীব, দিব্য ভাব,
ভাসে নব সুখ-সাগব পরে,
আচবি এ বিধি—শাস্ত্র অনুমত,
পশু ভাবযুত, বঙ্গ সুত যত,
সবে প্রাণপণে,
পবম হবিষে,
আশু সুখকর, এ বিধি ধবে।

৩২

এ বিধি আচরি, নিজ সুখ তবে,
ব্যভিচাব সবে, পূরে ঘবে ঘবে,
আছিল বিলাসী,
আশু সুখ বত,
যবন যখন, পশিল আসি,
একেত বিলাস-স্রোত খবতব,
ছিল প্রবাহিত, এ বঙ্গ ভিতব,
সে মহা প্রবাহে,
মিশি পশ্বাচাব,
সুখ শান্তি সব, ফেলিল নাশি।

৩৩

হয় যবে বাছা! সে দিন স্মরণ,
ক্ষোভ রোষে করে হৃদি বিদরণ,
　　ধরি সাধু বেশ,
　　বঙ্গ সুত যবে,
মকার মগন, পাগল প্রায়,
আশু সুখ আশে, মত্ত অবিরত,
দরে ঘরে ঘরে, ফিরে পশুমত,
　　যবন তাড়নে,
　　বঙ্গ জর জর,
কেহ না এখন, সুধায় তায়।

৩৪

নাশিতে বিলাস পুরুষ রতন,
রচিলা সুবিধি—অশিব নাশন,
　　পড়ি তা অপাত্রে,
　　সকলি বিফল,
ধরিল বিলাস মূরতি কত;
বঙ্গ সুত যদি পুরুষ রচন,
করিত গ্রহণ, ঘুচিত বেদন,
　　সিন্ধু নদ পারে,
　　পলাত যবন,
বহিত আবার আনন্দ স্রোত।

৩৫

নাশিতে যে রোগ সে মানব মণি,
কত চিন্তি, কত দিবস রজনী,
কত জপ তপ,
কঠোর সাধনে,
পরম ঔষধি করিল দান ;
অনাদরি সেই ঔষধ সুন্দর,
কুপথ্য সেবনে মত্ত নিরন্তর,
ক্রমে সেই ব্যাধি,
ধরি ভীম মূর্ত্তি,
ছুটিল বঙ্গের হরিতে প্রাণ।

৩৬

নিরখি এদশা, আপনি ভবেশ,
দূরিতে সে রোগ-যন্ত্রণা অশেষ,
নবদ্বীপ ধামে,
হন অবতীর্ণ,
সাঙ্গোপাঙ্গে কিবা স্বকৃপা বশে ;
তাহার প্রকাশে, কাটিল বিকার,
ক্ষীণদেহে হল, শকতি সঞ্চার,
পূর্ব্ব রূপ রাশি,
হইল প্রকাশ,
ভাসিল এবঙ্গ আনন্দ রসে।

৩৭

চমকিল বঙ্গ, কৃতপাপ স্মরি,
পশ্চাচার ব্রত ক্ষণ পরিহরি,
চৈতন্য চরণে,
ঢলিয়া পড়িল,
ধরিল মূরতি, প্রশান্ত অতি :
লীলা সাঙ্গ করি যবে ইচ্ছাময়,
গোলোক ভবনে, করিলা বিজয়,
বিলাস প্রিয়তা,
পূর্ব্ব তেজে পশি,
ফিরাল কলুষে এ বঙ্গ মতি।

৩৮

কহিলাম দেব ! তবে কি যবন,
অবাধে করিবে, দুপদে দলন ?
লাঞ্ছনা গঞ্জনা,
রবে চির দিন,
নাহি কি এবঙ্গ মুকতি আশ ?
বিলাস প্রবাহে বঙ্গ অভাগিনী,
ভাসিবে অসাড়ে দিবস যামিনী,
আনন্দ সুন্দরী,
পশি ঘরে ঘরে,
না হাসিবে আর মধুর হাস ?

৩৯

উত্তবিলা ঋষি, তা কি কভু হয়,
প্রভুদত্ত আশা, ত্যজিবার নয়,
সম্পদ বিপদে,
চিব সহচরী,
বিপত্তি সাগবে, সুদৃঢ় স্থল ,
যাহা কিছু বাছা ! সুখেব নিদান,
একে একে সবে, কবেছে প্রযাণ,
আশা বাক্য ধবি,
এস মম সনে,
মিলিবে সুপথ—বাঞ্ছিত ফল।

ইতি প্রথম কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

প্রথম কাণ্ড।

পঞ্চম সর্গ।

১

তরুতল ত্যজি, নীরবে তখন,
চলিনু শিবেচ্ছু তাপস সনে ;
যবন পীড়ন, হতেছে স্মরণ,
প্রজ্বলি অনল উঠিছে মনে।

২

আরম্ভিলা ঋষি, কতক্ষণ পরে,
শুন শুন বাছা ! নিগূঢ় তত্ত্ব ;
যেই কোন জাতি, অবনী ভিতরে,
মনুষ্যত্ব হর বিলাস-রক্ত ;

৩

বিপদ আবর্ত্ত হতে সে জনায়,
তুলিতে কঠোর সাধনা চাই ;
মনোরথ পূর্ণ বিনা সাধনায়,
হয় কি কখন ভেবেছ তাই ?

৪

এ হেন সময়ে করিনু দর্শন,
উপবিষ্ট দ্বিজ পাদপ তলে,
কদাচার অতি, অসিত বরণ,
নাহি চিনা যায় ব্রাহ্মণ বলে।

৫

মুক্ত শিখা বাঁধি, সে দ্বিজ তখন,
কহিলা হুকারি আনন্দ ভরে,
এত দিনে মম, ঘুচিল বেদন,
নাশি ধন-মত্ত, মগধেশ্বরে।

৬

মনোভাব বুঝি কহিলা তাপস,
বুঝিবে রহস্য—বিস্ময় কর,
কেন অই দ্বিজ, প্রফুল্ল মানস,
কিবা নাম ধরে, ব্রাহ্মণ বর।

৭

আহরি যতনে, দারু-দাহকর,
সঙ্কল্প অনল, জ্বালহ বঙ্গে;
ক্রমে প্রতি ঘরে ব্যাপি বৈশ্বানর,
ধরি ভীম মূর্ত্তি জ্বলুক বঙ্গে।

৮

শ্রম ধৈর্য্য আদি তরু—শিরবর,
জনমে উদ্যম-অচল পর;

আহুতি প্রদান, কাটি তরুবর,
জ্বলুক অনল উজ্জ্বল-তর।

৯

পূর্ণতেজ যুত হলে সে অনল,
মলিন মানস, ধরহ তায়,
নাশি মলরাশি করিলে অমল,
ধরিবে সে মন, স্বর্গীয় কায়।

১০

হেরিনু সহসা, প্রাসাদ তোরণ,
স্বেদাক্ত শরীর, সে দ্বিজ বর ;
বক্তিম লোচন, বিকট দর্শন,
ভাতিছে সর্ব্বাঙ্গে, জ্বলন্ত কর।

১১

কুকরিল দ্বিজ, সুগভীর স্বরে,
সাক্ষী থাক তুমি ময়ূখমালী।
মোচিনু এ শিখা, তোমার গোচরে,
ঘুচাতে বিষম হৃদয় কালি।

১২

এশিখা তপন! বাঁধিব তখন,
হব হে যখন, সফল-কাম,
নীরবে ব্রাহ্মণ, পাগল মতন,
করিল গমন ত্যজি সে ধাম।

১৩

কহিলা তাপস, উদ্যম—অটল,
শ্রম ধৈর্য্য আদি নাহিক যার,
দারিদ্র্য ভ্রূকুটি, দাসত্ব শৃঙ্খল,
অনন্ত যাতনা, কপালে তার।

১৪

কিন্তু আছে যার এসব রতন,
দুঃসাধ্য সুসাধ্য সেজন কাছে,
বাধা বিঘ্ন রাশি, করে পলায়ন,
ফিরে সিদ্ধি-দেবী, তাহার পাছে।

১৫

অলঙ্ঘ্য ভূধর, জলধি দুস্তর,
সতত সে জন, চরণে নত,
সুখদ সামগ্রী, লয়ে নিরন্তর,
সেবা-রত ধরা, কিঙ্করী মত।

১৬

অসম্ভব যাহা, সম্ভব তাহার,
অঘটন চির আয়ত্ত তলে,
প্রকৃত-উন্নতি-উপায়—অপার,
অকপটে তার পশ্চাতে চলে।

১৭

হেনকালে হেরি, সেই দ্বিজবর,
তুলিছে যতনে, কুশার মূল;

মূল সনে তরু, ঢালিছে বিস্তর,
তুলিতে ঢালিতে, না হয় ভুল।

১৮

আবার তুলিছে, আবার ঢালিছে,
তুলিছে, ঢালিছে, নিবিষ্ট মনে,
অনিমিষ নেত্রে, বিস্ময়ে হেরিছে,
অদরে সে ভাব, দ্বিতীয় জনে।

১৯

কহিনু তাপসে, হয়েছি অস্থির,
কহ শিবময়! রহস্য যত,
কৌতূহল পূর্ণ, রোমাঞ্চ শরীর
বল আর ধৈর্য্য, ধরিব কত।

২০

বসি তরুতলে, কতক্ষণ পরে,
কহিলা সাদরে, তাপস বর,
ধর ধর বাছা! ধর রে অন্তরে,
কহিব রহস্য—বিস্ময় কর।

২১

আসিতে আসিতে, এবন মাঝারে,
সবাগ্রে অই যে, হেরিলে নর,
শ্রীচাণক্য নামে, বিখ্যাত সংসারে,
ভূদেব-কেশরী, পণ্ডিত বর।

২২

মর্ত্ত্যে বৃহস্পতি দেব মূর্ত্তিমান,
জ্ঞান অবতার, মেধাবী অতি,
শ্রম সহিষ্ণুতা, ধৈরয নিধান,
কর্ম্ম পরায়ণ, অটল মতি।

২৩

প্রতিজ্ঞা-পালনে, ভুবনে অতুল,
নদী কাল সম নিবার্য্য হয়,
অশিব নিদান, না হলে নির্ম্মূল,
যতন আয়াস, সবেগে বয়।

২৪

অচল উদ্যম—সর্ব্বগুণ সার,
হিমাদ্রি সদৃশ, অটল কায;
অন্তর তাঁহার, করি অধিকার
আছে নিরন্তর, সুমিত্র প্রায়।

২৫

অটল উদ্যমরতন বিহীন,
তোমরা বাঙ্গালী, অসার জীব,
মহাত্মা চাণক্যে, পূজ নিশি দিন
ঘুচিবে অনর্থ, মিলিবে শিব।

২৬

শ্রীচরণ তলে, বসি পূত মনে,
পূজহ চাণক্যে ভকতি ভরে;

হবে পূর্ণকাম দেব আরাধনে,
পশিবে সুদিন এ বঙ্গ ঘরে।

২৭

নাশি নন্দকুল, অশেষ যতনে,
ছেদিলা তাপস, প্রতিজ্ঞা পাশ;
বাঁধে মুক্ত শিখা, বিকসিত মনে,
না ধরে অধরে, মধুর হাস।

২৮

জিজ্ঞাসিনু দেব! কেন নন্দকুল,
সুবিজ্ঞ চাণক্য-নয়ন-শূল;
কেন হেন জ্ঞানী, জগতে অতুল,
হইলা এ হেন অনিষ্ট-মূল?

২৯

যদি শত্রু হয়, তবু ক্ষম তায়,
বাঙ্গালীর মন্ত্র এইত জানি;
বাঙ্গালী শোণিতে বাঙ্গালী শিরায়,
বহিছে এ হেন অমূল্য বাণী।

৩০

হাসিলা তাপস, কহিলা সাদরে,
যার অধিকার, যাহাতে রয়;
সে যদি তাহাই, সতত আচরে,
কভু কি তাহার অশিব হয়?

৩১

অতুল ক্ষমতা, প্রভুত্ব যাহার,
ভক্তি সহ সবে, সম্মানে যার,
তার কাছে ক্ষমা, মঙ্গল আকর
তা না হলে ক্ষমা, ঘটায় দায়।

৩২

নবে মহানন্দ—মগধ ঈশ্বর,
অতুল ঐশ্বর্য্যে, প্রমত্ত মন
পরুষ বচ'ন সবার গোচর
হরিল চাণক্য সম্মান ধন।

৩৩

সেই কালে ক্ষমি, দুষ্ট মহানন্দে
যদি দ্বিজবর, যেতেন চলে,
না হলে ভারত, কখন কি বন্দে
পড়িয়া চাণক্য চরণ তলে?

৩৪

যে পামর করে, আর্য্যে অপমান
যে আর্য্য ত্রিলোক ভূষণ সার,
তখনি তাহার, নাশিবে পরাণ,
আছে কি এ চেয়ে, ধরম আর?

৩৫

যে ভূপ অমর আর্য্যে অনাদরে
সেজন প্রকৃতি-অশিব হেতু

অচিরে সে নৃপে দূরি দেশান্তরে
বাধহ পুণ্যের স্বরগ সেতু।

৩৬

জ্ঞান-বাহু বল ত্রিশক্তি সংযত
দেব পূজ্য আর্য্য অবনী মাঝে
ভাগ্য কীর্ত্তি রাশি, সকলি অদ্ভুত
প্রণত ধরণী আর্য্যের নামে

৩৭

পাপমতি নন্দ, মাত্ত অহঙ্কারে
হরিল এহেন আর্য্যের মান
কৃপা করি দেব, ক্ষমিলে তাহারে
থাকিত সম্মান, থাকিত প্রাণ।

৩৮

দিন দিন কত, করিত পীড়ন,
যা ইচ্ছা যা মনে, করিত তাই
ওরে প্রজাকুল, হল স্থির মন,
সবংশে নিধন, পাইল তাই।

৩৯

কহিলাম দেব! কহ কৃপা করে
কেন সভাতলে, গেলেন দ্বিজ?
উত্তরিলা ঋষি, সুমধুর স্বরে,
যে রূপে উদ্ভূত নিধনবীজ।

৪০

আছিল নন্দের অমাত্য প্রধান,
নামে শকটার—মানব-মণি,
তার তেজে অরি, হযে ম্রিয়মাণ,
নিবসে বিদূরে, প্রমাদ গণি।

৪১

শম দম আদি শাস্ত্র সুচতুর,
প্রভু পরায়ণ, প্রশান্ত মতি;
বিশদ মানস, মর্ত্ত্যে যেন সুর,
সতত অন্যায পীড়িত অতি।

৪২

এ হেন অমাত্যে, নন্দ দুরাশয,
করিল পীড়ন, বিবিধ মত,
তাহার প্রকোপে, বংশধর চয়
মাতৃসহ সবে, অকালে হত।

৪৩

কারাগৃহে সবে পাইল বিলয,
হেরি শকটার, পাগল মত;
সদা চিন্তে ঢালি প্রতি হিংসাপয,
কি রূপে নিবাই শোকাগ্নি যত।

৪৪

প্রভূত ক্ষমতা যার করতলে,
সে যদি না হয়, সুস্থির মতি,

তাহার-সেবক কভু বসাতে,
কভু বা, তাহার স্বরগে গতে

১৫

নিজ শকটার, নৃপতি প্রসাদে,
অচিরে বসিল, অমাত্যাসনে
স্বজন বিরহ-সন্তত-বিষাদে,
শত্রু-নির্য্যাতন, জাগিছে মনে।

১৬

চিন্তা বিষে-জ্বর, বিষণ্ণ অন্তর,
জাগ্রতে যামিনী প্রভাত হয়
সুখদ শয়ন যেন বিষধর,
সুষুপ্তি কোথায়, লুকায়ে রয়।

১৭

একদা যখন, যামিনী সুন্দরী
ভাস্বর ভাস্করে, সম্মুখে হেরে
ফিরায়ে বদন, ধায় ত্বরা করি,
ভাবি, পড়ি পাছে নিন্দার ফেরে।

৪৮

ছুটিছে যামিনী, গাত্র প্রতি ঘাতে,
বহে মন্দ মন্দ শীতল বায়,
উদ্যান কানন, সদাব্রতে মাতে,
শোক দগ্ধ সবে, শীতল কায়।

৪৯

হেন কালে, ভ্রমে বিজ্ঞ শকটার,
নিবাতে, দারুণ অন্তর জ্বালা;
হৃদি সিন্ধু মাঝে, উঠে অনিবার,
থাকি থাকি, চিন্তা তরঙ্গ মালা।

৫০

কিসে নন্দ কুল, পাইবে বিলয়,
এ মন্ত্র অঙ্কিত, অন্তর পটে,
সাধনা পয়োধি, করি পরাজয়,
কেমনে উতরে, সুসিদ্ধি তটে।

৫১

ভাবিতে ভাবিতে, এরূপ ভাবনা,
অন্য মনে, একা চলিল কত;
নিবিছে বারেক, অন্তর যাতনা,
আবার বাড়িছে, শশাঙ্ক মত।

৫২

এরূপ কতই করিয়া ভ্রমণ,
নিরখে সম্মুখে, জনৈক নরে;—
মূল সহ কাশ, করি উত্তোলন,
মূলে মূলে তক্র, সিঞ্চন করে।

৫৩

নিরখি সে দৃশ্য জিজ্ঞাসে তখন,
ভূদেবে সম্বোধি সচিব বর,

কে আপনি হেথা, কিসের কারণ,
কাশ-নাশ-ব্রত-নিযোগ-পর ?

৫৪

জিজ্ঞাসিলা পুন, না পেয়ে উত্তর,
নিরুত্তর তবু, ভূদেব রত্ন ;
কুশা বিনাশনে, নিবিষ্ট অন্তর,
বাহ্য জ্ঞান শূন্য, স্বকার্য্যে যত্ন।

৫৫

উত্তরিলা দ্বিজ, কতক্ষণ পরে,
আমি দীন অতি, চাণক্য নাম ;
উন্মত্ত উদ্বাহে, প্রফুল্ল অন্তরে,
গৃহে যেতে, হনু বিফল কাম।

৫৬

হয়ে প্রতিকূল, যত কাশ কুল,
বাজিল চরণে, করিল ক্ষত ;
বিফলিল কর্ম্ম, তাই চক্ষু শূল,
করিব সকলে, সবংশে হত।

৫৭

শিহরে অমাত্য, বহিল অন্তরে,
বিস্ময় আনন্দ, প্রবল ধারে ;
ভাবিল এ হেন শকতি যে ধরে,
সে জন অসাধ্য, সাধিতে পারে।

৫৮

কহিল অমাত্য, হইয়া প্রণত,
ধন্য শত শত। ধৈরয তব,
উঠ উঠ দেব। আমি অনুগত
সাজেকি তোমায় একাজ সব?

৫৯

এখনি নিযোজি, শত শত জনে,
করিব নিম্মল, যতেক কাশ,
কৃপানেত্রে চাহি, এস মম সনে,
কৃপা করি পূর, এদীন আশ।

৬০

চলিলা চাণক্য, শকটার সনে
অমাত্য-সৌজন্যে, সদয অতি,
উভয়ে দুজনে, নৃপতি ভবনে,
আশা বাক্যে মন্ত্রী, সরস মতি।

৬১

পিতৃ শ্রাদ্ধ হেতু, নন্দ নরপতি,
বরিবে ব্রাহ্মণ—লক্ষণ যুত,
সেবি শাস্ত্র মত, করিয়া ভকতি
লভি প্রসাদান্ন হইবে পূত।

৬২

রাজ সভাতলে, ব্রাহ্মণ আসনে,
বসাযে চাণক্যে, অমাত্য মণি;

কার্য্যছলে গেলা, আপন ভবনে.
মানস সফল, অন্তরে গণি।

৬৩

হেন কালে, আসি অমাত্য রাক্ষস,
শকটার দ্বেষী—পরম অরি,
নিরখি চাণক্যে, সরস মানস,
নৃপ পাশে ধায়, কুচিন্তা করি।

৬৪

নমি ভক্তি ভাবে, নৃপতি চরণে.
কহিলা রাক্ষস—ভুজঙ্গ মতি ,
দুষ্ট শকটার-আচার দর্শনে
হতেছে রাজন্! বিস্ময় অতি।

৬৫

কোথা হতে আনি, সামান্য ব্রাহ্মণ,
করিল বরণ, বুঝিতে নারি ;
কদর্য্য দর্শন, অসিত বরণ,
নহে সে ভূদেব লক্ষণ ধারী।

৬৬

নর মণি তুমি, বরি সে ব্রাহ্মণে,
ভক্ষিবে কেমনে, প্রসাদ তার !
হেরি হয় ঘৃণা, বরিল কেমনে,
সুলক্ষণ দ্বিজ, মিলে না আর ?

৬৭

শুনি মহানন্দ, বক্তিম লোচনে,
সভাতলে, ত্বরা উদিল আসি,
ধরি গলদেশে, চাণক্য বতনে,
বিদূরিল, বর্ষি কুবাক্য রাশি।

৬৮

সেই ক্ষণে শিখা, করি বিমোচন
করে যে প্রতিজ্ঞা, পণ্ডিতবর .
আসি.ত আসিতে, করেছ শ্রবণ
হেরেছ মূরতি—বিস্ময কর।

৬৯

অটল উদ্যম, মহামূল্য মণি,
যার বক্ষদেশে, দোদুল্যমান,
কি অভাব তার ? সে কি বাধা গণি
সাধিতে স্বকার্য্য কুণ্ঠিত প্রাণ ?

৭০

অচিরে চাণক্য, নাশি বিঘ্ন রাশি,
বিনাশে দুরন্ত, নন্দের কুল ;
নাশি বাধা কত, কৌশল প্রকাশি
ঘুচাল দারুণ নয়ন শূল।

৭১

মহাত্মা-চাণক্য-কীর্ত্তি-শ্বেতদল,
বঙ্গ স্মৃতি-জলে, শোভিছে কিবা,

অটল উদ্যম মূল অবিরল,
রেখেছে সজীব, রজনী দিবা।

৭২

নীরবিলা ঋষি, চিন্তাকুল মনে,
রহিলা গঠিত, মূরতি যথা,
কতক্ষণে, দেব অমিয় বচনে,
আরম্ভিলা পুন, অপূর্ব্ব কথা,—

৭৩

সৌভাগ্যের সার—স্বাধীনতা মণি,—
উদ্ধার প্রমত্ত-মানস তব,
আপন সামর্থ্য, দেখ অগ্রে গণি
তবে ত দূরিবে অশিব সব।

৭৪

তোমরা বাঙ্গালী ধর কোন গুণ,
নাশিতে যবনে, ব্যাকুল তাই,
অলস প্রধান, বিলাস নিপুণ,
চঞ্চল মানস, উদ্যম নাই।

৭৫

যবন-নিধন যজ্ঞ-সমাপন,
কভু প্রিয়তম! কথায় হয়
কত দিকে চাই, কত আয়োজন
তবে ত যবন, পাইবে লয়।

৭৬

অটল উদ্যম—কার্য্য-সিদ্ধি মূল,
এ রতন কোথা, বঙ্গের ঘরে ;
এ মহারতন, জগতে অতুল,
বঙ্গ ভাগ্য দোষে কে নিল হরে !

৭৭

ত্যজ চপলতা, ত্যজ লঘুমন,
ত্যজহ আলস্য—অসুখ মূল ;
বিপত্তি নাশনে, করি প্রাণপণ,
নাশহ যবন, এ চক্ষু শূল।

৭৮

বঙ্গ ঘরে অগ্রে চাণক্য সমান,
হও রে ! কঠোর সাধনা বলে,
তাহলে মিলিবে, পূরব সম্মান,
—কি ভয় দুরন্ত যবন দলে ?

৭৯

নাশিতে যবনে, কত অস্ত্র চাই,
কোথা সে সকল, এ বঙ্গ ঘরে ?
করহ সাধন, যতনে সবাই,
যবন-নাশন-শায়ক তরে।

৮০

মন অস্ত্র গৃহে, পশি একবার,
দেখ দেখি বাছা ! কি আছে আর !

দেব-দত্ত অস্ত্র মঙ্গল-আধার,
বঙ্গ দোষে এবে বিগত-ধার।

৮১

শ্রম, ধৈর্য্য আদি দিব্যাস্ত্র সকলে,
নাশিতে সক্ষম, অশিব রাশি ;
অধীনতা রক্ষঃ, বঙ্গ সুত দলে,
সে অস্ত্র বিহনে, ফেলিছে গ্রাসি।

৮২

অটল উদ্যম—শায়ক প্রধান,
ঘুণ-জীর্ণ আজ, এ বঙ্গ ঘরে ;
চাণক্য-আদর্শ-শিলে দিয়া শাণ,
করহ সুতীক্ষ্ণ, যতন করে।

৮৩

বিপত্তিনাশন অস্ত্র আছে যত,
শাণ একে একে, যতন করি ;
সুখ-সুরবালা, চির দিন মত,
আসিবে মধুর মূরতি ধরি।

৮৪

নীরবিলা এবে, শিবেচ্ছু তাপস,
অবাক সুস্থির মস্তক নত ;
উঠিলেন অতি বিষণ্ণ মানস,
কহিলা এসহ হেরিবে কত।

ইতি প্রথম কাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

কতই চলিনু, সেই সুষমা কাননে,
ভাবিতে ভাবিতে, দেব চাণক্য চরিত—
নরশুভ রাশি প্রদ—অতুল জগতে।
কভূ আসি স্মৃতি দেবী, যবন-পীড়ন-
অসহ্য-বারতা-ঘৃত, ঢালি চিন্তানলে,
দহিছে দ্বিগুণ মন; সে বিষম তেজে,
পুড়িছে হৃদয় গেহ—পুড়িছে শরীব—
বহিছে ধমনা দিয়া, উত্তপ্ত শোণিত—
বাহিবিছে উষ্ণ বায়ু, সুদীর্ঘ নিশ্বাসে।
কভু সে বিষম দাহে, তাপস-বচন—
মত্ত দিগ হস্তী সম ঢালি আশা বারি—
সুস্নিগ্ধ—সুখদ অতি, নির্ব্বাণি পাবন,
শীতলিছে মন প্রাণ, শীতলিছে দেহ।
দেখিনু রহস্য কত—না শুনি—না জানি
কভু—না পারি কহিতে, জাগ্রত সময়ে,
স্বপনের কথা, এবে মিশায়ে গিয়াছে
বিস্মৃতি সলিলে; আধ আধ জাগে মনে,

আমূল বৃত্তান্ত কিন্তু মনে হয় কষ্ট ?
অথবা সে সব এবে, নাহি প্রয়োজন,
যবন দাসের আর পূর্ব্ব সুখ কথা
কি ফল কহিয়া ? কিংবা আছে ফল—
স্মরিলে প্রাচীন কীর্ত্তি কিবা ফলোদয়,
জানে সেই দেশ তাহা, ভারত সমান
যেই, না গিয়াছে, চির ঘোর অধঃপাতে।
হেরিনু সম্মুখে এক প্রাচীন নগর—
শ্বেত সৌধরাজি পূর্ণ—ধবল মস্তক—
বার্দ্ধক্যে রজত বর্ণ যেন কেশ জাল।
বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী লোক শত শত
নিবসে তথায়, সুখ পারাবার পরে,
ভাসমান সবে সদা ; নিরখি কোথাও,
কত শত জন, সেবি বীণাপাণী বাণী,
লভিছে অমরবর, সানন্দ হৃদয়ে।
শুনিনু তাপস মুখে, উজ্জয়িনী নামে,
সে মহা নগর খ্যাত, স্বদেশ বিদেশে।
আদিত্য সমান তেজে, বিক্রম আদিত্য
নামে ভূপ —এভারত-অমূল্যভূষণ
——কে গড়ে ভারত ভিন্ন হেন অলঙ্কার ?
পালেন প্রকৃতি পুঞ্জ সস্নেহে তথায়।
শুনিলাম আরো, সেই নৃপতি কেশরী,
উদ্ধারি আর্য্যের ধর্ম্ম, বৌদ্ধ হস্ত হতে,

বজায় করিলা পুন ভারত গৌরব,—
প্রকাশিলা পুন আর্য্য-ধরম-মহিমা।
কিছু দূরে নিরখিনু কুঞ্জর-বাহন,—
বাসব সমান এক নৃপ মহামতি,
সাজি রণসাজে, লয়ে শত শত সেনা
যুঝিছে পরাণ পণে, বীর দর্পে মাতি,
বিধর্ম্মী অজাতশ্মশ্রু যবন-সংহতি।
সমর-প্রাঙ্গণ দিয়া, বহিছে সবেগে,
উত্তাল তরঙ্গ তুলি, কল কল রবে,
শৈল-সুত নদ এক, আরক্ত শরীরে,
কহিতে বারীশে সেই সমর-বারতা।
শুনিলাম পুরু নামে ভারত নন্দন,—
ভারত গরব স্থল, রক্ষিতে ভারত-
মহামূল্য স্বাধীনতা-মণি, যুঝিতেছে,
বীর রসে মত্ত হয়ে, সেকেন্দার সনে।
কতই হেরিনু সেই, বিশাল কাননে,—
না আসে স্মরণ পথে, ভুলেছি সে সব।
সহসা সম্মুখে এক বিশাল তোরণ—
রুদ্ধ দ্বার, নিরখিনু বিস্ময় অন্তরে;
ঋষিকর-পরশনে, ইন্দ্রজাল সম,
খুলিল কপাটদ্বয় ঝন ঝন ঝনে।
উতরি তাপস সনে, সে অদৃষ্টদ্বার,
উপনীত হনু আসি, বন অপরাংশে।

কতই বিভিন্ন ভাব, কলি অংশ হতে,
হেরিনু তথায় সব জাগিতেছে মনে।
অধর্ম্ম ধরম তব, সে কানন দেহ,
সমান সমান অংশে, রেখেছে ব্যাপিযা।
রয়েছে পতিত কত, মানব কঙ্কাল,
দেখিনু মাপিযা, সপ্ত হস্ত পরিমাণ,
সে কানন মাঝে হিংস্র শ্বাপদনিচয
চলিনু যতই ‌ত, হইছে বিরল।
আর যে কতই তথা, নয়ন-সম্মুখে,
উপনীত আসি, এবে কি ফল বর্ণনে?
জিজ্ঞাসি তাপসবরে জানিনু সে অংশ,
দ্বাপর বলিযা খ্যাত, এ বিশ্ব সংসারে।
কতক্ষণ পরে এক উন্নত ভূধর—
শৈলেন্দ্র—পাষাণতনু—স্বরগ-সোপান,
নিরখিনু পুরোদেশে, রযেছে দাঁড়ায়ে
ঊর্দ্ধ শিরে; তুঙ্গ শৃঙ্গ দেশ, ঢাকি আছে
অনন্ত তুষার রাশি -দীপ্ত শ্বেতবা,
ক্ষরিছে পাষাণ দেহে, স্নিগ্ধ স্বেদবারি
অবিরল, ঝিলিমিলি যাহা, উদ্ভাবিছে
শীতল সলিল প্রদ, অসংখ্য নির্ঝর;
নিবারে সংসার তাপ, স্বর্গ যাত্রী যত,
স্নান অন্তে করি পান, সে শীতল জল।
রহিয়াছে স্থ নে স্থানে, পান্থ বাস সম

গভীর গহ্বর কত,—চির আলোকিত
শত শত দীপ্ত মণি উজ্জ্বল কিরণে,
ভারেশ নন্দিনী-দেবী প্রকৃতি সুন্দরী,
পান্থ-সেবা নিয়োজিত, দিবস যামিনী,
সে অচল দেশে; নাহি অপ্রতুল কিছু,—
অনন্ত ভাণ্ডার পূর্ণ, আছে অবিরত,
সন্তপ্ত পথিক-ক্লেশ নিবারণ হেতু,
যাহা হয় প্রয়োজন, অখিল সংসারে।
মনোজ্ঞ পাদপ কুল—চির নব বাস—
কেহ স্বর্ণ দেহ—কেহ রৌপ্য কলেবর-
কেহ বা বিবিধ বর্ণ—নয়ন তোষণ,
সুধাগর্ভ ফল রাশি, বিলায় সতত,
যাত্রীগণে, অকাতরে, যখন যে আসি
উপনীত হয় তথা, দিব্য ফুলকুল—
স্বর্গীয় সৌরভ পূর্ণ, ফুটি চারি দিকে,
দেখায়ে পথিক জনে, নিজ দিব্য কান্তি,
হরি লয় মন-প্রাণ—বিষম সংসার
বিষে ছিল জর জর, নিমিখ ভিতরে
প্রফুল্ল পরাণ পান্থ ভুলি সব জ্বালা।
নিবিড় তামসী পূর্ণ ঘোর নিশাগমে,
বিতরে ওষধিগণ, উজ্জ্বল আলোক,
সারি সারি, রাশি রাশি, যেন জ্বালি দীপ,
দেখায় সুপথ পান্থে, সে অচল পথে।

নিবিড় জলদদল, জলনিধি হতে,
বারি আনি, পরিষ্কারে সেই গিরি পথ।
পবন-আদেশে, মন্দ শীতল সমীর,
বীজনিছে অনুক্ষণ, শ্রান্ত পান্থগণে;
কি অপূর্ব্ব প্রকৃতির করম প্রণালী!!
এ রূপ কতই শোভা—চিত্তবিমোহন,
হতেছিল উপনীত ইন্দ্রিয় সম্মুখে।
হেন কালে পঞ্চ জন—দিব্য কান্তিযুত
তেজঃপুঞ্জ কলেবর—প্রসন্ন বদন,
আরোহিছে গিরিপথে, হেরিনু বিস্ময়ে।
চলিছে রমণী এক, উজলি সে দেশ,
সে পঞ্চ পুরুষ সনে, পরম হরিষে।
তাদের মূরতি অতি মনোজ্ঞ, মধুর,
আপনি ভকতি আসি, উদিল অন্তরে।
জাগিবে সে দেব মূর্ত্তি, মানব হৃদয়ে,
বারেক হেরিবে যেই, অনন্ত সময়,
বিশ্ব ধামে, সম ভাবে, উজ্জ্বল বরণে।
জিজ্ঞাসিনু ভক্তিভাবে, মর্ম্মজ্ঞ তাপসে,
ভাঙ্গি সে রহস্য, দাসে কর চরিতার্থ,
কৌতূহল মনোরথ, পূর কৃপাগুণে।
উপবেশি শিলাতলে, আরম্ভিলা ঋষি,
বসিতে ইঙ্গিত করি, সস্নেহ নয়নে,—
শুন বাছা! মন দিয়া, কহিব তোমায়,

হেরিলে রহস্য যত, এ শৈল প্রদেশে,
হেরিছ সম্মুখে যেই তুঙ্গ মহীধর,
হিমাচল নামে খ্যাত, এ বিশ্ব ভবনে,
নিবসে মানব হতে, শ্রেষ্ঠ জীব তথা—
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, অপ্সরা, অপ্সরী,
চারণ, সন্ন্যাসী,—সিদ্ধ,—সংসার-বিজয়ী
মহাজন যত, ভাসি শান্তি নীরে সদা।
পূজ্যপাদ পিতৃগণ, বসে পিতৃলোকে—
বিষম সংসার চিন্তা, এবে বিবর্জিত।
কত শত জীব আর, নিবসে তথায়,
কে পারে বলিতে? এই সব শ্রেষ্ঠ লোক,
অতিক্রমি, যেতে হয় অমর-নগরে।
না জানি কাহার পর, আছে কোন দেশ,—
স্বরগ সংলগ্ন কিংবা কোন দেশ স্থিত,
তবে এই মাত্র জানি, মানস বিষয়ে,
যে দেশ উন্নত যত, সে দেশ ততই,
স্বরগ সমীপ স্থিত বুঝহ সন্ধান।
হিমাচল উদ্ধতম দেশে—নর বুদ্ধি,
——নরের কল্পনা, যথা পশিতে অক্ষম,
অবস্থিত স্বর্গপুরী—জীব চির বাঞ্ছা—
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত বল, উদ্দেশে যাহার।
অই যে হেরিলে পঞ্চজন—দেব তুল্য,
রমণী রতন এক, সবে সমাদরে,

উঠিছে ত্রিদিব পথে, চঞ্চল চরণে,
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধীর, মধ্যম তাঁহার
মহাবলী ভীমসেন, রথীন্দ্র অর্জ্জুন
তৃতীয় সোদর তাঁর, চতুর্থ নকুল—
ধীমান, পঞ্চম যিনি, তিনি সহদেব—
প্রিয়-দরশন, নারী-শ্রেষ্ঠ—যাজ্ঞসেনী,
সানন্দে চলিছে, পঞ্চ পাণ্ডব সংহতি।

বাধা দিয়া ঋষিবরে, কহিনু মুনীন্দ্র!
পাণ্ডব চরিত নাকি, অতি মনোহর—
অশিব-নাশন—চির উন্নতি সোপান,
কৃপা গুণে কহ দেব! আমূল কাহিনী,
কেমনে হরিল কাল, সে মহাত্মাগণ,
এ সংসার বাসে, কোন্ সাধনার বলে,
পাইল চরমে, হেন পদবী দুর্লভ,
কোন্ গুণে ঋণী দেব। নিখিল সংসার,
তাদের সমীপে, সব কহ বিশেষিয়া।

উত্তরিলা তাপসেন্দ্র, চিন্তি ক্ষণকাল,—
গভীর মধুর ভাষে, সম্বোধি আমায়,—
পাণ্ডু নামে ছিল এক নৃপেন্দ্র কেশরী—
ভারত বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ কুরুকুল ভব।
কুন্তী, মাদ্রী নামে, দুই মহিষী রতন,
সতত নৃপতি-মন, তুষিত যতনে।
কুন্তী সুত প্রথমোক্ত তিন নরমণি,

শেষোক্ত পাণ্ডব দ্বয়, মাদ্রীর নন্দন,
দ্রুপদনন্দিনী বামা, পাণ্ডব ঘরণী,
চলিছে হেরিবে, অই তাঁহাদের সনে।
যে জাতি অবনীতলে, পাণ্ডব সদৃশ,
হইতে করিবে যত্ন, কঠোর সাধনে,
অতুল ঐশ্বর্য্য মান, অসীম প্রভুত্ব,
লভিবে সংসারে বাছা! নিশ্চয় সে জাতি।
শুন মন দিয়া কহি, নিগূঢ় রহস্য,
ঘুচিবে সংশয় জাল, লভি দিব্য জ্ঞান,
বুঝিবে, কেমনে, কোন্ মহাগুণ বলে,
ধরা মাঝে শ্রেষ্ঠপদ, পায় নরবৃন্দ।
কত যে সাধনা করি, পাণ্ডু মহামতি,
কুন্তী মাদ্রী সহ, ঘোর নিবিড় গহনে,
লভিলা অপত্যগণে, কি আর কহিব।
কত যে পূজিলা দেবে ভকতি সংযোগে,
কান্তা সহ সে কাননে, ত্যজি রাজ্য সুখ—
জলাঞ্জলি রাজভোগ, সুত লাভ হেতু।
দেবতা প্রসাদে শেষে, জন্মে হেন পুত্র—
দেবগুণ-যুত—দেব যেন নরাকারে,
আবির্ভূত এভুবনে, শিখাতে মানবে,
কেমনে উন্নতি পদ, হয় নরলোকে,
দেব পুত্র বলি তাই, পাণ্ডু পুত্র গণে,
ব্যাখ্যে সদা ভক্তিভাবে, ভারত নিবাসী।

এত কহি ঋষিবর হইলা নীরব,
ক্ষণ পরে আরম্ভিলা মধুর বচনে ,—
শুনহ অপূর্ব্ব কথা—মঙ্গল নিদান,
যে গুণে অবনীতলে, মানব সমাজে,
লভি উচ্চপদ, লভি সুবিশদ যশঃ,
নিখিল সংসারে, করে প্রভুত্ব বিস্তার,
সে গুণ মণ্ডিত, পঞ্চ-পাণ্ডব-হৃদয়।
ধাম্মিক প্রবর পুত্র আশে, কুন্তী দেবী,
আরাধিলা ধর্ম্মরাজে, পবিত্র অন্তরে,
অনশন ব্রত, করি যতনে গ্রহণ।
কঠোর সাধনা বলে, ধরম প্রসাদে,
লভিলা অপত্যবর—জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির—
ধার্ম্মিক-কেশরী—মর্ত্ত্যে ধরম আদর্শ।
পবন সদৃশ বলী, অমর সমাজে,
কেহ নাহি আর বাছা! নিশ্বাসে যাহার
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, যায় রসাতলে
নয়ন পলকে, পূজি এহেন অমরে,
লভিলা সানন্দে সতী, ভীম ভীমসেনে-
ভীমকায়—মহাবল— কি আর অধিক—
ভারতে উপমাস্থল ভুজবল যার।
যে দেব সাধনা বলে—মানসিক তেজে,
অমর ঈশ্বর, যিনি বৈজয়ন্ত ধামে,
অমর বেষ্টিত হয়ে, বিরাজেন সদা;

পূজি সে অমরে, দেবী পাইলা অর্জ্জুনে—
মানসিক বলে বলী—ভাবত পূজিত,
যোধকুল সিংহ যিনি, কঠোব সাধনে।
অশ্বিনী কুমার দ্বয়—সুব বৈদ্য মণি—
আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ, স্বর্গ-পুব হতে,
করেন সতত, বিশ্ব-স্বাস্থ্য সুবিধান ;
তুষি সেই দেবে, মাদ্রী ঘোব আরাধনে,
যমজ সন্তান লভি, আনন্দিত অতি।
সে কুমাবদ্বয বিশ্বে, স্বাস্থ্য অনুকৃতি,
প্রখর ধীশক্তি আর লাবণ্য সুন্দব,
অনিবার্য্য ফল যার, এ বিশ্ব ভবনে,
যমজ সন্তান মাঝে অগ্রজ নকুল—
সূক্ষ্ম বুদ্ধি,—সহদেব—দিব্য কান্তি যুত,—
প্রিয়দরশন অতি, কনিষ্ঠ তাঁহার ;
দ্রুপদ নন্দিনী, যজ্ঞ-সম্ভূতা দ্রৌপদী,
প্রীতি রূপা ধবাবাসে, বুঝহ রহস্য।
   বিচাবি দেখহ বাছা ! ক্ষণ কাল চিন্তি,
যে গুণে অমব পদ, পায় নর গণ,
সে গুণ-আদর্শ, পঞ্চ পাণ্ডব মহাত্মা,
ধবম-ভীরুতা, বাহুবল—অনুপম,
মানস-শকতি, স্বাস্থ্য—সহচর যাব
প্রখর ধীশক্তি, আর শাবীর সৌন্দর্য্য,
একৈক পাণ্ডব, এক গুণের আদর্শ ;—

যদ্যপি এ গুণগণ, ভাবি দেখ মনে,
হয় একত্রিত—একাধার-স্থিত যেন,
তা হলে কি শিব রাশি সংঘটে জগতে,
কে পারে বলিতে তাহা এ বিশ্ব সংসারে ?
দেখহ বিচারি আরো, কি মঙ্গল ঘটে,
যদি অন্য গুণ সবে, প্রণত মস্তকে—
অনুগত দাস সম, সবে অবিরত
ধবল স্ত্রীকৃতা গুণে, ভকতি সংযোগে।
এবম ভীরুতা আদি সর্ব্ব গুণরাশি,
অনন্য অন্তরে যদি করে মহাযত্ন
তুষিবারে প্রীতিমন—মাতৃভূমি প্রতি
অকৃত্রিম ভাল বাসা, যে অমূল্য গুণ,
তা হলে সৌভাগ্য দেবী—স্বরগবাসিনী
—বসিতে এ মর্ত্ত্যে যিনি সতত বিরত,
আসি হন উপনীত ; আগমনে তাঁর,
অমঙ্গল রাশি ধায় সভয় অন্তরে,
ত্যজি এই ধরাধাম চঞ্চল-চরণে,
ধায় যথা তমোরাশি, অরুণ উদয়ে।
সতত ভীমাদি পাণ্ডুসুত চতুষ্টয়,
এক মনে যুধিষ্ঠিরে সেবিত সাদরে ;
আবার পাণ্ডব পঞ্চ—ভিন্ন দেহে যেন
এক মন প্রাণ, সদা কৃষ্ণা-তুষ্টি আশে,
করিত যতন কত, একান্ত অন্তরে ;

ধরম ভীরুতা আদি আদর্শ স্বরূপ,
পাণ্ডব হৃদয় ; ছিল তাহা দিবানিশি,
স্বদেশ প্রীতিবৃত্তি রূপা কৃষ্ণা অভিমুখে,
চুম্বক শলাকা যথা দিক দরশনে।

দুর্জ্জন কুচক্রে পড়ি পাণ্ডুপুত্রগণ,
হারাইয়া রাজ্য পাট হন বনবাসী,
রাজ সুখ, রাজ ভোগে হইয়া বঞ্চিত,
অরণ্য-নিবাস ক্লেশ সহিলেন কত,
ধরম পালন হেতু, কিন্তু পরিশেষে,
চির সেব্য গুণ বলে নাশি দুষ্ট অরি,
দুরন্ত সমরে পশি, লভিলেন পুন,
অখণ্ড সাম্রাজ্য নিধি, কেহ না রহিল,
প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাদের এ ভারতে আর।
পরি পুন গলদেশে স্বাধীনতা-মণি —
কুচক্রী দুর্জ্জনে যাহা লয়েছিল হরি,
আরোহি ভারত-রাজ সিংহাসন পরে,
প্রকাশিলা দিব্যগুণ মহিমা ধরায়।
মজিয়া পাণ্ডবগুণে ঘোষিল ভারত,
ঘোর মহোল্লাস ভরে পাণ্ডব বিজয়,
ধরিল পাণ্ডব মাথে দিব্য রাজ ছত্র,
গাইল সুযশ গীত, সবে ঘরে ঘরে,
বাহুবল আদি গুণ—ধরম সংযুত,
নিবারে অশিব রাশি, বিতরে মঙ্গল,—

এই শিক্ষা দিযা—রাখি ধরা মাঝে, হেন
উপদেশ—মহোজ্জ্বল, স্বর্গ যাত্রী এবে,
চেবি'ল স্ববগ পথে চলিছে সকলে।
পাণ্ডব সদৃশ গুণ তোমাদেব কোথা?
কোন বঙ্গবাসী মনে, না দেখি সে গুণ,
নাহি পাই খুঁজি এবে, তবে কোন ব ল
বঙ্গ গৃহ হতে চাহ, তাডাতে যবনে?
পাণ্ডব সদৃশ অগ্রে কঠোব সাধনে
হও সবে, তবে যাও, বিদূবিতে বাছা।
দুবন্ত যবন কুল সিন্দুনদ পাবে।
দংশ সন সম দুষ্ট—অবৰ্ম্মী যবন
কৃষ্ণাৰূপ বঙ্গ-কেশে, ধবি রুক্ষ ভাবে,
কবিছে পীডন, অই কবিছে লাঞ্ছনা।
কিন্তু কি কবিবে বল, সবে গুন-হীন,
বঙ্গ নিকেতনে, সবে তপস্যা প্রভাবে
কেহ হও যুধিষ্ঠিব, কেহ ভীম সেন,
কেহ পার্থ, এ সঙ্কট—এ বিপদ কালে
কেহ বা নকুল, কেহ হও সহদেব
তবেত সক্ষম হবে, দূবিতে যবনে,
বঙ্গ গৃহ হতে, তা না হলে বৃথা চেষ্টা,
বৃথা অস্ফালন, বৃথা নিত্য বাক্য-স্রোত।
এত কহি তাপসেন্দ্র উঠি শিলা হতে,
চলিলা সে বন পথে; চলিনু পশ্চাতে,

ভাবিতে ভাবিতে, যত অপূর্ব্ব ব,.পাব ;
বিমল আনন্দ বাশি উপজিল মনে,
যতই ভাবিনু দেব মুনীন্দ্র বচন ;
« ঝনু স.ধনা বিনা, কভু সিদ্ধকাস,
না হবে অভাগী বঙ্গ, কভু না মুছিবে,
ললাট-কলঙ্ক-বেথা, বিনাশি ইন্‌লামে
কতক্ষণে প্রবাহিল বাক্য স্রোত পুন,
কত যে নিগূঢ় কথা, শুনিনু বিস্ময়ে,
নাহি মনে হয় এবে, ভুলেছি সকল।
একটি বিষয মাত্র জাগিছে অন্তরে,
জিজ্ঞাসি তাপসে, তত্ত্ব হইলাম জ্ঞাত.
বর্ণ নামে আব এক ছিল কুন্তীসুত—
ববি আবাধনা ফল, অতুল বিক্রম-
শালী সেই পুত্রবব—সূর্য্য সম-তেজে,
সমবে অর্জ্জুন সহ প্রতিদ্বন্দে সদা।
কিন্তু সে সমর-সিংহ নিহত সমরে,
কেবল অধর্ম্ম পক্ষ, করি পবিগ্রহ ,
এইরূপ কত কথা হইল সে বনে,
দেখিতে দেখিতে কত চলিলাম ত্বরা।

ই ত দ্বিতীয় কাণ্ডে প্রথম সর্গ—সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

দ্বিতীয় সর্গ।

কতক্ষণে দেখি, এক তরু মনোহর
বিস্তারি শীতল ছায়া, রয়েছে দাঁড়ায়ে।
বসিলেন ঋষিবর বিশ্রাম মানসে,
তলদেশে তার, ইচ্ছামত তাঁর, তবে
বসিনু তাঁহার পার্শ্বে সচিন্ত অন্তরে।
নিরখি বদন প্রতি বুঝিলাম ভাবে,
কত কি তাপস শ্রেষ্ঠ, আন্দোলিছে মনে,
কিন্তু যেন বাক্যে নারি প্রকাশিতে তাহা.
কতই অস্থির তিনি, ক্ষরিছে ললাটে,
স্বেদ বিন্দু অবিরল কপোল বাহিয়া।
সহসা হেরিনু এক রমণী রতন, —
দিব্য মুখছবি তার— নির্ভয় র ঞ্জক
তাপস ললাট ভেদি উজলি সে বন,
দাঁড়াইলা সসম্ভ্রমে মুনীন্দ্র সম্মুখে,
করপুটে, নত শিরে, অতি স্থিরভাবে।
নিরখি আনন্দে দেব কহিলা কল্পনে।
তব আবির্ভাবে কত পাইনু পীরিতি,

পূরহ বাসনা মম, সাধি এক কার্য্য,
এত কহি কানে কানে পরম আদরে,
কি বলিলা ঋষিবর, নারিনু বুঝিতে।
তখন কল্পনা দেবী, বিস্তারি স্বপক্ষ,
আমা দোঁহাকারে তুলি, নিজ পৃষ্ঠদেশে,
চলিলা আকাশ পথে, বিজলী গমনে।
আরোহি গগণ পরে, ঘুরিল মস্তক,
কোথা হতে কি হইল, নারিনু বুঝিতে,
আতঙ্কে বিস্ময়ে, শেষে হারানু চেতনা।
না জানি চেতনা-শূন্য ছিনু কত ক্ষণ ;
চেতনা উদয়ে পুন হেরিনু মুনীন্দ্র,
উপবেশি মম পার্শ্বে, আনত বদনে,
করিছেন সেবা কত, পরম যতনে।
কোথা সেই কাল বন—দৃষ্টি মাত্র যাহা,
পার্থিব সামগ্রী বলি, বোধ হয় মনে,
কোথা সে রমণী, কোথা পার্থিব আকাশ—
পার্থিব সমীর স্রোত—পার্থিব স্বভাব—
সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, আনন্দ বিষাদে,
ঘেরা অবিরত ; কোথা সেই ধরাতল,
যাহে আছে হেন স্থান—প্রীতি-নিকেতন,
দেবত্ব ইন্দ্রত্ব পদ বিনিময়ে যাহা,
না পারি থাকিতে প্রাণ, দিতে কোন জনে,—
কোথা হেন জন্মভূমি, কোথা রাখি সব—

প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু, আনু এ অদৃষ্ট
দেশে—নব ভাব পূর্ণ—সৌন্দর্য্য যাহার,
নয়ন অভ্যস্ত নহে করিতে দর্শন।

এইরূপ ভাবিলাম কতই ভাবনা,
যবে পূর্ণ জ্ঞান মম, উপজিল মনে,
অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি, নিরখিনু তথা,
হরিছে ভাবুক মন, শোভি দশ দিশ;
সে অতুল শোভা রাশি, করিতে বর্ণন,
মানব রসনা হারে, মানব লেখনী;
হেরিনু বিবিধ তরু—দিব্যকান্তি দেহ
—বহুশাখ—ঘনপত্র সজ্জিত প্রশাখ,
হরিত বরণ পত্র—নয়ন-রঞ্জন—
অনন্ত সৌন্দর্য্যে শোভে, চির সমভাবে।
প্রসবি প্রসূন রাশি, কোন তরুবর,
সুবাসে করিছে দিক আমোদিত সদা,
না হয় বিশুষ্ক কভু সেই ফুল রাশি;
কোন বনস্পতি ধরি সুমধুর ফল—
সুধাগর্ভ—স্থির-বৃন্ত, আনত মস্তকে,
দাঁড়াইয়া আছে সেই মনোহর দেশে;
নানা জাতি লতা রাজি—অনন্ত-যৌবনা,
বরি কোন মনোমত পাদপ সুন্দরে,
ঘেরি তরু-চারু-দেহ, উঠিছে উল্লাসে।
অনন্ত হরিত বর্ণ, নব দূর্ব্বাদল,

বিস্তারি সুবাস রাশি, ঢাকি সেই স্থল,
বিরাজিছে সম ভাবে অনন্ত সময়।
কত যে বিহঙ্গ তথা, উড়িছে, বসিছে,
গাইছে মধুর তানে, কি আর কহিব!
না জানি বিহগ কোন্ ধরে কোন নাম,
কভু না হেরেছি, হেন দ্বিজ মনোহর,
সকলি অপূর্ব্ব তথা, সকলি অদৃষ্ট;
কতই দেখিনু আরো, বলিতে না জানি।
হেন কালে তাপসেন্দ্র সুমধুর ভাষে,
কহিলেন ধীরে ধীরে, না হও অধীর,
ত্যজহ সচিন্ত ভাব, এস সঙ্গে মম,
হেরিবে আশ্চর্য্য কাণ্ড, এ রম্য প্রদেশে।
কহিলাম করপুটে তাপস সত্তম।
কৃপা করি কহ কোথা আনিলে এ দাসে,
এত যে সৌন্দর্য্য রাশি, আছে চারি দিকে,
এত সুখকর দ্রব্য—মানস-মোহন,
না জানি, না হেরি হেন শোভার ভাণ্ডার,
তথাপি অন্তর কেন কি জানি কি হেতু
নিরখিতে জন্মভূমি ধায় গুণমণি!
তিলেক তিষ্টিতে হেথা, না চাহে অন্তর।
উত্তরিলা ঋষি—পুন হেরিবে সে ভূমি,
এসেছ অমর পুরে কল্পনা-কৃপায়,
স্থির কর ক্ষণতরে অস্থির অন্তর;

চলিনু তাপস সনে; কতক্ষণ পরে,
স্বীয় দল বল সহ, আইল যামিনী,
যামিনী বলিলে, মর্ত্ত্য যামিনীর ভাব
আসে মনে, কিন্তু নহে তাহা, কেমনে সে
নিশি—দিব্য ভাবপূর্ণ, কবির বর্ণন,
খুঁজি নাহি পাই কথা, সব অভিধানে।
হেরিনু তামসীভালে, পূর্ণ শশধর,
বিরাজে উজলি দিশ, অমিয় কিরণে—
শত শত বৈজলিক আলো—তমোহর,
নাহি হয় সমতুল অণু পরিমাণে
সে কিরণ জাল সহ—রুক্ষ ভাব হীন,
শরীর শীতলে, যার সুশীতল করে।
যামিনী কুন্তল জালে জলিছে নক্ষত্র,
ঝিকি মিকি, ঝিকি মিকি, অনন্ত আলোকে,
তাড়িৎ আলোক রাশি করি পরাজিত,
না হয় উপমা, শত শত কহিনুর—
মনুজ বাঞ্ছিত মণি, কভু তার সনে।
যামিনী নিশ্বাসে বহি, শীতল সমীর,—
স্বর্গীয় সুবাস রাশি মাথা কলেবর,
যুড়ায় শরীর সদা সে দেব নগরে।
পশিনু উদ্যানে এক এ হেন সময়।
যামিনী সুন্দর দেহে ফুল অলঙ্কার,
বিবিধ বরণ সবে—নেত্র তৃপ্তিকর,

শোভিছে স্বর্গীয় রূপে, দুর্লভ জগতে,
বিবিধ মনোজ্ঞ-বর্ণ—রৌপ্য-সূত্র-জাত
ফুল কুল শোভে যথা নীলাম্বর মাঝে।
গাইছে কোকিল কুল—অজর—অমর
মহোল্লাসে পঞ্চস্বরে নিশি আগমন।
থাকি থাকি সে উদ্যানে ডাকি সপ্ত স্বরে
পাপিয়া পীযূষরাশি করিছে বর্ষণ।
ঝঙ্কারি ভ্রমর কুল, মধুর নিক্কণে,
ভ্রমিছে সানন্দ মনে, প্রসূনে প্রসূনে।
ফুল কুল-মহারাজ দিব্য পারিজাত,
প্রকাশি স্বর্গীয় ভাতি—স্বর্গীয় মাধুরী,
উজলিছে দিবা নিশি, সে রম্য কানন,
মধুর সুবাসে তার দিক আমোদিত।
জিজ্ঞাসি তাপস বরে বুঝিনু সন্ধান
নন্দন কানন সেই ইন্দ্র উপবন -
বাসব বিলাস স্থল, সে উদ্যান ভূমি,
বিরাজে বসন্ত তথা অনন্ত সময়,
নিজ সঙ্গীগণ সহ—বাসন্তিক পীক,
বাসন্তিক সমীরণ—বাসন্তিক ফুল,
বাসন্তিক অলিকুল—বাসন্তিক ভাব,
মকর কেতন দেব, লয়ে ফুল ধনু,
সন্ধানি অমরে, করে সতত আকুল,
পশিলে বারেক সেই দিব্য উপবনে,

পলকে বিপ্লব ঘটে, অন্তর সাম্রাজ্যে ;
নিরখিনু পুরোভাগে, দিব্য হর্ম্ম্য এক,
শোভিছে উদ্যান মাঝে অতি মনোহর ,
হেরিনু সে গৃহদ্বারে, হেম সিংহাসনে,
উপবিষ্ট নর এক, আনত বদনে ,
হেরিলাম আরো এক ষোড়শী যুবতী,
করপুটে কি বলিছে, দাঁড়ায়ে তাঁহায় ,
স্বর্গীয়-বসনা যোষা—স্বর্গীয় ভূষণা,
স্বর্গীয় আভায় আছে উজলি সে দেশ,
বোধ হয় যেন, শত স্বর্গীয় শশাঙ্ক,
স্বর্গীয় গগন ত্যজি, উদিত সে স্থলে
সে উজ্জল রূপরাশি ধাঁধিল নয়ন,
নারিনু হেরিতে আর সেই রামা বক্তে
নারিনু হেরিতে আর সে রূপ মাধুরী,
কেমনে বর্ণিব তবে, হেরি নাই যাহা।

মম কর ধরি তবে তাপস রতন,
চলিলা কোথায় সেই উদ্যান ভিতরে ,
কতক্ষণ পরে আসি হনু উপনীত,
নিভৃত প্রদেশে এক, বসিনু দুজনে ,
কহিলাম দেব ! অই পুরুষ রতনে,
হেরেছি কোথায় যেন, কিন্তু অই রামা—
অনুপ মাধুরী যার দুর্লভ জগতে,
দেবী কি মানবী তাহা নারিনু বুঝিতে।

বলহ তাপসমণি! কেন এ নিশীথে,
নন্দন কাননে দোঁহে করিছে বিরাজ?
কেন এ বিলাস স্থলে পুরুষ রমণী?
হতেছে সংশয় কত, কহি এ রহস্য,
ঘুচাও পণ্ডিতবর! মনের আঁধার।
উত্তরিলা ঋষি, সত্য সত্য প্রিয়তম!
হেরেছ যাবেক অই পুরুষ রতনে,—
তৃতীয় পাণ্ডব সেই পুরুষ ধীমান,
অস্ত্রশিক্ষা আশে এবে নিবসে এ ধামে।
দাঁড়ায়ে তথায় যেই রমণী রতন,
ভুবন বিখ্যাত অই উর্ব্বশী সুন্দরী—
ইন্দ্র সভা সুশোভিনী—স্বর্গবিদ্যাধরী,
নৃত্য গীতে দেব-মন হরি লয় সদা।
বাধা দিয়া, ঋষিবরে, কহিনু তখন,
বড়ই সন্দেহ দেব! উপজিল মনে,
অমর সদৃশ যার স্বভাব পবিত্র,
দেব বলি জানে যাঁরে মানব সমাজ,
কেন সে কিরীটি, হেন বারাঙ্গণা সনে,
এ নির্জ্জনে, বিশেষতঃ এ ঘোর নিশীথে?
অর্জ্জুন ভকতি বুঝি হয় তিরোহিত;
নিরখি এ হেন কাণ্ড—ঘৃণা লজ্জাকর।
না বুঝি সন্দেহ কর, উত্তরিলা দেব,
অর্জ্জুন চরিত্রে বাছা! সে বীর-কেশরী,

প্রকাশিলা যে বীরত্ব, রবে তাহা চির,
সুবর্ণ অক্ষরে লেখা ভারত ললাটে ;
হেরিবে ধরণী তাহা সভক্তি অন্তরে,
শিখি সেই বীরভাব, কঠোর সাধনে,
আরোহিবে ধরামাঝে, কত শত জাতি,
উন্নতি অচল শিরে, অনন্ত সময়,
পড়ি ঘোর অধঃপাত গভীর গহ্বরে।
তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম শুনিয়াছ যাহা,
প্রকাশিলা পার্থ আজি, অপ্রত্যক্ষ ভাবে।
পড়ে যদি বীরহস্তে, তন্ত্র স্পর্শ-মণি,
প্রসবে সুবর্ণ ফল—যে মধুর ফল,
বুঝিবে সুন্দর রূপে ধরণী নিবাসী,
বুঝে নাই বঙ্গবাসী—দুর্ব্বল হৃদয,
যাদের অযোগ্য হাতে, পড়ি সেই নিধি,
এত দুরবস্থ—এত অনাদৃত এবে।
উর্ব্বশী রূপসী অই, হেরিলে উদ্যানে,
মকর-কেতন শরে হয়ে জর জর,
প্রকাশিছে হাব ভাব, ছলিতে অর্জ্জুনে।
রমণী-সুলভ বাণী—অমৃতলহরী,
অর্জ্জুন শ্রবণ পথে, হতেছে বর্ষণ।
প্রলোভন পূর্ণ অই নন্দন কানন,
তথাপি কিরীটী মন, অটল অচল,
না টলে অন্তর যার, প্রলোভন মাঝে,

সেই ত প্রকৃত বীর, মিলে কি ভূতলে,
এ হেন বীরত্ব নিধি, জীবন সমরে ?
একে ত বসন্ত ঋতু, দেখহ বিচারি,
সতত বিরাজে, অই দিব্য উপবনে,
তাহে নহে একা, রঙ্গে ভঙ্গে অনুক্ষণ,
ফিরিছে তাহার সঙ্গে অনুচর বর্গ—
বসন্তের প্রিয় পাত্র সুধা কণ্ঠ পীক,
যাহার মধুর স্বরে মুগ্ধ ত্রিভুবন—
দেব দেবলোকে মুগ্ধ—জীবলোকে জীব,
পাতালে বাসকী মুগ্ধ—নাগকুল সহ।
বসন্ত সমীর, যার স্নিগ্ধ পরশনে,
সতত বিমুগ্ধ চিত, ত্রিজগত বাসী।
বসন্ত কুসুম রাজি, সদা হরে মন,
কেহ বর্ণে, কেহ গন্ধে, কেহ বা উভয়ে।
বসন্ত ভ্রমর—বর্ণ উজ্জ্বল অসিত,
বিমোহে মানস সদা, গুন্ গুন্ স্বরে।
বসন্ত যামিনী, তাহে বসন্ত চন্দ্রিমা,
আবার এসব কিছু, নহেক পার্থিব ,
সকলি স্বর্গীয়, তবে কতই সুন্দর,
কতই মোহন আরো, বুঝ অনুভবে।
একপ সুবাধ্য সেনা—ভুবন বিজয়ী,
সঙ্গে করি ফুল ধনু, ধরি ফুলশর —
অব্যর্থ সংসারে সদা, বিমোহন বেশে,

ফিরিছে প্রহরী সম, উপবন মাঝে;
মোহিছে দশকবৃন্দে, পরম আনন্দে।
আবার দেখহ বাছা। ভাবিয়া অন্তরে,
একে ত নির্জ্জন অতি, সে রম্য কানন,
এ ঘোর নিশীথে; তাহে স্বর্গবারাঙ্গণা—
পরম করম যার মানস তোষণ,
মীনধ্বজ প্ররোচনে, করি অভিসার,
যাচিছে পীরিতি ভিক্ষা, কিরীটী সমীপে।
এত প্রলোভন রাশি, উপবন মাঝে,
তথাপিহ পার্থ মন, অচল সমান,
নাহি হয় বিচলিত অণু পরিমাণে—
আছিল পূরবে যথা, রহিল তথায়।
তন্ত্রবীর ভাব পার্থ, দিলা পরিচয়।
এ হেন সাধনা বলে—ইন্দ্রিয় সংযমে,
দেবেশ সমীপে শিখি, সমর বিজ্ঞান,
অচিরে পাণ্ডব মণি, হন সিদ্ধকাম;
বাসব প্রসাদে লভি, দিব্যাস্ত্র সকল,
সমর প্রাঙ্গণে পশি, নাশি অরিকুল,
উদ্ধারিলা হৃত রাজ্য, শত্রুহস্ত হতে।
ইন্দ্রিয় সংযম কীর্ত্তি স্তম্ভ—উচ্চ শির,
স্থাপিলা ভারত বক্ষে, সব্যসাচী আজ,
যত দিন রবি শশী উদিবে গগণে,
যত দিন রবে নর-অমর-সমাজ,

বহিবে সে স্তম্ভ চিব অক্ষুণ্ণ শবীবে ;
আসুক যে কোন জাতি,—যবন কি ছার,
হউক অশনি পাত, সঘনে ভাবতে,
মুছাতে নাবিবে কেহ, সে অক্ষয় স্তম্ভ,
ভাবতেব বক্ষ হতে, ববে সম ভাবে,
সে গৌরব ধন হেথা, অনন্ত সময়।
আরোহি শিথব দেশে, ভাবত নন্দন,
বক্ষিবে জীবন ধন, অধঃপাত কালে।
এত কহি নীরবিলা, তপোধন বব,
ক্ষণপবে আবম্ভিলা মধুব বচনে।—
তোমবা বাঙ্গালী, কোথা ইন্দ্রিয-সংযম—
দুর্লভ অমূল্যনিধি, বঙ্গ গৃহে এবে ?
তোমবা তরল মতি,—দুর্ব্বল অন্তব,
কোন্ গুণে বিদূবিতে, দুর্জয় যবনে,
হতেছ অধীর এত, বালক সদৃশ !
কঠোব সাধনাবলে, বিষম আযাসে,
ইন্দ্রিয় সংযম গুণে, হও বিভূষিত ;
তপস্যা প্রভাবে অগ্রে, সবে ঘরে ঘ'ব,
হও এক এক পার্থ—ইন্দ্রিয়-বিজয়ী ;
তবে চাহ তাড়াইতে, দুরন্ত যবনে—
ঘোব অত্যাচাবী, এই বঙ্গ গৃহ হতে।
তোমরা বাঙ্গালীকুল,—ইন্দ্রিয সেবক,
বিপু পরিতৃপ্তি ব্রত পবায়ণ সদা,

বুঝেছ ইন্দ্রিয সেবা, এ সংসাব সাব ;
এহেন অসার জাতি, না মিলে ভূতলে,
ধিক্ ধিক্ ভীরু দলে, শত ধিক্ বঙ্গে,
হেন অপদার্থ স্থত, ধবিল জঠবে' ;
প্রবেশি যবন দল—সপ্তদশ মাত্র,
স্বাধীনতা ধন আশে, বঙ্গ নিকেতনে,
বিনা বাধা, বিনা বণে, হবিল কেমন।
প্রাণভবে ভীরু দল, পলাইল দ্রুত,
এমতি দুর্ব্বল সবে, ইন্দ্রিয সেবনে।
এহেন ক্লীবত্ব স্থল, কভু কোন কালে,
না হেবেছি, না শুনেছি, ভাবত-ভবনে,
ভাবত রতন আশে, লোভ পবামর্শে,
যথন যে সব শত্রু, হইত উদয,
ভাবত শূরত্বে অগ্রে, হযে হত মান,
বক্ষিত জীবন ধন, পলাযনে তাবা।
ইন্দ্রিয় সংযম গুণে, ভাবত অন্তব,
আছিল ভূষিত অতি, সে সময় বাছা।
তাই বলি, শিথ সবে, এক মন প্রাণে,
ইন্দ্রিয় সংযম গুণ অর্জ্জুন সমীপে,
তা হলে যবন কুল, নিশ্চয দলিবে,
তা হলে পূবব স্থথ, পাবে পুন ফিবি।
　এত কহি নীববিলা তাপস রতন,
তাপস অমূল্য বাণী, আন্দোলিনু যত,

ইন্দ্রিয় সংযম বিনা, বুঝিলাম সার,
না হবে কামনা পূর্ণ—এবঙ্গ উদ্ধার,
বিধর্ম্মী যবন গ্রাস হতে, কোন কালে।
এরূপ উঠিল, কত চিন্তার লহরী,
হইল বিলীন কত, না হয় স্মরণ ;
স্বর্গীয় শীতল বায়, শেষে ক্রমে ক্রমে.
করিল অবশ অঙ্গ—ইন্দ্রিয় বিকল,
স্বর্গীয় বাসিনী নিদ্রা, আসি ধীরে ধীরে,
হরিল বিষয় জ্ঞান--হরিল চেতনা,
শুইনু অজ্ঞাত সারে, নিদ্রা অঙ্ক দেশে।

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

———

সুপ্রভা।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

তৃতীয় সর্গ।

নিদ্রা অবসানে হেরি, কোথা স্বর্ণধাম
কোথা সে নন্দন বন—কোথা বা সে শোভা
হেরিলাম রহিয়াছি সেই তরুতলে
গিয়াছিনু যথা হতে, অমর নগরে,
স্বর্গ ঘটনাবলী, চিন্তি বহুক্ষণ,
হইল বিস্ময় রসে, আপ্লুত হৃদয়।

চলিলেন দ্বিজোত্তম, সে কানন স্থলে.
চলিনু পশ্চাতে তাঁর, হইয়া নীরব,
ভাবিতে ভাবিতে, যত অপূর্ব্ব ঘটনা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত, হেরিণু সম্মুখে,
বিশাল নগরী এক, সে দিব্য কাননে।
নিবসে তথায় কিবা অসংখ্য মানব
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ,
যার যে ধরম তাহা, আচরি যতনে,
ধান্য ধেনু মহাধনে, পূর্ণ সে নগরী,
কাহারো অভাব কিছু, নাহি কোন কালে,
নিরখিনু চারি দিকে, দেবী বিশ্বরমা,

সঙ্গে করি সচ্ছন্দতা,—প্রিয় সহচরী,
নিবসে বৈকুণ্ঠ ছাড়ি, সে নগরী মাঝে।
অভাব কিঙ্করী সহ, দারিদ্র্য অলক্ষ্মী,
না পারে পশিতে তথা, কমলা প্রতাপে।
অমূল্য ভূষণ বাসে—বিভব লক্ষণ,
বিভূষিত যোষাকুল, ঘ র ঘরে তথা।
কৃষিকার্য্য সমাহিত সুচারু নিয়মে।
অতুল ঐশ্বর্য্য হেন, তথাপি হেরিণু,
দারুণ বিষাদ চিহ্ন, সবার আননে।
যেন, কোন অনিবার্য্য বিপদ প্লাবন,
প্রবহি ভীষণ বেগে, ভীষণ প্রতাপে,
সুবিশদ সুখ স্রোত, করিছে পঙ্কিল।
নিরখি এ হেন ভাব, হইনু বিস্মিত,
থাকিতে বিভব হেন, নাগরিক সবে,
কেন এত ম্রিয়মাণ, নারিনু বুঝিতে।
হেন কালে গৃহ এক করিনু দর্শন,
পশিনু তাপস সনে, সে ভবন মাঝে ;
দেখি তথা নর এক, নারী দুইজন,
জনৈক বালিকা, সবে মিলি এক ঠাঁই,
পরস্পরে আন্দোলিছে, লয়ে কোন কথা,
বিস্তারি বিতর্ক জাল, অতি ব্যগ্র ভাবে।
নিরখি তাদের ভঙ্গি, বুঝিলাম ভাবে,
যেন সবে মগ্ন, মহা সঙ্কট সাগরে।

নাবিনু বুঝিতে কিন্তু, নিগূঢ় রহস্য,
এক দৃষ্টে ঋষি পানে, রহিনু চাহিয়া।
কতক্ষণে বাহিরিনু, সে গৃহ হইতে,
তাপস সংহতি, বসিনু নির্জ্জনে,
গ্রাম প্রান্তস্থিত এক দিব্য তরুতলে।
জিজ্ঞাসিনু কহ দেব। এ কোন্ নগরী,
কারা অই গৃহ মাঝে, লয়ে কোন্ কথা,
আন্দোলিছে পরস্পর, এত ব্যগ্র ভাবে?
চরিতার্থ কর দাসে, কহি দয়া করি,
ঘুচাও জ্ঞানার্ক দেব। মনের আঁধার।
উত্তরিলা ঋষিবর, মধুর বচনে,
অপূর্ব্ব রহস্য কহি শুন দিয়া মন ;—
অই যে নগরী বাছা। করিছ দর্শন,
একচক্রা নামে খ্যাত এ ভারত মাঝে,
নিবসে নগরী মাঝে, চারি বর্ণ লোক,
অতুল বিভব পূর্ণ, সবার ভবন,
নাহি কেহ দীনদুঃখী, নগরী ভিতরে,
অবিরত প্রতি গৃহে, আবদ্ধ কমলা,
এহেন বিভব পূর্ণ, নগরী বিশাল,
না মিলে বিস্তর বাছা। এ ধরণীতলে,
অবনী নিবাসী যত, সতৃষ্ণ নয়নে,
ইহার ঐশ্বর্য্য প্রতি, চাহি রয় সদা।
এত যে ঐশ্বর্য্য, কিন্তু যুটেছে জঞ্জাল—

অসুখ-নিদান, যাহে অস্থির সকলে।
এত যে বিভব রাশি, এত যে সম্পদ,
সকলি বৃথায় বাছা! সে কারণে এবে।
বক নামে মহাসুর, নিবসে হেথায়,
তাহার দৌরাত্ম্যে, লোক সতত অস্থির,
দুরন্ত অসুর সেই,—ভীষণ দর্শন,
ভীম কলেবর—সদা অজেয় সমরে,
শত শত মত্ত হস্তী শকতি সমষ্টি,
সে অসুর শক্তি সহ, না হয় তুলনা।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আহা! অধিবাসী হতে,
কাড়িয়া লয়েছে দুষ্ট, স্বাধীনতা মণি।
গললগ্নী কৃত্তবাসে, প্রণত মস্তকে,
দুরন্ত অসুর বাক্য, পালে দিবানিশি,
নগর নিবাসী সবে, বিষণ্ণ অন্তরে।
কঠোর শাসনে, সেই অসুর দুর্জ্জন,
শাসে নাগরিক জনে, নাহি দয়া মায়া।
শুনিলে অবাক হবে, জ্বলিবে শরীর
ক্রোধানলে, যে নিয়মে চিরকাল মত,
বাঁধিয়াছে দুরাচার, অধিবাসী গণে।
শুনি অত্যাচার তার, বহিবে সবেগে,
উত্তপ্ত শোণিত স্রোত, ধমনী ভিতরে,
দিবানিশি ম্রিয়মাণ, বাল বৃদ্ধ সবে।
নিদারুণ কর বিধি—অত্যাচার মূল,

ডুবাইছে সবামন, শোক সিন্ধু মাঝে।
না থামে নযন জল, কহিতে সে কথা—
মর্ম্মভেদী, নিদাকণ, অসুখ দায়িনী।
সবাব পর্য্যায ক্রমে, বাজস্ব স্বরূপ,
যোগাইতে হয় নিত্য, ভূধব প্রমাণ,
সুবস দুর্লভ দ্রব্য, ভক্ষণ কাবণ,
তা সহ একৈক নব, নির্দ্দয অসুবে।
সবাই সচিন্ত চিত্ত, সবাই পীড়িত,
শোণিত শোষক সেই বিধি প্রবর্ত্তনে।
কিন্তু কে নিবাবে বাছা! দুবন্ত অসুবে,
কোথায শাবীব বল, এ নগবে এবে,
বাধা দিতে, স্বেচ্ছাচাবী অসুব পীড়ন?
নিদাকণ অত্যাচাবে, হযে জব জব,
স্বদেশ মমতা ত্যজি, যদি কোন নব,
দেশান্তবে গিয়া বাঞ্ছে, বক্ষিতে স্বজন,
তা হলে নিশ্চয় অই পাপমতি হাতে,
পাইবে সে জন বাছা! সবংশে নিধন।
আবাব গোপনে, যদি তাজি এ নগবী,
উপনীত হয কেহ, অন্য কোন দেশে,
তথায সন্ধান লভি, কলুষ হৃদয়,
ক্রোধানলে দহে, তথাকাব সুখশান্তি,
অধিবাসী জনে দিযা, বিষম যন্ত্রণা।
কাজেই বিদেশী জনে, নৃশংস আতঙ্কে

এ নগর বাসীগণে, না দেয় আশ্রয়।
তাই সবে দিবানিশি, সহি অত্যাচার,
নিবসে নগরী মাঝে, বিষণ্ণ অন্তরে।
অই যে হেরিলে নরে, নারীগণ সহ,
করিছে মন্ত্রণা কিবা, গৃহে উপবেশি,
দ্বিজকুল ভব তিনি—গৃহ অধিস্বামী,
সধবা—গৃহিণী তাঁর, বালিকা—দুহিতা,
বিধবা রমণী যিনি, তিনি দেবী কুন্তী—
উন্নত হৃদয়া—শশীকুল-সমুজ্জ্বলা।
জিজ্ঞাসিনু তপোধনে, কহ দয়া করি,
কি হেতু পাণ্ডব মাতা, ত্যজি নিজ রাজ্য,
নিবসেন হেথা? কোথা তাঁর পুত্র পঞ্চ?
কহি সবিশেষ নাশ, মনের আঁধার।
উত্তরিলা ঋষিবর, শুন, যাদুমণি!
কহিব পূরব কথা—কেন এ নগরে,
নিবসেন দেবী-কুন্তী—পাণ্ডব আরাধ্য।
ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণ মাঝে, জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন—
কুরুকুল কালী—লুব্ধ—দুরাশয় অতি,
সতত পাণ্ডব দ্বেষী—অশিবাভিলাষী,
পাণ্ডব সুখ্যাতি তার কর্ণশূল সদা,
বেষ্টিত কুমন্ত্রী দলে, রহে অনুক্ষণ।
কিরূপে পাণ্ডব পঞ্চে, বিনাশি কৌশলে,
নিখিল সাম্রাজ্যে, হবে অদ্বিতীয় রাজা,

তাহার উপায় যত, কুমন্ত্রী সংহতি,
নির্দ্ধারে কলুষ মতি, নিরজনে সদা।
নির্ম্মাণে বারণাবতে, জতুগৃহ এক,
পাণ্ডব বিনাশ আশে; কিন্তু পূণ্য বলে,
পঞ্চপুত্র সহ কুন্তী, সে ঘোর বিপদে,
পেলেন উদ্ধার, যবে নিশি সমাগমে,
আদেশিলা পাপমতি নিজ অনুচরে,
নাশিতে পাণ্ডব পঞ্চ, কুন্তী দেবী সহ,
সবার অজ্ঞাতে দিয়া, সে গৃহে অনল।
কবে কি অনর্থ রাশি ঘটায় দুর্ম্মতি,
তাই এবে দেবী কুন্তী পঞ্চ পুত্র সহ,
নিবসেন ছদ্ম বেশে, এ নগরী মাঝে।
এ দ্বিজ ভবনে থাকি, ব্রাহ্মণের বেশে,
ভিক্ষালব্ধ অন্নে করি, উদর পূরণ,
করিছেন এক মনে, সৌভাগ্য প্রতীক্ষা।
ক্ষণকাল চিন্তি দেব, আরম্ভিলা পুন,
অই যে হেরিলে দ্বিজ— ব্যাকুল হৃদয়,
বিষম সঙ্কটাপন্ন, দেখি বোধ হয়,
কর-দান-দিন তাঁর উপনীত আজ,
সবে মাত্র চারি প্রাণী, সংসারে তাঁহার;
কে যাবে অসুর পাশে, ভক্ষ্যের কারণ,
তাই এবে কানাকানি করিছে সকলে।
শুনি সেই কানাকানি পাণ্ডব জননী,

জিজ্ঞাসি বুঝিলা, যেই বিপদ আবর্ত্তে,
নিক্ষিপ্ত সে দ্বিজ, নিজ প্রিয়জন সহ।
যদ্যপি আপনি দ্বিজ, অসুর সেবায়,
আপন জীবন রত্ন, করে বিসর্জ্জন,
কলত্র, দুহিতা, শিশু-সুত, অন্নাভাবে,
অকালে শমন গ্রাসে, যাবে সুনিশ্চিত।
হেন পুরুষত্ব হীন কে আছে ভুবনে,
রক্ষিতে আপন প্রাণ, ত্যজে অকাতরে,
কলত্র দুহিতা আদি—সংসার ভূষণ,
প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু, এ ভব আবাসে,
বিশেষ দ্বাপর যুগে—নহে কলি কাল?
আবার ব্রাহ্মণী যদি, অসুর-নিয়ম
পালেন পরাণ দানে, তা হলে নিশ্চয়,
পাইবে অশেষ ক্লেশ শিশু সুত তাঁর,
এমন কি, স্তন্যাভাবে মরণ সম্ভব,
বুঝিলেন কুন্তী দেবী ভূদেব অবস্থা,
বুঝিলেন নিত্য নিত্য অধিবাসী কত,
বিষম সঙ্কটে পড়ি পায় মহাশোক,
বর্ষে বর্ষে—দুরাচার ছিঁড়ি অকাতরে,
মৃণাল স্বরূপ মরি! বংশধর কত,
কুলরূপ কমলিনী করিছে বিশুষ্ক,
চির দিন মত, ইহ সংসার তড়াগে।
হায়!—কত বর্ষে বর্ষে কুল দীপ শিখা,

স্বত স্নেহ বিনা যাহা মিটি মিটি করি,
জ্বলিছে মলিন ভাবে, হইছে নির্ব্বাণ,
দুরন্ত অসুর হস্তে চিরদিন তরে।
—বর্ষে বর্ষে কত কত যুবক মণ্ডলী,
জনক জননী ত্যজি, ত্যজি প্রিয় কান্তা,
ভাসায়ে সবারে ঘোর শোক পারাবারে,
জ বন রতন অর্পি, দুর্জ্জন অসুরে,
প্রকাশে সংসারী কাছে, সংসার-মমতা।
এরূপ বিবিধ চিন্তা, করি গুণবতী,
পর দুঃখে হইলেন কাতর হৃদয়,—
বিগলিত হিয়া তার পর পরমাদে,
স্বজাতি মমতা আসি উদিল তখন,
ভাবিলা করুণাময়ী, দুরাত্মা সমীপে
বৃকোদরে প্রেরি আজি, কৃতান্ত সমান,
উদ্ধারিব শান্তিহীন নাগরিক জনে,
নিশ্চয় মরিবে দুষ্ট ভীম হস্তে আজি,
নিশ্চয় নগরী, তরি দুঃখ মহাসিন্ধু,
পশিবে পরম হর্ষে সুখরাজ্যে আজি।
ভাবিলেন আরো, যদি ঘোর মল্ল যুদ্ধে,
বলিষ্ঠ পাপীষ্ঠে নাশি ভীমসেন মম,
অসুর আঘাতে শেষে হয় প্রতিহত,
তা হলে অপত্য এক হারাইব আমি,
কিন্তু তাহে, লভি প্রাণ শত শত সুত,

মনুজ সমাজতনু করিবে সুপুষ্ট।
এক পুত্র দানে যদি বাঁচে বহু পুত্র,
এর চেয়ে লাভপ্রদ ব্যবসা কোথায়?
হেন মহালাভ সনে এ ক্ষতি আমার,
না হয় তুলনা কভু এ সংসার ধামে।
আবার ভাবিলা দেবী যদি বৃকোদর
নাশিতে দুর্জ্জনে নারি ত্যজে কলেবর,
অসুর সমরে—মনে যা না লয় কিন্তু
স্মরিলে ভীমের শক্তি—অতুল বিক্রম,
সমর-কৌশল যাহা হেরিয়াছি পূর্ব্বে,
তা হলে পাঠাব পার্থে, সে হলে নিধন,
পাঠাইব যুধিষ্ঠিরে, সে দুর্জ্জন রণে,
দেখিব কেমনে প্রাণ ধরি দুরাচার,
মনো সাধে অত্যাচারে অধিবাসী গণে।
এত চিন্তি দয়াবতী, বিনম্র বচনে,
প্রকাশিলা নিজ ইচ্ছা, ব্রাহ্মণ গোচরে,
মহাঘোর তর্ক পরে, নিরুপায় দ্বিজ,
সম্মত হইলা শেষে দেবীর প্রস্তাবে।
প্রাণাধিক সুতে, প্রেরি বক সন্নিধানে,
প্রকাশিলা মহামতি কুন্তী—দয়াবতী,
স্বজাতি মমতা—দিব্য-সুদুর্লভগুণ,
অতুল জগতে, ভুলি যাহা ভাগ্য দোষে,
ভারত নিক্ষিপ্ত এবে, ঘোর অধঃপাতে।

এত কহি দ্বিজরত্ন হইলা নীরব,
ক্ষণ কাল চিন্তা করি আরম্ভিলা পুনঃ;
দেখহ বিচারি কোথা এ বঙ্গ ভবনে,
স্বজাতি মমতা,—দিব্য অমূল্য রতন?
কে আছে এ বঙ্গে এবে, স্বজাতির তরে,—
দুর্ভাগা বাঙ্গালী তরে—দূরিতে বিপত্তি—
সাধারণ, দিতে পারে প্রাণ অকাতরে?
কেহ নাহি বঙ্গে, হেন দেব সম নর,
এমন কি, দেখিলে ত বঙ্গাধিপ যিনি,
প্রজাকুল সুখ দুঃখ শুভাশুভ আদি,
সদা দেখা যাঁর কার্য্য—যাঁর কুল ধর্ম্ম,
স্বজাতি মমতা তাঁরো নাহি বিন্দু মাত্র;
তা থাকিলে, কভু তিনি ত্যজি বঙ্গবাসী,
ত্যজিয়া প্রকৃতি পুঞ্জ, স্বজাতি মানবে,
পরম আত্মীয় জনে, অনুগত বন্ধু,
পলাতেন গৃহ ছাড়ি, যবন উদয়ে,
রক্ষিতে আপন প্রাণ,—আপনার সব?
তা থাকিলে কভু তিনি মাখিতেন অঙ্গে,
ক্লীবত্ব কলঙ্ক কালি, দিয়া জলাঞ্জলি,
রাজ মহাধর্ম্মে—নাহি ত্যজিতেন যাহা,
পূরব নৃপতি বর্গ, থাকিতে জীবন?
স্বজাতি মমতা শূন্য, বঙ্গেশ্বর যেন,
প্রকৃতি মাঝারে কিন্তু কোথা সেই গুণ?

থাকিলে কি, কভু দুষ্ট মহম্মদ শিষ্য,
পশিতে পারিত, এই সুবর্ণ আবাসে?
পূরব অবস্থা আর নাহি বঙ্গ ঘরে,
সবে স্বার্থপর এবে প্রতি জনে জনে,
আপন আপন লয়ে ব্যস্ত দিবা নিশি,
এহেন দশায় কিসে স্বাধীনতা মণি,
দুরন্ত যবন হতে, চাহ উদ্ধারিতে।
মানস সংযোগে, দিব্য স্বজাতি মমতা,
কুন্তী কাছে শিখ অগ্রে, কঠোর সাধনে
স্বজাতি মমতা রূপা কুন্তী পদতলে,
সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও ভকতি অন্তরে,
দেবীর করুণা বলে হয়ে সিদ্ধকাম,
ভাসিবে সকলে পুনঃ, আনন্দ সলিলে।

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

চতুর্থ সর্গ।

চলিনু সে বৃক্ষ ত্যজি ঋষিবর সঙ্গে,
কানন ভিতরে কত, উদিছে অন্তরে,
অপূর্ব্ব ঘটনা রাশি, একে একে আসি,
কেহ বা উঠিছে, কেহ হতেছে বিলীন,
উত্তাল তরঙ্গ যথা, পবন হিল্লোলে,
কেহ উঠে, কেহ পড়ে জলনিধি বক্ষে।
অপূর্ব্ব রহস্যাবলী, চিন্তিলাম যত,
আমরা অসার জীব অবনী ভবনে,
বুঝিনু বিশদ রূপে, কোন দিব্য গুণ,—
যে গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লভে, সব লোকে নর,
নাহি বঙ্গ ধামে এবে, যাহার গরিমা, —
যাহার বড়াই, পারি করিতে সদর্পে
অন্য জাতি কাছে; এইরূপ কত চিন্তা,
উদিল অন্তরে মম, কে করে গণনা?

কতক্ষণে নিরখিনু রয়েছে সম্মুখে,
সামান্য কুটীর এক—পর্ণ নিরমিত।
চারি দিকে তরু রাজি, আছে বিরাজিত;

কেহ ফলে—কেহ ফুলে—বিভূষিত অতি।
অদূরে তটিনী এক কুল কুল রবে,
ধীরে ধীরে, পায পায, চলিছে মন্থরে।
বিবিধ বিহঙ্গ কুল, সুমধুর স্বরে,
করিছে মোহিত অতি দশ দিশ ব্যাপি।
রোমন্থে কুরঙ্গ কুল, করিয়া শয়ন,
কুটীর প্রাঙ্গণ দেশে, মৃগ শিশুগণ,
নিজ নিজ মাতৃ পাশে—সম্মুখে—পশ্চাতে
লম্ফে ঝম্পে করে কেলি মহানন্দে মাতি,
পয়স্বিনী ধেনুদল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
কেহ বা শয়িত তথা, নিজ শিশু সহ।
ময়ূর ময়ূরী নাচে, ঠমকে ঠমকে,
বিস্তারি মোহন পুচ্ছ—সু-বর্ণ রঞ্জিত—
মানস মুগধকর—আঁখি সুখকর।
সে স্থান সৌন্দর্য্যে, মন হতেছিল স্থির,
কিন্তু মহাকাণ্ড এক—বিস্ময় জনক,
সহসা নয়ন পথে, হয়ে উপনীত,
শোভা দরশন ভঙ্গ করিল চকিতে।
হেরিনু অদূরে এক নির্জ্জন প্রদেশ,
চারি দিকে শরাসন, শরপূর্ণ তূণ,
অস্ত্র শস্ত্র আছে কত হয়ে স্তূপাকার।
হেরিনু বিস্ময়ে এক স্থবির তাপস—
দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু ধারী, রাখি নিজ শির,

অন্যজন উরু দেশে, দূর্ব্বার শয়নে,
ঘোর নিদ্রা অচেতন, যেন মৃত প্রায়।
স্থবির মস্তক ছিল, উরুদেশে যার,
উপবিষ্ট সেইজন হইয়া নীরব,
অতি স্থির ভাবে, যেন গঠিত মূরতি।
হেরিনু বিস্ময়ে আরো আরক্ত সে স্থল,
অজস্র শোণিত ধারে, হইনু অবাক।
হেন কালে যেন সেই শোণিত পরশে,
চমকি স্থবির বর, উঠিল জাগিয়া।
এহেন সময়ে দ্বিজ, ধরি মম হস্ত,
চলিলেন পুরোদেশে লইয়া আমায়,
চলিনু বিস্ময় ভরে তপোধন সনে,
ক্রমে স্রোতস্বতী কূলে, হনু উপনীত,
বসিনু বিশ্রাম আশে, দিব্য তরুতলে।
　কতক্ষণ বসি, সেই সুরম্য প্রদেশে,
জিজ্ঞাসিনু তাপসেন্দ্রে কহ গুণমণি!
এবন ভিতরে, কিবা করিনু দর্শন?
কোন নর বর অই, শায়িত ধরায়?
উপবিষ্ট আছে কেবা? কেন রক্ত ধারা?
ঘুচাও সংশয় জাল, ভূদেব রতন,
নিগূঢ় রহস্য সব বিশেষিয়া কহি।
　উত্তরিলা তাপসেন্দ্র শুন দিয়া মন,
কহিব রহস্য যত দেখিলে হেথায়,

অই যে নিদ্রিত জনে করিলে দর্শন,
জমদগ্নি সুত তিনি, বিখ্যাত ভারতে।
পরশু রামের বীর্য্য—তেজ ভয়ঙ্কর,
সদা জাগে সম ভাবে, ক্ষত্রিয় অন্তরে।
ভারত ক্ষত্রিয়-শূন্য, নিজ ভুজ বলে,
করেন অক্লেশে তিনি, তিন সাত বার,
বীর অগ্রগণ্য তিনি—সমর পণ্ডিত,
তাহার সমীপে শিখি, সামরিক বিদ্যা
কত শত জন লভি, সামরিক যশ—
বিমুখি বিপক্ষদলে, বিখ্যাত সংসারে।
নানা দেশ হতে আসি, কত নরপতি,
কত নৃপসুত, কত রণ পরায়ণ,
ভকতি সংযোগে, শিখে শর নিক্ষেপণ,
অস্ত্রযুদ্ধ—গদাযুদ্ধ আদি নানা বিদ্যা,
যার যেই অভিরুচি, তাঁহার সমীপে।
অই যে হেরিলে নর—উরুদেশে যার,
মাথা রাখি জামদগ্ন ঘোর বিনিদ্রিত,
তিনি কর্ণ—যাঁর তেজে—যাঁর পরাক্রমে,
সতত পাণ্ডবগণ, চিন্তিত হৃদয়।
সুতপুত্র বলি তাঁরে, জানে সর্ব্ব জনে।
বাণশিক্ষা আশে কর্ণ—বীর কুলর্ষভ,
ভার্গব আশ্রম দেশে অবস্থিত এবে।
গুরু পরিচর্য্যা কার্য্যে কর্ণ—মহামতি,

অনন্য অন্তরে রত, দিবস শর্ব্বরী।
ছায়া সম থাকি বীর, গুরু কাছে সদা
পালয়ে আদেশ তাঁর পরম যতনে ;
আচার্য্য ভার্গব, তবে নিত্য নিয়মিত,
যোগায় আহারদ্রব্য—অরণ্য দুর্লভ।
সমিধ প্রসূন কাশ আহরি কাননে,
আনি দেয় গুরুবরে, পূজা হেতু নিত্য।
এইরূপ গুরুতুষ্টি আশে বীরসিংহ,
যখন আদিষ্ট হন করিতে যে কর্ম্ম—
সুসাধ্য— দুঃসাধ্য কিবা অন্যের অসাধ্য,
অকাতরে দিবানিশি, পরম উল্লাসে,
সাধেন সে কার্য্য, অতি যতন সংহতি।
অই যে শোণিত ধারা করিলে দর্শন,
রঞ্জিত করিছে ধরা আরক্ত বরণে,
উহার রহস্য বাছা ! বিস্ময় জনক,
সহিষ্ণুতা সমুজ্জ্বল উপমার স্থল।
নামিলে ধরণীতলে হেন সহিষ্ণুতা,
যার বলে বাধাযুক্ত সিদ্ধ মনোরথ।
ভয়ঙ্কর কীট এক কর্ণ উরু দেশ,
সুতীক্ষ্ণ-দশনে দংশি, দিতেছে যাতনা,
জ্বলিছে বিষম বিষে, সেই ছিন্ন দেশ,
ঝরিছে শোণিত রাশি, অজস্র ধারায় ,
তথাপি দেখহ বাছা। কর্ণ—দৃঢমতি,

উপবিষ্ট স্থিরভাবে অচল সমান।
উরু সঞ্চালনে পাছে, হন জাগরিত,
আচার্য্য ভার্গবদেব, অপক্ক নিদ্রায়,
নিদ্রা ভঙ্গ হেতু পাছে, দেন অভিশাপ,
ডুবাযে অসিদ্ধি নীরে, মনোরথ যত,
চির দিন তরে; যার লাগি এত ক্লেশ—
এত পরিশ্রম—এত আত্ম সুখ ত্যাগ,
হেরিলে উঠিলা অই ভার্গব—বলীন্দ্র,
সহসা সুষুপ্তি হতে শোণিত পরশে।

এতেক কহিযা দেব। হইলা নীরব,
ক্ষ-কাল তরে চিন্তি আরম্ভিলা পুন—
যেই সহিষ্ণুতা স্থল করিলে দশন,
ভুবন দুর্লভ তাহা জানিবে নিশ্চয়;
মানব কীটাণুকীট সম নহে কভু,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সহ করিলে তুলনা,
কঠোর সাধনা বলে কিন্তু সে মানব,
সাধি অলৌকিক কার্য্য, লভে অমরত্ব,
মর হযে ভূমণ্ডলে, জগতিতিহাস
প্রকাশে অক্ষয় কীর্ত্তি, অক্ষয় অক্ষরে,
অনন্ত জীবন লভি, সে মানব মণি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে পূজ্য অনুক্ষণ।
কর্ণ-দশা যাদুমণি! দেখহ বিচারি—
শৈশবে সারথী গৃহে, লালিত যেজন,

কোন্ জনে সে জনার করে সমাদর?
উচ্চকুল ভব যাঁরা—সমাজ ভূষণ,
অনাদরে কত তাঁরে, রাধাসুত ভাবি।
কিন্তু সেই কর্ণ নিজ সহিষ্ণুতাবলে,
অতিক্রমি কত বিঘ্ন, জীবন সমরে,
স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি, লভিলা দেবত্ব,
রাখিলা অবনীতলে, অনশ্বর ভাবে,
দিব্য সহিষ্ণুতা চির উজ্জ্বল প্রমাণ,
হেরি যাহা কত জাতি—দীনদশাগ্রস্ত,
শিখিবে পশিতে, উচ্চ সৌভাগ্য মন্দিরে।
কোথা সহিষ্ণুতা মণি, বঙ্গ নিকেতনে?
কি বলে লভিবে বল অন্য গুণ রাশি,
সংসারে যে সব বাছা। মঙ্গল নিদান।
শিখি অগ্রে কর্ণ কাছে, দিব্য সহিষ্ণুতা,
জাতীয় গৌরব প্রদ গুণ আছে যত,
একে একে কর লাভ কঠোর সাধনে;
হও সবে একে একে মহাযোগ বলে,
এক এক কর্ণ—সহিষ্ণুতাদর্শ হয়ে,
ভুবনে অনন্তকাল রহিবেন যিনি।
তবেত সৌভাগ্য দেবী, নিজদল সহ,
আসিবে এ বঙ্গে পুনঃ সহাস্য বদনে;
তবেত যবনে নাশি, তোমরা অচিরে,
মুছাবে কলঙ্করেখা, ঘুচাবে জঞ্জাল।

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

তৃতীয় কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

চলিনু সম্মুখ দেশে, মুনীন্দ্র পশ্চাতে,
ভাবিতে ভাবিতে যত অপূর্ব্ব ঘটনা,
উদিছে বিবিধ চিন্তা, মানস আকাশে
হতেছে ক্ষণেক থাকি, সবে অস্তমিত,
আবার নূতন চিন্তা—তিরোহিত পুন,
গগণ প্রদেশে, যথা নক্ষত্র কলাপ,
কেহ বা উদিত, কেহ হয় অস্তমিত ;
কিন্তু "এবে বঙ্গ লক্ষ্মী যবনের করে"
হেন মহাচিন্তা উদি, করিছে অদৃশ্য,
আর যত ক্ষুদ্রচিন্তা সময়ে সময়ে,
অরুণ উদয়ে যথা তারকা নিকর—
ক্ষীণতর জ্যোতি, হয় অদৃশ্য গগণে।
অস্তমিত হল পুন, প্রখর ভাস্কর,
আবার নক্ষত্র রাজি দিল সবে দেখা,
মানস গগণে মম কি আর কহিব।
এরূপ পর্য্যায় ক্রমে, মানস সাম্রাজ্যে,

আসিল যাইল কত, দিবস যামিনী,
নাহিক স্মরণ তার, এ জাগ্রত কালে।
দারুণ চিন্তার ঘোর কাটিল যখন,
কত ক্ষণে নাহি জানি, হেরিনু বিস্ময়ে,
এসেছি অজ্ঞাত সারে, নূতন প্রদেশে.
সকলি বিভিন্ন ভাব, দ্বাপর হইতে,
নিরখিনু তথা, নূতন সৌন্দর্য্য রাশি,
বিরাজিত অনুক্ষণ সে রম্য প্রদেশে:
দেখিনু কলুষ তরু ব্যাপি চতুর্থাংশ,
আছয়ে বিশুষ্ক প্রায় সে কানন অংশে,
তিন ভাগ পুণ্য তরু—দীর্ঘ কলেবর,
অসংখ্য পল্লব শাখা—ঘন পত্র যুত,
রেখেছে সকলে করি বন অধিকার।
না বাড়ে কলুষ তরু পুণ্য বৃক্ষতেজে,
পাপ তরুগণ শুষ্ক—সবে রসহীন,
সতত বিরল-পত্র—বিরল-প্রশাখ,
শোভাহর শীতঋতু আগমনে যথা,
বিশুষ্ক পাদপ বৃন্দ—যেন মৃতপ্রায়।
হেরিলাম নানা স্থানে, মহা যজ্ঞকুণ্ড,
কত আছে সেইঅংশে কেবা করে সংখ্যা।
শুনিলাম তথা কত, রাজচক্রবর্ত্তী—
রবি শশী কুল ভব, যতনে সমাধি,
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি মহা যজ্ঞ,

লভিয়াছে অনশ্বর পুণ্যের ভাণ্ডার,
যার বলে স্বর্গধামে, নিবসে সকলে,
এবে সুবিশদ সুখনীরে ভাসি সদা,
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি, করিয়া স্থাপন।
দেখিনু সমরক্ষেত্র রহিয়াছে কত,
যথা কত নব সিংহ, তুচ্ছি প্রাণধন,
স্বাধীনতা রত্ন তরে যুঝিযাছে কত।
হেরিনু বৃহদাকার মানব কঙ্কাল,
চতুর্গুণ পরিমিত আমাদের হতে,
সকলি অপূর্ব্ব ভাব নিরখিনু তথা।
না দেখি মৃণ্ময় পাত্র-চিহ্ন কোন স্থানে,
ভোজনে, বন্ধনে, পানে হয় ব্যবহৃত,
যেই সব পাত্র আদি সংসারে সর্ব্বদা,
সে সব নির্ম্মিত কিবা দুর্লভ বজতে;
আরো কত নব নব হেরিনু সে অংশে,
না আসে স্মরণ পথে এ জাগ্রত কালে,
শুনিনু তাপস মুখে সেই বন অংশ,
ত্রেতা অভিধানে খ্যাত, ত্রিভুবনে সদা।
হেন কালে হেরি এক নবীন যুবক—
যোগী বেশ—জটাধারী—বল্কল বসন,
যুঝিছে ভয়াল অতি, বীরদর্পে মাতি,
বিকট আকার এক নিশাচর সহ;—
কেশরী শাবক যেন ঘোর আস্ফালনে,

প্রমত্ত কুঞ্জর সনে, দ্বন্দিছে সরোষে।
এ হেন অসমদ্বন্দ্বী সম্মুখ সমরে,
না দেখি না শুনি কভু, হইনু বিস্মিত।
হইছে তুমুল রণ অতি ভয়ঙ্কর,
নিক্ষিপ্ত শায়ক জালে, শূন্য আচ্ছাদিত,
পদভরে ভূমিকম্প হতেছে সঘনে,
চটাপট চটাপট ঘোরতর শব্দ,
হতেছে সমর স্থলে, নাহিক বিরাম।
জ্বলিছে রাক্ষস রোষে সমর প্রাঙ্গণে,
ধরেছে নয়ন যুগ করঞ্জ বরণ,
ক্রোধাগ্নি অন্তর মাঝে হয়ে প্রজ্বলিত,
নেত্র পথে দীপ্তশিখা, বাহিরিছে যেন।
যুবকে ধরিয়া রক্ষ হুহুঙ্কার নাদে,
নিক্ষেপিতে ধরাতলে ধাইছে সবেগে
কভু বা কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খ, কোশা, কোশী,
আছিল সম্মুখে যাহা, করি তা গ্রহণ,
যুবক মস্তক লক্ষি, করিছে নিক্ষেপ।
নিরখি সে ভীম মূর্ত্তি—ভীম আস্ফালন,
কাঁপিল আতঙ্কে হিয়া থর থর থরে,
পলাতে উদ্যত হনু ত্যজি সেই স্থল,
হেনকালে হেরি সেই যুবক শায়কে,
সে রক্ষ ভূতলে পড়ি, পাইল পঞ্চত্ব।
জিজ্ঞাসিনু তাপসেন্দ্রে নিগূঢ় কারণ,

কহিলেন দেব, পরে বুঝিবে সকলি।
চলিনু আবার ধীরে তাপস সংহতি,
বিস্ময় পয়োধি নীরে হয়ে নিমগন;
কতক্ষণে হেরি সেই যুবক—বলীন্দ্র,
সেই পূর্ব্ব সাজে বসি, মিলিত নয়নে,
ঘোর তপস্যায় যেন নিমগ্ন অন্তর;
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তাঁর নারী চারিজন--
ভুবন মোহিনী যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী,
প্রকাশিছে হাব ভাব, হানিছে কটাক্ষ,
হরিতে কৌশলে সেই যুবকের মন.
কিন্তু সে নবীন যোগী—অটল অন্তর,
নাহি হয়ে বিচলিত, সে মোহন ভাবে,
দূরিল রমণীগণে, তিরস্কারি কত।
হেরি সে অটল চিত্ত হইনু অবাক,
হলাম অস্থির অতি, বুঝিতে রহস্য।
বুঝিবে সকল তত্ত্ব পাইনু উত্তর,
জিজ্ঞাসি তাপসে, পুন চলিনু পশ্চাতে
তার, সে কানন দেশে, চিন্তাকুল চিত্তে।
কতক্ষণ পরে এক সমর অঙ্গন,
উপনীত হল আসি আঁখি পথে মম।
হেরিনু তথায় সেই রাক্ষস—দুর্জ্জয়,
ঘন অন্তরালে থাকি, কভু বা ভূতলে,
সাজি বীর পূর্ণ সাজে, মাতি বীর রসে,

অগণন সেনাসহ—সবে স্থির নেত্র,
প্রতিবিম্ব হীন তনু, যুঝিছে ভয়াল।
যোধগণ মাঝে এক পুরুষ প্রবর,
আরোহি কুঞ্জর পরে, ভীম সিংহ নাদে
যুঝিছে তুমুল সেই নিশাচর সনে।
না হেরি, না শুনি, হেন ভয়াল সংগ্রাম,
অবনী ভিতরে কভু, সকলি অপূর্ব্ব।
ছুটিছে আকাশ পথে, ইষু শত শত,
উগরি অনল রাশি, ঝলকে ঝলকে।
জাঠা, জাঠী, শেল, শূল, মুষল, মুদগর,
পট্টিশ কৃপাণ আদি অস্ত্র শস্ত্র লয়ে,
যুঝিছে সেনানী বৃন্দ ঘোর কোলাহলে,
করিছে অরাতি দলে, অস্থির জর্জ্জর,
রথীন্দ্র রাক্ষস সিংহ সুতীক্ষ্ণ শায়কে।
বাজিল সংগ্রাম শেষে অতি ঘোর তর,
রাক্ষস পুরুষবরে, দোঁহে সম বলী,
কেহ কারে নারে রণে, করিতে পরাস্ত।
ছাড়িছে পুরুষমণি, সিংহ নাদ করি,
দারুণ কুলিশ রাশি রাক্ষস উপরে,
ছুটিছে বিজলী খেলি অম্বরে অশনি,
ধাঁধিছে নয়ন যুগ, উজ্জ্বল আভায়,
ভয়ঙ্কর নাদে কর্ণে লাগিতেছে তালা।
যুঝিছে রাক্ষসবর উন্মত্ত সমান,

আরোহি অম্বর দেশে, কভু রথোপরে,
ঘোর মেঘাম্বরে ঢাকি নিজ কলেবর।
একরূপ তুমুল রণ হতেছে সে স্থলে ;
ছুটিছে তরঙ্গ খেলি শোণিত প্রবাহ,
মুখে করি শত শত রথ, গজ, বাজী,
ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ, ছিন্ন কলেবর ;
হেন কালে দেখি সেই পুরুষ প্রবর,
রাক্ষস বিষম তেজে হয়ে জর জর,
সমরে পরাস্ত মানি, রক্ষিতে জীবন,
পলাইল ঊর্দ্ধদেশে, ত্যজি রণভূমি,
নিজ দলবল সহ—ব্যাকুল অন্তর।
পরম আনন্দে রক্ষ লাগিল দেখিতে,
হাসিল বিকট হাস্য দিয়া করতালি।

চলিনু চঞ্চল পদে তাপস আদেশে,
কতক্ষণে আনু এক নির্জ্জন প্রদেশে ;
হেরিনু তথায় এক দিব্য সরোবর,
তর তর ঢল ঢল নিরমল জলে।
চারিদিকে শোভে ঘাট—মণি বিনির্ম্মিত,
ঘাটের উপরি ভাগে দুই পার্শ্বদেশে,
বিরাজে বকুল শ্রেণী—কুসুমিত সবে,
বিস্তারি শীতল ছায়া সে রম্য প্রদেশে।
অরণ্য সুলভ ফলে—সরসী সলিলে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিনু স্নানান্তে দুজনে ;

উপবেশি তরুতলে, লভিনু বিশ্রাম ;
কতক্ষণ পরে দেব তাপসে সম্বোধি,
জিজ্ঞাসিনু কহ প্রভো ! করুণা বিতরি,
অদ্ভুত রহস্য যত, নিরখিনু হেথা।
অগণন সেনা সহ পুরুষ প্রধান,
যেই নিশাচরে রণে নারিল জিনিতে,
সেই রক্ষ কি না হত, বালক সমরে,
এ চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে ভুবনে ?
কহ দয়া করি অই নবীন তাপস,
কোন্ মহাকুলে জন্মি, করিল উজ্জ্বল,
আজি সেই মহাকুল, সাধি হেন কর্ম্ম ?
কেবা অই নিশাচর ? কেবা সে পুরুষ ?
কহি সবিশেষ, নাশ অজ্ঞান আঁধার।
উত্তরিলা দ্বিজোত্তম, মধুর বচনে,
শুন কহি গূঢ়তত্ত্ব নিরখিলে যাহা।
প্রথমে হেরেছ বাছা ! তুমুল সংগ্রাম,
বালক রাক্ষস সহ, আসিবার কালে ;
ভারত বিখ্যাত রবিকুল অবতংস,
নবীন যুবক অই লক্ষ্মণাভিধান—
সুমিত্রা গর্ভজরত্ন—দশরথাত্মজ ,
অগ্রজ শ্রীরাম চন্দ্র, জনক আদেশে,
অরণ্য নিবাসী এবে তাপসের বেশে,
দ্বিসপ্ত বরষ হেতু ; সঙ্গে দেবী সীতা—

পতি ভক্তি প্রতিরূপা যিনি এ ভূতলে,
কিশোর লক্ষ্মণ বলী—ভ্রাতৃ পরায়ণ।
রক্ষেন্দ্র রাবণ ভূপ—ত্রিভুবনেশ্বর,
বিস্তারি কৌশল জাল, পঞ্চবটী বনে,
রঘুকুল বধূ সীতা, হরি হৃষ্টমনে,
লয়ে যায় লঙ্কাধামে, তস্কর সমান;
বাধিয়াছে তাই এবে বিষম সমর,
রাক্ষস মানব সহ, এ কানন অংশে।
রাবণ আত্মজ অই রাক্ষস—দুর্জ্জয়,
দেখেছ যুঝিতে যাঁহে যুবক সংহতি,
মেঘনাদ নামে খ্যাত এ তিন ভুবনে,
দেবেশে সমরে জিনি, নাম ইন্দ্রজিত,
সেই রক্ষোবরে আজি, নাশিল সৌমিত্রী,
ধরে বীর পূত বেশে, পবিত্র অন্তরে,
নিকুম্ভিলা মহাযজ্ঞে, আছিলা দীক্ষিত,
হেরিয়াছ তার পরে, বীর কুলর্ষভ,
সৌমিত্রী তাপস বেশে ধ্যান—নিমগন,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তাঁর, নারী চতুষ্টয়,
করিছে বিবিধ রঙ্গ—অঙ্গ ভঙ্গি নানা,
নয়নের হাব ভাব—কাম উদ্দীপক,
টলাতে অচল সম, তাপস অন্তর।
সুষুপ্তি, রমণ-ইচ্ছা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নামে,
ভুবনে বিখ্যাত অই রমণী সকল;

তাদের অসীম শক্তি—অসীম প্রতাপ,
অনুভবে অনুক্ষণ অবনী নিবাসী।
বিশেষ রমণ-ইচ্ছা—মায়া অনুচরী,
পড়ি তার অনিবার্য্য কুহকের জালে,
কত শত মহাতপা ঋষি—মহামতি,
জলাঞ্জলি জপ, তপ, কঠোর সাধনা—
পরম আয়াস সাধ্য—দীর্ঘকাল লব্ধ,
ইষ্টসিদ্ধি পথ হতে, হয়েছে বিচ্যুত,
এ বিশ্ব সংসারে, চির জনমের মত।
অন্য পরে কিবা কথা, অরে যাদুমণি!
পাসরি শকতি দিব্য, তাহার কুহকে,
প্রমত্ত অমর বৃন্দ, ডুবিতে তাহায়।
কিন্তু দেখ কি শকতি, কি মানস-তেজ,
ধরেন সৌমিত্রী বলী, কিশোর বয়সে,
যার বলে অনায়াসে করেন বিমুখ,
এহেন রমণীগণে, নয়ন পলকে,
পাতি যারা নিজ নিজ ঘোর মায়াজাল,
লণ্ড ভণ্ড করে সব এ তিন ভুবনে।

সর্ব্ব শেষে দেখিয়াছ সেই রক্ষোবর,
ইন্দ্রজিত মেঘনাদ—রাবণ নন্দন,
অসংখ্য সেনানী নেতা পুরুষ সংহতি,
যুঝিছে সদর্পে, ঘোর বীর রসে ভাসি।
হেরিয়াছ আরো সেই সেনানী অসংখ্য—

ছায়াহীন কলেবর—স্থির নেত্র সবে ;
দেবরাজ ইন্দ্র অই পুরুষ প্রবর,
অমর তেত্রিশ কোটি, সেনা দল সহ,
যুঝিছে পরাণ পণে নাশিতে রাক্ষসে।
যে ইন্দ্র ভুবনজয়ী, নিজ ভুজবলে,
নিজ মানসিক বলে—মহা বজ্র যাঁর—
মহাবল বৃত্রাসুর পরাণ-নাশন,
সেই স্বর্গ অধিপতি সহ দেব-সেনা—
অজেয় ভুবনে—যার দিব্য তেজোরাশি,
কভু না সহিতে পারে নর নর লোকে,
পরাস্ত মানিল আজি রাক্ষস সমরে।
অমর সমর বিদ্যা—অমর কৌশল,
নর রণ ক্ষেত্রে আজি সকলি বিফল।
দেখিলে পলাল সবে হয়ে ছত্র ভঙ্গ ;
প্রফুল্ল রাবণ সুত বিমুখি বাসবে,
ইন্দ্রজিত বলি তাঁরে বাখানিল ধরা,
হইল উজ্জ্বল তর, লঙ্কার বদন।
নীরবিলা মহামতি এতেক কহিয়া,
রহিনু বিস্ময় ভরে হইয়া অবাক ;
কতক্ষণ পরে, দেব আরম্ভিলা পুন ;—
সত্য বটে যাদুমণি ! এ বড় কৌতুক ;
যে রক্ষ অমর ত্রাস—অমর বিজয়ী,
সমরে দেবেন্দ্রে জিনি, নাম ইন্দ্রজিত,

সে রক্ষ মানব-বণে, বালক সমরে,
পাইল নিধন অই :হবিলে স্বচক্ষে।
এবড আশ্চর্য্য বাছা! অনভিজ্ঞ কাছে
নিগূঢ তত্ত্বক্ষ্ণ কিন্তু অণু পরিমাণে,
না হয বিস্মিত হেন মুগ্ধকর কাণ্ডে।
অইযে বাক্ষস বাছা! নহেক সামান্য,
বাক্ষস পঙ্কজ রবি—বীব কুল সিংহ,
বিশেষ সে বক্ষ ঘোর তপোবলে বলী,
বিবিঞ্চি প্রসাদে সদা দুর্জ্জয় সমরে,
বিলাসী বাসব তারে পাবে কি নাশিতে?
এহেন দুর্দ্ধর্ষ রিপু—তপোবলে বলী,
বধিতে সে রক্ষে চাহি কঠোর সাধনা—
সমধিক তপোবল; যে বল প্রভাবে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য বসাতল আসে কর-তলে—
অসাধ্য সুসাধ্য হয় এ বিশ্ব সংসারে।
তবে যে লক্ষ্মণ দেব, কিশোব বযসে,
নাশিল অজেয় রক্ষে বিষম সংগ্রামে,
সে তাহাব তপোবলে জানিহ নিশ্চয়।
কত বর্ষ অনাহারী—নিদ্রা বিরহিত,
সর্ব্ব তেজ সংহারিণী রমণী দর্শন,
বিমুখ হইয়া দেব লক্ষ্মণ সুমতি,
কঠোর সাধনা মগ্ন অনন্য অন্তরে।
উপজিল মহাশক্তি সে তপ প্রভাবে,—
যার তেজে ভস্মীভূত হইল অচিরে,

দুরন্ত রাক্ষস সিংহ—ত্রিভুবন ত্রাস।
দেখাইলা রামানুজ জগতবাসীরে—
অসাধ্য সুসিদ্ধ হয় তপস্যা প্রভাবে,
জন্মে দিব্য মহাশক্তি ঘোর সংযমনে,
যাহার প্রতাপে যত অশিব নিকর,
জীবনের বর্ত্ম হতে হয় অন্তর্হিত।
স্থাপিলা সৌমিত্রী আজি এ ভারত বক্ষে
সংযমন কীর্ত্তিস্তম্ভ- সুদৃঢ় শরীর ;
যত দিন চন্দ্র তারা, দীপ্ত দিনমণি,
রহিবে অনন্ত বিশ্ব—মনুষ্য সমাজ,
ততদিন সেই স্তম্ভ রবে সম ভাবে,
হেরিবে ভক্তি মনে ধরণী নিবাসী,
সেই মহা কীর্ত্তি স্তম্ভ অনন্ত সময়।
পড়ি ঘোর অধঃপাতে পূজি সেই স্তম্ভ,
লভিবে নূতন বল, কত শত জাতি,
লভিবে পূরব সুখ—পূবর সম্পদ।
এতেক কহিয়া দ্বিজ হইলা নীরব,
ক্ষণকাল মৌন থাকি আরম্ভিলা পুন,—
তোমরা বাঙ্গালী—ঘোর বিলাস প্রমত্ত,
কোথা আছে তপোবল তোমাদের ঘরে ?
কোথা আছে সংযমন দিব্য মহা অস্ত্র,
ছেদিবে ইস্‌লাম কুল যাহার ক্ষেপণে ?
তোমরা তরল মতি, অসার পদার্থ,
এবিশ্ব মণ্ডল মাঝে, ভাবি দেখ বাছা।

কোন্ গুণে বিভূষিত তোমাদের মন?
কেবল দেখিতে পাই অশন বসন,
ইন্দ্রিয় সেবন আদি বিলাস সুভোগ্য
দ্রব্য উপভোগে সবে, হও সুপণ্ডিত।
ধিক্ বঙ্গবাসী গণে, ধিক শত শত!
কেবল বিলাস মত্ত, ক্ষণ কাল তরে,
মাতৃ ভূমি দুরবস্থা না চিন্তে কেহই।
দুরন্ত যবন কুল—নববলে বলী,
নব ধর্ম্মে সুদীক্ষিত—নব ধর্ম্ম অন্ধ,
নাশিতে তাদের চাই কঠোর সাধনা,
চাই মহা সংযমন,—চাই বিসর্জ্জন
ইন্দ্রিয় সেবন ইচ্ছা, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা,
যত দিন বঙ্গগৃহে রহিবে যবন।
শিখ অগ্রে একমনে লক্ষ্মণ সমীপে,
ঘোর সংযমন ব্রত, তপোবলে অগ্রে,
করহ সঞ্চয় শক্তি—বিপত্তি নাশিনী।
হও রে বাঙ্গালী সবে একৈক লক্ষ্মণ,
কঠোর তপস্যা বলে, মানস সংযোগে,
বঙ্গ ঘরে ঘরে অগ্রে, প্রতি জনে জনে।
তবে ত বিপত্তি মূল হইবে নির্ম্মূল,
তবে ত যবন ত্যজি বঙ্গ সিংহাসন,
পলাবে পরাণ লয়ে সিন্ধু নদ পারে।

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

তৃতীয় কাণ্ড ।

দ্বিতীয় সর্গ।

চলিনু দুজনে, পুন কানন ভিতরে,
অতিক্রমি নদ, নদী, কতই নগরী,
আছিল যে সব পূর্ব্বে, শোভার ভাণ্ডার,
কিন্তু কাল বশে, এবে বিগত যৌবন।
চলিনু কতই দোঁহে, দেখিতে দেখিতে,
পূর্ব্ব মহা কীর্ত্তি কত, কত দেশ রাজ্য—
সবে এবে ভগ্ন কায়, অনন্ত নিদ্রায়
সবে যেন অচেতন, পড়ি ধরাতলে।
কত স্থানে কত বন —নিবিড—দুর্গম
কতই প্রান্তর, কত সরোবর গড়,
শুনিনু, তথায় পূর্ব্বে, আছিল নগর—
অতুল ঐশ্বর্য্য পূর্ণ—কমলা আবাস,
কত স্থানে, আছে কত নৃপতি প্রাসাদ,
ভগ্ন অবশেষ মাত্র, রহিয়াছে পড়ি।
হেরিলাম স্থানে স্থানে, তাপস আশ্রম,
দেবর্ষি রাজর্ষি কত মহর্ষি তথায়,

সৃজিলেন নানা শাস্ত্র—উচ্চ ধর্ম্মনীতি-
—রাজনীতি— আয়ুর্ব্বেদ—দর্শন—সাহিত্য
অর্থনীতি—যুদ্ধনীতি—খগোল—গণিত,
অক্ষয় দ্রব্যাদি যত, নশ্বর জগতে।
এরূপ হেরিনু কত, সে কান্তার মাঝে,
স্মৃতির অতীত এবে, হয়েছে সে সব।
হেন কালে, দেখি, এক সুদৃশ্য নগরী,
অক্ষুণ্ণ শরীরে, আছে দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
অতিক্রমি, কত শত উগ্র ঝঞ্ঝাবাত,
অশনি পতন, কত প্লাবন—ভয়াল,
সংহর্ত্তা কালের অতি ভীষণ পীড়ন।
শুনিনু তাপস মুখে, কোন মহাজন,
বর্ষিয়াছে কীর্ত্তি সুধা, সে নগর পরে,
তাই তাহা, সমভাবে, আছে চির দিন,
অজর অমর হয়ে, এ ভারত বক্ষে।
সুবিশাল রাজ বর্ত্ম—প্রাসাদ সুন্দর,
রয়েছে কতই, তার সংখ্যা নাহি হয়।
স্থানে স্থানে উপবন, কুসুমিত তরু,
সুস্বাদু সরস ফল ধারী তরু দল,
সুবিশাল বক্ষে ধরি, করিছে বিরাজ।
কত শত সরোবর, আছে স্থানে স্থানে,
বিমল সলিল পূর্ণ—নীলিমাবরণ।
কমল, কুমুদ আদি, জলজ প্রসূন,

কেহ দিবা ভাগে, কেহ নিশি সমাগমে,
প্রস্ফুটি সরসী বক্ষে, সহাস্য বদনে,
ভূতলে স্বরগ শোভা, করিছে প্রকাশ।
মরাল, মরাল বধূ, সারস সারসী,
জলচর দ্বিজকুল, পরম আনন্দে,
সুমধুর কলরবে, করিতেছে কেলি।
মধুমত্ত মধুকর, থাকি থাকি কিবা,
পরম উল্লাস ভরে, গুন্ গুন্ স্বনে,
অপূর্ব্ব সরসী শোভা, করিছে কীর্ত্তন।
হেরিনু নগর প্রান্তে, প্রশস্ত প্রান্তর,
কচি কচি দূর্ব্বাদলে, সমাচ্ছন্ন তনু।
বিচরে তথায়, কত তৃণভুক্ পশু—
কুরঙ্গ, কুরঙ্গী, মেষ, তুরঙ্গ তুরঙ্গী,
রাসভ, রাসভী, ধেনু, মহিষ, মহিষী,
শাবক সহিত কেহ, প্রশান্ত প্রকৃতি।
নানা বিধ শস্য ক্ষেত্র—প্রকৃতি সুন্দর
ছবি—কমলা ভাণ্ডার—নাগরিক আশা,
বিস্তারি রেখেছে দেহ—হরিত বরণ।
আছয়ে আপণ শ্রেণী—অবারিত দ্বার,
কৃষিজাত, শিল্পজাত, পণ্য পরিপূর্ণ।
বিশাল বিপণী মাঝে, নাগরিক কত,
করিছে বিক্রয় ক্রয়, বিবিধ সামগ্রী—
দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, ফল, মূল, শস্য,

মাংস, মীন, মিষ্টান্নাদি, প্রযোজন মত।
নিবসে তথায, সুখে চাবিবর্ণ লোক—
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য, শূদ্র—বহুতব,
এক এক বর্ণ বসে, এক এক অংশে.
সুবযোগ্য আর্য্যভাব—আয্য বীতি নীতি,
আচাব ব্যভাব সব, হেবিনু তথাব।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া,
সামান্য শযন হতে, সমাপি যতনে,
প্রাতঃকৃত্য—প্রাতঃস্নান, প্রসূন চযন,
পূজা হোম, সন্ধ্যাআদি নিত্য কর্ম্ম যত,
ঘবে ঘবে, উচ্চৈঃ স্ববে, কবে বেদ পাঠ।
অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন,
দান, প্রতিগ্রহ এই ষড বিধ কর্ম্মে,
নিযুক্ত ভূদেব বৃন্দ, পবিত্র অন্তবে।
হিংসা, দ্বেষ বিবহিত—সবে অকপটী,
নগব মঙ্গল তরে, যত্নবান সদা।
সতত নির্জ্জনে থাকি, একান্ত অন্তবে,
নগরেব শুভাশুভ, কবি আলোচনা,
নির্দ্দেশ কবেন যত, অপূর্ব্ব বিধান—
ধর্ম্মনীতি—বাজনীতি আদি বহুনীতি।
নিবসে ক্ষত্রিয়কুল—বীব বসাশ্রিত,
সামবিক মহাবিদ্যা বিশারদ অতি,
নগব পরাণ-ধন—স্বাধীনতা মণি,

সংতে সশস্ত্র হয়ে, বক্ষে প্রাণপণে ,
ভূদেব নির্দ্দিষ্ট বিধি, অনুসারি সদা,
প্রকৃতি পালন ব্রত, ন্যায় দণ্ড ধরি।
সবাই অখল চিত্ত—দয়া পরায়ণ,
প্রফুল্ল হৃদয়, অতি সবল শরীর,
নগর মঙ্গলচিন্তা, সদা জাগে মনে ;
পর উপকার ব্রতী ; ক্ষত্রিয় সমাজে,
স্বার্থপর কেহ, নাহি মিলে কদাচন ,
পর শুভ, পর সুখ-জপতপ পর,
পরের ভাবনা ভাবি, উপজে যে সুখ,
আস্বাদে সে দিব্য সুখ, ক্ষত্রিয় মণ্ডলী।
নিযুক্ত বাণিজ্য, কৃষি কার্য্যে বৈশ্যকুল—
সাহস হৃদয়, সবে শ্রম পরায়ণ ,
নাহি মানে উগ্র বায়, প্রচণ্ড আতপ,
নাহি মানে, বরিষার অবিশ্রান্ত ধারা,
আহার নিদ্রার কাল, অনির্দ্দিষ্ট সদা ;
কেবল একান্ত মনে, দিবস যামিনী,
নগরী বিভব পন্থা, করিতেছে স্থির।
অতুল ঐশ্বর্য্য শালী, বৈশ্যকুল তথা ;
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কেহ, নহে ধন মত্ত,
সবাই উদার চেতা—অহমিকা-শূন্য,
সরল প্রকৃতি—আর্য্য ধর্ম্ম পরায়ণ।
নগরী মঙ্গল তরে, যখন যে ধন,

হয় প্রযোজন, তাহা, অকাতরে অতি,
বৈশ্যগণ করে দান, ক্ষত্রিয়ের করে।
সেবি তিন উচ্চ বর্ণে, ভকতি সংযোগে
সতত প্রফুল্ল চিত্ত, শূদ্র বহুতর।
শূদ্রগণ যেইরূপ, উচ্চ তিন বর্ণে,
পরম ভকতি যোগে, সেবে অবিরত,
সেইরূপ তিনবর্ণ, সমধিক স্নেহ,
প্রকাশেন শূদ্র প্রতি, সরল অন্তরে।
চারি বর্ণে পরস্পর, বড়ই পীরিতি,
কেহ কার হিংসা দ্বেষ নাহি করে কভু
সবাই একতা সূত্রে, জড়িত অন্তর।
দ্বিজ পল্লী মাঝে শোভি, চতুষ্পাঠী কত,
দ্বিজ সুতগণে করে, সুশিক্ষা প্রদান।
কত স্থানে, আছে কত ব্যায়াম অঙ্গন.
ক্ষত্রিয় যুবক যথা, অনন্য অন্তরে,
ব্যায়াম, আহবতত্ত্ব, শিখে মহোল্লাসে,
এরূপ কতই তথা, কবিনু দর্শন,
মনে আসে আসে, কিন্তু, না জানি কহিতে;
নিরখিনু শেষে এক বিশাল প্রাসাদ,
ধবল উপল খণ্ডে, সুচারু নিৰ্ম্মিত;
কি শিল্প-চাতুর্য্য মরি! কবিনু দর্শন.
না হেরি, ভারত ভিন্ন, অন্য কোন স্থানে.
কোথা লাগে, আয়োনিক, ডোরিক, আটিক,

প্রাচীন গ্রীসের, যত স্থন্দর প্রণালী,
এ ভারত উচ্চতম প্রণালী নিকটে ?
প্রাসাদ সম্মুখ দেশে, সিংহদ্বার এক,
দাঁড়ায়ে রয়েছে, সদা উন্নত মস্তকে ;
ফিরিছে প্রহরী বৃন্দ, তোরণ সম্মুখে,
পৃষ্ঠ দেশে, বিলম্বিত তূণ —ইশু পূর্ণ,
শরযুক্ত শরাসন, বিরাজিত সবো।
পশিনু সে দ্বার দেশে, তাপসের সনে,
বিস্তৃত প্রাঙ্গণদিয়া, চলিনু দুজনে ;
হেরিনু, উভয় পার্শ্বে, কত মৃগ শিশু,—
ময়ূর ময়ূরী সহ করিতেছে কেলি ।
দ্বিতীয় তোরণ দিয়া, দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে,
উপনীত হনু, আসি বিস্মিত অন্তরে ,
অতিক্রমি সে অঙ্গন, হেরিনু সম্মুখে,
অশেষ সৌন্দয্য পূর্ণ, রাজসভা এক—
যেন, দেবরাজ সভা, কোন দৈব বলে,
কিংবা মায়া বলে, এবে, ভূতলে আনীত।
সভা মধ্য স্থলে, শোভে, নৃপ সিংহাসন—
সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত মণি,
আদি করি স্থদুর্লভ মণি, বিরচিত ,
সুবর্ণ কেশরী চারি, রহি চারি কোণে,
মস্তকে ধরিয়া আছে, সে দিব্য আসন ।
হেরিনু পাদুকাদ্বয়, দারু বিনির্মিত,

সিংহাসন মধ্য স্থলে, করিছে বিরাজ;
হেরিনু, তাপস বেশে, যুবক দুজন,
সিংহাসন দুই পার্শ্বে, রহি দাঁড়াইয়া,
দিব্যরাজ ছত্রদণ্ড, কেহ আছে ধরি,
ঢুলাইছে কেহ যত্নে সুদৃশ্য চামর;
নিরখি এভাব, হনু বিস্ময় আপ্লুত।
কাহার পাদুকা? কেন এত সমাদর?
ভূপতি সমান পূজ্য, রাজাসনে কেন?
কেন বা যুবক দ্বয়, ধরি যোগী বেশ,
পূজিছে পাদুকা, কিছু নারিনু বুঝিতে।
এক দৃষ্টে, ঋষি প্রতি, রহিনু চাহিয়া।
　বাহিরিনু দুইজনে, কতক্ষণ পরে,
সে প্রাসাদ হতে, শেষে ত্যজিনু নগরী।
উপবেশি, তরুতলে, প্রান্তর মাঝারে,
জিজ্ঞাসিনু, তপোধনে নগর বৃত্তান্ত,
নৃপসিংহাসন পরে, পাদুকার কথা,
যোগীবেশ ধারী, দুই যুবক কাহিনী।
　উত্তরিলা দ্বিজোত্তম, ক্ষণ কাল চিন্তি,
কহিব অপূর্ব্ব কথা, শুন দিয়া মন;
শুনিলে অশিব রাশি, যাইবে চলিয়া,
ধরিবে নূতন বল, লভি দিব্য জ্ঞান।
অই যে নগরী বাছা! করিলে দর্শন,
নন্দীগ্রাম নামে, উহা বিখ্যাত ভারতে।

তথায় নিবসে এবে, রঘু কুল চূড়া
ভরত—উন্নত মতি—কৈকেয়ী নন্দন,
শত্রুঘ্ন—সুমিত্রা সুত, তাপসের বেশে,
পরম ধার্ম্মিক দোঁহে—দশরথাত্মজ,
ত্যজি মাতৃ ভূমি, ত্যজি কোশল সাম্রাজ্য।
পাদুকা বৃত্তান্ত বাছা। অসামান্য অতি,
শুনহ রহস্য তার কহিব সংক্ষেপে।
আছিল কোশল রাজ্যে, দশরথ নামে,
সূর্য্যবংশভব ভূপ—মহাগুণ ধাম,
কৌশল্যা, কৈকেয়ী, আর সুমিত্রাভিধানে,
প্রধান মহিষী তিন, আছিল তাঁহার,
কৌশল্যা নন্দন রাম—রঘু কুল ভূষা,
ভরত—কৈকেয়ী পুত্র—আত্ম সুখত্যাগী,
সুমিত্রা যমজ সুত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন—
ভ্রাতৃ অনুগামী সদা, ছায়ার সমান।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, ভ্রাতৃগণ মাঝে।
এক দিন দশরথ—রাজ চক্রবর্ত্তী,
ডাকিয়া অমাত্য বর্গে, করিলা মন্ত্রণা।
যুবরাজ রামচন্দ্র—সর্ব্বগুণাকর,
ক্ষত্র ধর্ম্ম পরায়ণ—প্রশান্ত প্রকৃতি,
রঘু কুল রাজ লক্ষ্মী দিয়া তাঁর করে,
মহা প্রস্থানের পূর্ব্বে—জীবনের শেষে,
পশি, বনাশ্রমে, গ্রহি, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম,

কুল আচরিত ধারা করিব পালন।
নৃপতি প্রস্তাবে সবে, হইলা সম্মত,
অযোধ্যার ঘরে ঘরে, ঘাটে, বাটে, মাঠে,
রটিল এ শুভবার্ত্তা, মুহূর্ত্ত ভিতরে।
প্রফুল্ল কোশলবাসী, শুনি সে বারতা,
মহোল্লাসে, মহোৎসবে, মাতিল অযোধ্যা।
সানন্দে ভূদেব কত, ছুটিল চৌদিকে,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, নিমন্ত্রণ হেতু।
নৃপতি কিঙ্কর যত, আনি ভারে ভারে,
পূরিছে ভাণ্ডার সব, নানাবিধ দ্রব্যে,।
নৃত্য গীত, বাদ্যোদ্যম সর্ব্ব নিকেতনে।
ভাসিল রাজান্তঃপুরী, আনন্দ সলিলে।
মন্থরা—কুটিল মতি, কৈকেয়ী সমীপে,
আসি, জানাইল, রাম-অভিষেক-বার্ত্তা,
তার কুমন্ত্রণা শুনি, মহিষী কৈকেয়ী,
প্রতিশ্রুত দুই বর, নৃপ কাছে লভি,
এক বরে, সাধিলেক রাম বনবাস,
আর বরে, শ্রীভরতে প্রদানি সাম্রাজ্য,
অতুল আনন্দ নীরে, হলেন মগন;
জনক আদেশে রাম, হন বনবাসী।
এদিকে কিঙ্কর বর্গ, ধায় নন্দী গ্রামে,
আনিতে ভরতে, শীঘ্র অযোধ্যাভবনে।
কোশল বারতা শুনি, ভরত সুমতি,

পড়িলা ধরণীতলে, হয়ে অচেতন,
পড়ে যথা তাল তরু, মহাবর করি।
কতক্ষণ পরে দেব, পাইল চেতনা,
ঝরিল অজস্র অশ্রু, কপোল বহিয়া।
অযোধ্যা ভবনে আসি, রাম অদর্শনে
হলেন রাঘব অনুসরণ প্রবৃত্ত।
কত দেশ, কত বন, কত স্রোতস্বতী,
অতিক্রমি, ভরদ্বাজ আশ্রমে আসিয়া,
হইলেন উপনীত, তুচ্ছি শ্রম ক্লেশ।
রাঘব দর্শন তথা, হইল ঘটন,
স্বরগ পাইলা করে নিরখি রাঘবে,
অতুল আনন্দ অশ্রু, লাগিল বহিতে।
উভয় অন্তর যবে, হইল সুস্থির,
রাঘব চরণে পড়ি, দিয়া গড়া গড়ি,
কাঁদিতে কাঁদিতে, দেব ভরত সুমতি,
করিলা অযোধ্যা প্রতি গমন প্রার্থনা।
ফিরাতে নারিল, কিন্তু রাঘবের মন।
না দেখি উপায, শেষে পবিত্র অন্তরে,
রাঘব-পাদুকা লয়ে, ফিরিলা ভরত,
নন্দীগ্রামে ; আসি তথা, রাজ সিংহাসনে,
স্থাপি সে পাদুকা—রাম-প্রতিনিধি সম,
ধরেন সাম্রাজ্য ভার, তাপসের বেশে,
স্বচক্ষে দেখিলে বাছা। সেই সভাতলে।

এতেক কহিয়া ঋষি, নীরবে রহিলা।
ক্ষণ পরে, মিষ্ট ভাষে, আরম্ভিলা পুন,—
দেখহ বিচারি বাছা। ভরত চরিত্র,
এমন নিঃস্বার্থ ভাব, মিলে কি সংসারে?
হেন আত্ম সুখ ত্যাগ—স্বর্গীয় সামগ্রী
সুবর্ণ ভারত ভিন্ন, মিলে কোন দেশে?
দেখ ভরতের কিবা, উচ্চতম ভাব,—
যে অযোধ্যা মহারাজ্য—অবনী ভূষণ,
ধরণী ভিতরে হেন, নাহি মিলে জুটি,
সে বিস্তৃত মহারাজ্য—অতুল ঐশ্বর্য,
অতুল প্রভুত্ব সহ, পেয়ে করতলে,
অনায়াসে ত্যজিলেন, কৈকেয়ী নন্দন।
যত দিন রামচন্দ্র—বল্কল বসন,
জটাজূট ধারী, হয়ে তাপসের বেশে,
বনে বনে ফিরিবেন, সহি বন ক্লেশ,
ততদিন, যোগী বেশে, রবেন ভরত,
তুচ্ছি রাজ্য সুখ যত—ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ।
দেখহ মধুর ভাব—সংসারের কার্য্য,—
প্রকৃতি শাসন—রাজ্য-রক্ষা, শম, দম,
আদি উচ্চ রাজনীতি, অনুমত কর্ম্মে,
সতত নিযুক্ত বীর, অনন্য অন্তরে,
অথচ ঐশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগ বিরাগী।
ভাবিলা কৈকেয়ী সুত, যখন রাঘব—

এক পিতৃ স্নেহে, সদা লালিত পালিত,
বিষম অরণ্য ক্লেশে, হয়ে অতি ক্লিষ্ট,
ভ্রমিছেন বনে লয়ে, জানকী লক্ষ্মণে,
কি বলি তখন, আমি হইব প্রমত্ত
অতুল ঐশ্বর্য্য সুখে—দিব্য রাজ ভোগে।
দেখহ উন্নত ভাব—দুর্লভ সংসারে,
পর ক্লেশ, পর দুঃখে, হয়ে সন্তাপিত,
আত্ম সুখে জলাঞ্জলি, দেয় কয়জন ?
আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন—স্বজাতি-পীরিতি,—
স্বর্গীয় অমূল্য নিধি—মহত্ত্ব নিদান,
না মিলে সংসার ধামে, বিনা সাধনায়।
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি, ভরত সুমতি,
ভারত ভিতরে আজি ; সভক্তি অন্তরে,
হেরিবে এ বিশ্ব-লোক, নিরবধি যাহা।
শিখিবে উঠিতে, কত অধোগত জাতি,
ভরতের পদচিহ্ন, ধরি দিবানিশি,
চলিতে চলিতে, ইহ জীবনের পথে,
আবার লভিবে সবে, পূরব সম্মান।
তোমরা বাঙ্গালী বাছা ! তোমাদের মাঝে,
মিলে কয় জন, বল, আত্ম সুখ ত্যাগী ?
মিলে কয় জন এই বঙ্গ নিকেতনে,
স্বর্গীয় স্বজাতি প্রেম রস সিক্ত মন ?
আত্ম-সুখ-অন্ধ তোরা, অরে যাদুমণি।

স্বজাতির দুঃখ ক্লেশ, স্বজাতি বিপত্তি,
তোরা কি ভাবিস কভু, দেখ দেখি ভাবি ?
সবাই আপন ভাবে, শশ ব্যস্ত সদা,
রাখিযাছে আত্মচিন্তা, করি অধিকার,
তোদের দুর্ব্বল মন ; না পারে পশিতে,
পর চিন্তা, তার মাঝে, ক্ষণকাল তরে।
রাজ্যভ্রষ্ট বঙ্গাধিপ, বনবাসী প্রায,
সহেন অশেষ ক্লেশ, ভ্রমি নানা স্থানে,
কিন্তু ভাবি দেখ দেখি, কিবা আচরণ,
তোদের এ হেন কালে—এঘোর দুর্যোগে ,
তোদের কর্ত্তব্য এই— ত্যজি আত্মসুখ—
রসি পর প্রেম রসে, একান্ত অন্তরে,
জাতীয গৌরব প্রদ, গুণ রাশি যত,
একে একে উপার্জ্জন, করহ সকলে।
যত দিন বাছা! বঙ্গ রাজ সিংহাসন
রহিবেক বঙ্গবাসে, আর্য্য ভূপ-শূন্য,
শিখ ভরতের কাছে, কঠোর সাধনে,
কিরূপে লভিতে হয় আত্ম সুখত্যাগ—
কি রূপে লভিতে হয়, স্বজাতি পীরিতি।
হও রে ভরত সবে, বঙ্গ নিকেতনে,
কঠোর তপস্যা বলে—মানস সংযোগে,
তবেত বিপত্তি রাশি, করিবে প্রস্থান,
তবেত এ বঙ্গ লক্ষ্মী, যবন হইতে,

উদ্ধারি অচিরে, লভি পূরব সম্পদ,
আনন্দ সলিলে, সবে হবে ভাসমান,
ঈর্ষ্যানেত্রে অরিকুল রহিবে চাহিয়া।

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

তৃতীয় কাণ্ড।

তৃতীয় সর্গ।

কতক্ষণে, তরুতল, ত্যজি দুই জন,
চলিনু আবার, সেই আরণ্য প্রদেশে
নীরবে—মন্থর পদে—সচিন্ত অন্তরে।
মানস আকাশে মম—চিন্তা ঘন রাজি
কেহ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ—কেহ শ্বেত কায়
কেহ বা ধূসর, কেহ বৃহদ আকার,
কেহ ক্ষুদ্র আয়তন—খণ্ড খণ্ড দেহ,
সুখ দিনমণি ঢাকি, উদি একে একে,
করিছে হৃদয় গৃহ, অন্ধকার ময়,
কখন বা রশ্মিহীন গোধূলী সমান,
আশা সমীরণ ভরে, সবে সঞ্চালিত।
নগর তোরণে এক, বহুদূর চলি,
উপনীত হইলাম, তাপসের সঙ্গে।
পশিনু নগরী মাঝে, হেরিনু বিস্ময়ে,
ভাসিছে নগরী, যেন আনন্দ সলিলে।
চারি দিকে ফিরিতেছে, নাগরিক জনে,
পরম উল্লাস ভরে, উন্মত্তের প্রায়।

আবাল বনিতা বৃদ্ধ, পরি নব বাস,
কুঙ্কুম চন্দন আদি, অঙ্গ রাগ মাখি,
পিপীলিকা শ্রেণী সম, রাজ বর্ত্ম দিয়া,
চলিছে আনন্দ ভরে, নগরী ভিতরে।
প্রমত্ত প্রমদাকুল, পরম উল্লাসে,
পরি দিব্য অলঙ্কার, আনন্দিত অতি।
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত, সুমধুর ভাবে,
দর্শন, শ্রবণ, মন, করিছে মোহিত।
সুমধুর বাদ্যোদ্যমে, পূর্ণ সে নগরী,
স্থানে স্থানে, রঙ্গভূমে ক্ষত্রিয় যুবক,
নিজ নিজ বীর পণ্যা, সমর কৌশল,
প্রকাশিছে মহোল্লাসে, যার যেই শিক্ষা।
সানন্দে দর্শক বৃন্দ, দিয়া হরিবোল,
মুহুর্মুহু সাধুবাদ, করিছে প্রকাশ।
হেরিলাম, প্রতি দ্বারে সুবর্ণ কলস—
রসাল পল্লব মুখ—নীর পরিপূর্ণ,
প্রথিত কদলীতলে, রয়েছে সজ্জিত।
সহকার পত্র সারি—সূত্র বিগ্রন্থিত,
বিবিধ ফুলের মালা—মঙ্গল সূচক,
দ্রব্য যত, শোভিতেছে প্রতি দ্বার দেশে।
আপণ বিপণি কত, আছে স্থানে স্থানে,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য। হেরি, নাহি কোন স্থানে,
হতেছে বিক্রয় ক্রয়—নাহি মিলে ক্রেতা,

যেন, সে নগরী ধরি,স্বর্গীয় মাধুরী,
ভাসিছে, বিশদ সুখ-সাগর উপরে ,
—যেন কোন মায়াবলে—কোন দেববলে,
দুঃখ, ক্লেশ, মনস্তাপ, শোক,—দুর্ব্বিষহ
আদি পার্থিব সামগ্রী যত, অন্তর্গত
এবে, সে নগরী হতে, চির দিন মত।
নগেন্দ্র-নন্দিনী এক, নদী—মন্দগতি,
চলিছে মন্থর পদে, ঢল ঢল ভাবে,
যেন নগরীর ভাবে, কিম্বা বুঝি নদী,
নগরী উৎসব ত্যজি, নাহি চায় যেতে
মন্থর গমন তাই, না চলে চরণ।
বহিছে মলয়ানিল, খেলিছে তরঙ্গ,
চলিছে নগেন্দ্র বালা, কুল কুল রবে,
মধুর সঙ্গীতে যেন, তটিনী হৃদয়
মোহিত, গলিত হয়ে, তুলিছে উচ্ছ্বাস।
নগরী সৌন্দর্য্য কিংবা করিতে দর্শন,
ধীরে ধীরে স্রোতস্বতী, তুলিছে মস্তক।
দেখিতে দেখিতে, ক্রমে উত্তরিনু আসি,
যথায় শোভিছে, এক বিশাল প্রাসাদ।
প্রাসাদ সম্মুখ, পার্শ্বে, যে দিক হেরিনু,
ফিরিছে, অসংখ্য লোক, সবে মহোল্লাসে।
বাজিছে মধুর বোলে, বিবিধ বাজনা,
অবিরল নহে কিন্তু, থাকিয়া থাকিয়া।

প্রাসাদ সম্মুখ পরে, উড়িছে পতাকা
পত পত স্বরে, যেন নগরীর সেই
সমারোহ, সবাকাছে ঘোষিছে উল্লাসে।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ,
পশিছে প্রাসাদ মাঝে, নাহি কার বাধা
আজি পশিতে তথায়—অবারিত দ্বার।
পশিনু, তাপস সনে প্রাসাদ ভিতরে,
হেরিনু, অঙ্গন ভূমি,—সুবিস্তৃত অতি,
হেন জনাকীর্ণ স্থান, না দেখি, না শুনি,
ভয়ঙ্কর কোলাহলে, না শুনিনু কিছু,
"দীয়তাং ভোজ্যতাং" মাত্র পশিল শ্রবণে।
ত্যজি সে প্রাঙ্গণ ভূমি, চঞ্চল চরণে,
চলিনু দ্বিজেন্দ্র সনে, সে প্রাসাদ মাঝে।
উপনীত হনু আসি, সভাতলে এক।
অপূর্ব্ব সে সভা-শোভা—মানস তোষণ,
উপবিষ্ট সভাতলে, মনোহর বেশে,
বিবিধ জাতীয় লোক, প্রফুল্ল অন্তরে।
নিরখিনু, কোন স্থানে, কত শত জন—
সবে দিব্য কান্তি যুত—সুস্থির নয়ন—
ছায়া শূন্য কলেবর—স্বর্গীয় সৌরভ-
পূর্ণ প্রশ্বাস, বিরাজে সে সভাতলে,
সবার মস্তক পরে, অর্দ্ধ বৃত্তাকারে,
কলিত স্বর্গীয় জ্যোতি, ধাঁধিয়া নয়ন।

কোন স্থানে, কতজন—শ্বেত শ্মশ্রু ধারী—
দীর্ঘনখ—জটাধারী—তেজঃপুঞ্জ তনু,
তাপসের বেশে, সবে করিছে বিরাজ।
কোন স্থানে, কত লোক—সজ্জিত সুন্দর,
সামরিক বেশধারী—সবল শরীর,
বীরের লক্ষণ যত, করি পরকাশ,
উপবিষ্ট এক এক, কেশরী সমান,
বিরাজে মস্তক দেশে, সুবর্ণ মুকুট,
বিবিধ অমূল্য মণি, খচিত সুন্দর।
ফিরিছে কিঙ্কর বর্গ—সুন্দর বসন,
ভক্তি ভাবে, সেবি, যত সমাগত জনে।
ভুর ভুর করিতেছে, সুগন্ধির বাস,
সবার অজ্ঞাত সারে, মৃদুল সমীর,
বিলাইয়া সেই বাস ক্লান্ত অতিশয়,
যেন তাই ভৃত্য গণ, সমীরণ ক্লান্তি,
তাল বৃন্ত সঞ্চালনে, করিতেছে দূর।
করিছে সভাস্থজনে, বিবিধ প্রসঙ্গ,
শুনিনু কতই কথা, কিন্তু নাহি মনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, ত্রিভুবন বাসী,
একত্রিত আজি, সেই দিব্য সভাতলে।
নিজ নিজ জগতের সৌন্দর্য্য নিচয়,
আনিয়াছে সঙ্গে করি, সভাস্থ সকলে,
রশ্মিহীন রবি কভু, উদে কি গগণে?

মানবের বুদ্ধি হারে, বুঝিতে সে শোভা,
ত্রিভুবন বিমিশ্রিত, না মিলে ধরায়,
সামান্য তপস্যা বলে, কি আর কহিব।
সামান্য রসনা মম, না জানে কহিতে।
এইরূপ মহোল্লাসে, ভাসিছে সে পুরী,
হেন কালে কি আশ্চর্য্য। করিনু দর্শন,
প্রবীণ স্থবীর এক—রাজ বেশ ধারী,
নবীন যুবক কর, করিয়া ধারণ,
উপনীত হল আসি, সেই সভাতলে।
ক্ষণেক নীরবে থাকি, আরম্ভিলা বৃদ্ধ :—
শুনহ, সভাস্থ জন! শুন পুরবাসী!
ভেবেছিনু, রাজ্য দিয়া, এই পুত্রবরে,
চরমে পরম পদ, পাইবার আশে,
আচরিব কুলধর্ম্ম, পশি বন স্থলে ;
কিন্তু এই সুত রত্নে, চৌদ্দ বর্ষ তরে,
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু, পাঠালাম বনে।
শুনি সে সভাস্থ জন, শুনি পুরবাসী,
বজ্রাহত সম, সবে রহিল নিস্তব্ধে।
শুনিনু বাহিরে আসি, তাপস সংহতি,
চারি দিকে কোলাহল—হাহাকার রব।
উঠিছে গগন ভেদি, ঘোর অন্দোলন,
শোক সন্তাপিত মনে, নগরী রূপসী,
ধূলি ধূসরিত কায় যায় গড়াগড়ি ;

বহিছে অজস্র ধারে, নয়ন সলিল।
ত্যজি সে নগরী দোঁহে, চলিনু ত্বরায়,
কতক্ষণে আসি সেই স্রোতস্বতী কূলে,
বসিনু অশ্বত্থ মূলে, হইয়া নীরব।
জিজ্ঞাসিনু ঋষিবরে, কহ গুণমণি।
কোথায় আনিলে এবে ? এ কোন নগরী ?
যেই বৃদ্ধ হেরি আহা ! নিজ পুত্রে বনে,
হরিষে বিষাদ আজি, করিল ঘটন,
কে সেই স্থবির ? কেবা অই পুত্রবর ?
নাশহ আঁধার দেব ! বিশেষিয়া কহি।
উত্তরিলা তাপসেন্দ্র, মৃদু মৃদু ভাষে,
মন দিয়া শুন বাছা। কহিব রহস্য,
নিরখিলে যাহা, আজি এ নগর মাঝে।
বিখ্যাত অযোধ্যাধাম—এ মহা নগরী,
সদা জাগে কীর্ত্তি যার, ভারত অন্তরে,
পবিত্র সলিলা সরযুর তীরস্থিত।
হেথায় নিবসে এবে, দশরথ ভূপ—
রঘুকুল অবতংস—ভূপাল কেশরী,
প্রতাপে তপন সম—বুদ্ধে বৃহস্পতি।
তাঁহার শাসন গুণে, প্রকৃতি নিকর,
সুখ পারাবার পরে, ভাসে নিরন্তর।
তাঁহার নন্দন চারি, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাম,
সেই রামে দিয়া রাজ্য এ বৃদ্ধ বয়সে,

পাশ বনাশ্রমে, গ্রহি, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম,
আচবি স্বকুলব্রত, জীবনেব অন্তে,
লভিতে অক্ষয় কীর্ত্তি, কবেন মনস্থ।
তাই এ নগবে আজি, এত মহোৎসব,
তাই এত বাদ্যোদ্যম, তাই নৃত্য গীত
অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ সভা, তাই বিরচিত,
যথা সমাগত শ্রেষ্ঠ ত্রিজগত বাসী,
দেবেন্দ্র বাসব, সেই সভা সমাগত,
প্রধান প্রধান যত অমব সহিত।
সমাগত সভাতলে, নাগেন্দ্র বাসকী,
নিমন্ত্রণ বক্ষা হেতু আত্ম জন সহ।
অপ্সব, কিন্নব, যক্ষ, চারণ, সন্ন্যাসী,
ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি কত, সশিষ্য মহর্ষি,
সবে সভাসীন বাছা। করেছ দর্শন।
নানা দেশ হতে, আসি কত নব মণি,
কবিছে বিবাজ, অই বম্য সভাতলে।
অঙ্গ, বঙ্গ, ব্রহ্ম, চীন, কলিঙ্গ, মিথিলা,
দ্রাবিড, সৌবাষ্ট্র, কাঞ্চি, কর্ণাট, উৎকল,
গান্ধাব, কাশ্মীব, সিন্ধু, পাবস্য, নেপাল,
আদি কবি, নানা দেশ হতে, নৃপ যত,
দেখিলে অযোধ্যা শোভা, কবিছে বর্দ্ধন।
সকলি ভাসিতে ছিল, আনন্দ সলিলে।
এদিকে রাজান্তঃপুবে, কেকযী মহিষী,

কিঙ্করী মন্থরামুখে, শুনি সে বারতা,
দাসী কুমন্ত্রণা জালে, হয়ে বিজড়িত,
ঘটাইল পরমাদ, সে উৎসব কালে।
মাগিল নৃপতি কাছে, পূর্ব্ব দুই বর,
প্রতিশ্রুত ছিলা ভূপ, কেকয়ী সমীপে,
পরম পীরিতি লভি, তাঁর শুশ্রূষায়।
রাঘবে পাঠাতে বনে এক বরে রাণী
মাগিলা আগ্রহে, অন্য বরে রাজ্য পাট,
করেন প্রার্থনা সতী, ভরতের তরে।
দেখহ বিচারি বাছা। কি অবস্থা প্রাপ্ত,
শুনি সে দারুণ বাণী, দশরথ আজি
সেই মহোৎসবে, যবে অযোধ্যা নগরী,
আনন্দ মন্দিরে পশি, ছিলা সুখ-মগ্ন,
বিষম উল্লাস ভরে, প্রমত্ত হইয়া।
এক দিকে, প্রাণাধিক পুত্র বন বাস,
অন্য দিকে, গুরুতর প্রতিজ্ঞা পালন,
এ উভয় মধ্যে পড়ি, ভূপাল কেশরী,
সহিলেন মানসিক, যে মহা যন্ত্রণা,
অনুভাবে দেখ তাহা, কল্পনা নয়নে।
পরাণ পুতুলি রাম, যাইবেন বনে,
ত্যজি আত্মজন সবে, কিশোর বয়সে,
ওহো কি বিষম চিন্তা—ঘোর বারিধর,
নৃপতি অন্তর আহা। করিল আচ্ছন্ন,

বর্ষিল নয়ন দিয়া, ঘোর তর ধাবা ;
বিষম অপত্য স্নেহ—স্বাভাবিক ধন,
কে পাবে ত্যজিতে, সত্য পালন আশয়ে,
দুর্লভ সংসার জয়ী, মহাজন ভিন্ন ?
পবিশেষে, সুত স্নেহ দিয়া বিসর্জ্জন,
প্রতিজ্ঞা পালন ধর্ম্ম, হন অনুগত,
নবসিংহ দশবথ—সত্য পবায়ণ।
দেখিয়াছ, সভাতলে, সবাব সম্মুখে,
সুতশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রে, প্রেরি মহারণ্যে,
ঘটাইলা মহোল্লাসে, নিবানন্দ ঘোব।
দেখহ বিচারি বাছা! ক্ষণকাল চিন্তি,
কেমন সুদৃঢ়মতি—সত্য পবায়ণ,
দশবথ নরপতি—বঘুকুল চূড়া।
অপত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রতিজ্ঞা পালন,
না জানে ভাবত ভিন্ন, অন্য কোন দেশ।
যে দৃষ্টান্ত অজাত্মজ, দেখালেন আজি,
এ ভারত স্মৃতি পটে, উজ্জ্বল বরণে,
রহিবে অঙ্কিত তাহা, অনন্ত সময়।
প্রতিজ্ঞা পালন ব্রত—স্বর্গীয় রতন,
কঠোব সাধনা বলে, আনি মর্ত্ত্যলোকে,
রাখিলেন দশরথ, ভারত ভাণ্ডাবে।
সে দিবা রতন বলে, ভারত সন্তান,
অনায়াসে সুদুস্তর বিপত্তি সাগর,

অতিক্রমি, সুখরাজ্যে, করিবে প্রয়াণ।
ক্ষণকাল চিন্তি দেব, আরম্ভিলা পুন,—
রাঘবে পাঠান বনে, নৃপ দশরথ,
স্ত্রৈণ বলি তাঁরে তাই, নিন্দে পুরবাসী।
প্রতিজ্ঞা পালনে নৃপ, পুত্রে দিয়া বন,
প্রকাশেন কি মহত্ত্ব—সংসার দুর্লভ,
সুত স্নেহ—স্বাভাবিক—নহে পরিত্যজ্য,
সতত সংসারী জন, সে স্নেহ অধীন,
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু, কিন্তু যে মহাত্মা
সেই অনিবার্য্য স্নেহে, দিয়া জলাঞ্জলি,
স্বভাব অতীত কার্য্য, করে সম্পাদন,
অসামান্য লোক তিনি—নরাকারে দেব।
সে মূঢ়, যে নিন্দে, হেন পুরুষ রতনে,
হেন অলৌকিক ক্রিয়া যে করে সাধন,
সেই অসামান্য বীর—বীরকুল চূড়া;
সে অতি পাষণ্ড, যেই নিন্দে হেন জনে।
　এতেক কহিয়া দেব, হইলা নীরব,
ক্ষণপরে, মৃদুস্বরে, আরম্ভিলা পুন,—
প্রতিজ্ঞা পালন ধর্ম্ম—অমূল্য রতন,
কোথা আছে বঙ্গ ঘরে, দেখহ বিচারি?
তোমরা তরল মতি—অপদার্থ জীব,
করহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, কথায় কথায়।
হওরে সুদৃঢ় চিত্ত—সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

কিরূপে করিতে হয়, প্রতিজ্ঞা পালন,
জলাঞ্জলি আত্ম সুখ—আত্মসুখ চিন্তা,
শিখহ যতনে অগ্রে, দশরথ কাছে।
করহ প্রতিজ্ঞা সবে, সুদৃঢ় অন্তরে,
শিখিতে, গৌরব প্রদ গুণ আছে যত,
দুঃখাকর আশু সুখে, দিয়া বিসর্জ্জন।
আবাল, বনিতা, বৃদ্ধ, বঙ্গ ঘরে ঘরে,
হওরে অচিরে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সকলে,
নাশিতে যবন কুল—লভিতে সম্পদ,
মহামতি অজ সুতে, করিয়া আদর্শ।
যবন প্রদত্ত পদ—যবন প্রসাদ,
জলাঞ্জলি, কর সেই প্রতিজ্ঞা পালন।
দুঃসাধ্য সাধনে, চাই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা।
প্রতিজ্ঞা বিহনে কিছু, হয় কি সাধন?
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলে, লভি দিব্য গুণ,
করহ বজায় সবে, পূরব গৌরব,
উদ্ধারি পরাণ পণে, বঙ্গ-রাজলক্ষ্মী।

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

তৃতীয় কাণ্ড।

চতুর্থ সর্গ।

ত্যজি সে সরযূতীর, ত্যজি সে অযোধ্যা,
চলিনু কানন পথে, দ্বিজেন্দ্র সংহতি,
ভাবিতে ভাবিতে, পূজ্য ঋষি গুণ রাশি,
আলোচিনু, যত তার, দিব্য উপদেশ,
বহিল, প্রখর তর ভক্তি স্রোতঃ মম,
ভাবিনু, এহেন জ্ঞানী, অভিজ্ঞ পুরুষ,
নাহিলে ভারত ভিন্ন, অন্য কোন দেশে —
প্রাচীন রোমক, গ্রীক, নব্য য়ুরোপীয়,
কিংবা আধুনিক জাতি, নব ধরা মাঝে,
দেখিনু যে জাতি প্রতি—করিনু তুলনা,
এমন পুরুষ সম —নর শুভাকাঙ্ক্ষী,
না মিলিল না হেরিনু, কোন জাতি মাঝে
বুঝিলাম, অবহেলি হেন নর রত্নে,
ভারতের এ দুর্গতি—যবন ভারতে।
বঙ্গ নিকেতনে গিয়া, করিলাম স্থির,
কহিব স্বজাতি জনে—যবন দলিত,

অভিজ্ঞ তাপস বাণী—গুণরাশি তাঁর ;
শিখাব যতনে, তাঁর দিব্য উপদেশ,
শিখাব অবণ্যে, যাহা করিনু দর্শন,
যবন পীড়িত যত ভ্রাতৃগণে ডাকি।
যদ্যপি না শুনে কেহ, এ দীন বচন,
বঙ্গের চরণ ধরি, কহিব সে কথা,
ঘোষিব তাপস বাক্য, গিয়া ঘরে ঘরে,
এ রূপ কতই চিন্তা, কত সাধ মনে,
উপজিল, ভুলিয়াছি, এ জাগ্রত কালে।
হেন কালে, হেরি এক তাপস আশ্রম,—
শান্তি নিকেতন, যেন স্বরগ ভূতলে।
এহেন মনোজ্ঞ স্থান, এছার জীবনে,
দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, কভু।
নিরখিনু চারি দিকে, দিব্য তরুদল,
কেহ ফুলে, কেহ ফলে, সুশোভিত অতি,
বিবিধ বিহঙ্গ কুল, পরম আনন্দে,
সুস্বাদ সুপক্ক ফল, করিয়া ভক্ষণ,
বর্ষিছে পীযূষ রাশি, সুমধুর গীতে,
তান লয় শূন্য, কিন্তু শ্রবণ মধুর।
নিরখি, বিহগ বর্গ, মজিল অন্তর।
প্রকৃতি ফলিত বর্ণ, পারে কি ফলাতে,
সামান্য কল্পনা পাত্রে, ক্ষুদ্র নর বুদ্ধি ?
পারে কি কহিতে ক্ষুদ্র মানব রসনা ?

হেরিলাম, কোন দ্বিজ,—দীপ্ত শ্বেত তনু,
তুষার মণ্ডিত,—কিংবা রজত নির্ম্মিত,
যেন, পাখী, মাখি অঙ্গে, বিভূতি লেপন,
তাপসের অঙ্গ রাগ—বিলাস শূন্যতা,
আশ্রম দর্শক জনে, করিছে প্রচার।
কোন দ্বিজ, লালদেহ, পরি রক্ত বাস,
তাপস লক্ষণ, যেন করিছে প্রকাশ,
আশ্রম পাদপ শাখে, হয়ে উপবিষ্ট।
কোন পাখী, কৃষ্ণতনু—বঙ্কিম নয়ন,
কেহ পীত কায়, কেহ হরিত শরীর,
কেহ দিব্য শ্বেতকণ্ঠ, কেহ পীত গ্রীব,
পীত বক্ষ, শ্বেত পক্ষ, রক্তপুচ্ছ আদি,
কত বিহঙ্গম, তথা করিছে বিরাজ,
না পারি কহিতে সব, না জানি কহিতে।
ফুল দলে, অলিদল, মৃদুল সমীর,
ফিরিতেছে, অনুক্ষণ, পরম আনন্দে।
নানা জাতি, বন লতা—মোহন মূরতি,
মনোজ্ঞ ভূষণ পরি, মাখি দিব্য গন্ধ,
করিছে পাদপ বরে, প্রেম আলিঙ্গন।
উপবিষ্ট, তরু শাখে, শাখা মৃগকুল,
আস্বাদি সুরস ফল, সরস অন্তর।
কোন স্থানে, শিখীকুল, মেলি দিব্য পুচ্ছ,
কাঁপাইয়া ঘন ঘন করিতেছে কেলি।

পুচ্ছ বিকম্পন ভব—মধুর নিক্কণে,
শ্রবণ কুহব তৃপ্ত—অন্তর-মোহিত।
স্থানে স্থানে, তরুতলে, কুবঙ্গ, কুবঙ্গী,
কৃষ্ণসাব, গাভী, বৃষ, মহিষ, মহিষী,
আদি চতুগর্ভ পশু, একত্রে শুইযা,
কবিছে বোমন্থ সবে, নিমিলিত নেত্রে।
কেশবী, তবক্ষু, ব্যাঘ্র আদি নানা জাতি;
শ্বাপদ—আমিষ ভোজী—হিংস্রপশুযত,
তৃণভুক, পশু গাত্রে, বাখি শিবোদেশ,
নিদ্রা অচেতন, ভুলি নিজ নিজ ধর্ম্ম।
আরে, কুরঙ্গ শিশু, খেলিতেছে বঙ্গে,
কেশবী শাবক সহ, লাফাযে ঝাঁপাযে।
কোথাও, পল্বলে পড়ি, ববাহ, মহিষ,
গাত্রে গাত্র, হেলাইযা, ঘোব নিদ্রাগত।
নিকটে তটিনী এক—ক্ষীণ কলেবব,
প্রবহি, আশ্রম দিযা, মন্থব গমনে,
যোগাইছে, নিত্য নিত্য, নিবমল বাবি,
আশ্রম বাসীবে ডাকি, কুল কুল ববে।
সাবস সাবসী, হংস, জলচব দ্বিজ,
হবিষে তটিনী বক্ষে, দিতেছে সাঁতাব।
স্থানে স্থানে, আছে কত, মহাযজ্ঞ বেদী,
রয়েছে সমিধ কাশ, পূজার সামগ্রী।
হেনকালে দেখি, এক ঋষি—শান্ত মূর্ত্তি,

নাভি বিলম্বিত শ্মশ্রু—রজত বরণ,
তেজঃ পুঞ্জ কলেবর—বল্কল বসন,
কৃষ্ণ সার চর্ম্ম জাত, উপবীত ধারী,
অজিন আসনে, বসি মিলিত নয়নে,
নীরবে সুস্থির ভাবে, ধ্যান নিমগন।
সহসা শুনিনু, ঘোর কোলাহল শব্দ,
চলিনু, ভূদের সহ, স্বর লক্ষ্য করি,
হেরিনু, ভূপাল এক, সেনাদল সহ,
ঊর্দ্ধ শ্বাসে, পলাইছে, সে অরণ্য মাঝে।
ধাইছে পশ্চাতে তাঁর, অন্য এক সেনা,
বীর দর্পে, আস্ফালনে, মার মার রবে।
নিরখিনু ধেনু এক— হৃষ্ট পুষ্ট দেহ,
আসিছে আশ্রম দিকে, মন্থর গমনে।
নিগূঢ় রহস্য কিছু, নারিনু বুঝিতে।
জিজ্ঞাসি, তাপস বরে, পাইনু উত্তর—
বুঝিবে সকল তত্ত্ব, উপযুক্ত কালে,
চলিনু আবার, সেই অরণ্য প্রদেশে।
কতই চলিনু, কত দেখিনু সে বনে,
ক্রমে নিরখিনু, এক দিব্য স্রোতস্বতী,—
প্রসন্ন সলিলা—দিব্য রজত বরণী।
তার তীরে, দেখি, সেই পরাজিত ভূপ,
উপবিষ্ট, স্থিরভাবে, মুদি দুনয়ন,
স্পন্দহীন কলেবর—অচেতন সম,

বসি যেন কৃত্তিবাস—ধ্যান নিমগন।
শরীর বরণ তাঁর, করি দরশন,
ক্ষত্রিয় বলিয়া তারে, হইল বিশ্বাস ;
হেন কালে, কি আশ্চর্য্য ! সেই ক্ষত্রজন,
ধরিল ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেখিতে দেখিতে ;
বিনিঃসৃল ব্রহ্মতেজঃ প্রতি লোম কূপে,
ব্রহ্মতেজে, চারি দিক, হইল ভাস্বর।
নদী তীর হতে, উঠি, সেই মহাজন,
কোথায় গেলেন চলি, পরম উল্লাসে ;
হেরি সে অপূর্ব্ব কাণ্ড হইনু বিস্মিত।
না চলে চরণ আর, বসিনু তথায়,
রহিনু অবাক হয়ে, নিস্পন্দ শরীরে,
জ্ঞানধন তপোধন, মুখ পানে চাহি।

কতক্ষণ পরে দেব, সম্বোধি আমায়,
কহিলেন, প্রিয়তম ! শুন দিয়া মন,
কহিব রহস্য যত, নিরখিলে যাহা,
অজ্ঞান তিমির রাশি, করিবে প্রস্থান,
শুনিলে সে কথা,—চির অমৃত সমান।
প্রথমে হেরেছ, এক তাপস আশ্রম,
হেরেছ তথায় নর—নৃপ-বেশ-ধারী,
পলাইতে ঊর্দ্ধ শ্বাসে, দল বল সহ ;
দেখেছ তাপস এক, দেখিয়াছ ধেনু ;
এ সবার তত্ত্ব বাছা! করহ শ্রবণ।

বশিষ্ঠ আখ্যাযে ঋষি,—ভাবত বিখ্যাত,
—ত্রিকালজ্ঞ তপোধন—যোগবলে বলী,
তাহাবি আশ্রম অই, কবিলে দর্শন।
যে ভূপ পলান, সেই সেনাদল সহ,
তিনি বিশ্বামিত্র—সূর্য্যবংশ অবতংস,
বশিষ্ঠ আশ্রম বনে, মৃগয়া কাবণ,
উপনীত হন আসি, সেনাদল সহ।
দিবা অবসানে যবে, যামিনী সঞ্চাবে,
সৈন্য সহ নবপতি, বশিষ্ঠ আশ্রমে,
হলেন অতিথি হযে নিরুপায অতি।
সাদবে বশিষ্ঠ দেব, সম্ভাষি ভূপালে,
পাদ্য অর্ঘ্যে কবিলেন, অতিথি সংকাব।
আছিল নন্দিনী নামে, কামধেনু এক—
স্বর্গীয সুবভী সুতা, সে আশ্রম দেশে,
তাঁব কৃপা বলে ঋষি, সমাগত নৃপে,
তুষিলেন সেনাসহ, নানাবিধ খাদ্যে—
চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয—বসনা-বঞ্জন,
—সুধা-স্বাদ,—পুষ্টিকব—সুপাচ্য সুন্দব।
নন্দিনী কৃপায মুনি, অভ্যাগত জনে,
সুখদ শযন দিয়া, পবিতৃপ্ত মন।
লভিলা পবম প্রীতি, বিশ্বামিত্র ভূপ;
লভিলা পবম প্রীতি, সেনাদল যত।
উতবি সুষুপ্তি দেবী, নন্দিনী আদেশে,

সস্নেহে সবারে, দিল নিজ অঙ্কে স্থান ;
সুখের শয়নে, শেষে প্রভাতিল নিশি।
কিন্তু বিশ্বামিত্র হেরি, নন্দিনীর কার্য্য—
নন্দিনীর অসামান্য স্বর্গীয় শকতি,
বিষম বিস্ময় বসে, হলেন আপ্লুত।
প্রভাতে বশিষ্ঠ দেবে, বন্দি ভক্তি ভাবে,
মাগিলা নন্দিনী ভিক্ষা, নৃপ বিশ্বামিত্র।
কিন্তু ঋষি কোনমতে, ত্যজিতে নন্দিনী-
শিবদাত্রী—দিয়া তেজঃ, না হন সম্মত।
শেষে নৃপ মহারোষে, ডাকি সেনাদলে,
আদেশিলা বল সহ, হরিতে নন্দিনী।
ধাইল অসংখ্য সেনা, ধাইল সামন্ত,
পালিতে নৃপাল-আজ্ঞা, বীর দর্পে মাতি।
বশিষ্ঠ-প্রসন্না ধেনু, দেখি রাজ সেনা,
অজেয় স্বর্গীয় সেনা, সৃজিলা কটাক্ষে,
অবিলম্বে বিশ্বামিত্রে, দল বল সহ,
নন্দিনী সৃজিত সেনা, করিল পরাস্ত ;
পলাল অবনী নাথ, দেখেছ স্বচক্ষে।
এত কহি দ্বিজবর, হইলা নীরব,
ক্ষণকাল চিন্তি দেব, আরম্ভিলা পুন ;—
এই রূপে বিশ্বামিত্র—ভূপাল কেশরী,
বিফল প্রযত্ন হয়ে, বুঝিলেন সার,
ব্রহ্ম তেজঃ, ব্রহ্ম বল, মানস-শকতি,

কঠোর তপস্যা-বল, সর্ব্ব বল শ্রেষ্ঠ।
বাঞ্ছিলা ভূপতি, হতে নব-দেব দ্বিজ—
মানসিক বলে বলী, কঠোর সাধনে।
তাই এবে বিশ্বামিত্র, তপ পরায়ণ,
করিলে দর্শন, অই স্রোতস্বতী তীরে।
তপস্যা প্রভাবে অই দেখিলে স্বচক্ষে,
ক্ষত্রিয় হইয়া আজি, হলেন ব্রাহ্মণ।
হেরিলে, আনন্দে, তাই নৃপ বিশ্বামিত্র,
চলিলা অভীষ্ট দেশে, লভি ব্রাহ্মণত্ব।
বাধা দিয়া, তাপসেন্দ্রে, কহিনু তখন,
বিশ্বামিত্র নরপতি—ক্ষত্রকুলভব,
না বুঝি কেমনে, তিনি হলেন ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ হয়, অসম্ভব কথা,
সামান্য বুদ্ধিতে দেব! না পারি বুঝিতে,
দয়া করি, গুণ ধাম। দেহ বুঝাইয়া।
অজ্ঞান তিমির রাশি, নাশহ ত্বরায়,
জ্ঞানালোক জ্বালি, এই সামান্য মানসে।
উত্তরিলা দ্বিজমণি, সস্মিত আননে,
শুন সে রহস্য বাছা। কহিব তোমারে।
মানস স্বভাব ক্রমে, সৃষ্ট চারি বর্ণ—
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র—বহুতর।
ব্রহ্ম ভাব, ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের,—ক্ষত্র,
বৈশ্য, শূদ্র, ভাব গ্রস্ত বৈশ্য, শূদ্র জনে।

অত্যুন্নত মন যাঁর, তিনি ত ব্রাহ্মণ,
যাহার হৃদয়ে জ্বলি, জ্ঞান মহানিধি,
জটিল প্রকৃতি তত্ত্ব, করে আলোকিত।
তন্ত্রোক্ত মকার মন্ত্র—দিব্য ভাবাশ্রিত,
বুঝি সে মহাত্মা করে, অসাধ্য সাধন।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, ত্রিকাল ঘটনা,
দিব্য জ্ঞান বলে, তার করতলে সদা।
কভু জ্ঞান বলে, সেই মানব কেশরী,
আরোহি, আকাশ দেশে, করে বিনির্ণয়,
জ্যোতিষ্ক উদয় অস্ত,—জ্যোতিষের রত্ন,
রাশি চক্র, রবি শশী গ্রহণ সময়,
শশাঙ্ক অবস্থা ভেদে, বেলার লক্ষণ।
কভু মহানন্দে, পশি প্রকৃতি মন্দিরে,
শারীর-বিধান শাস্ত্র—আময় নিদান,
করে উদ্ভাবন, ভেদি, জ্ঞান অসি দিয়া,
জান্তব ঔদ্ভিজ্জে আর ধাতব রহস্য।
কভু সামরিক বিদ্যা, কভু রাজ নীতি,
ধর্ম্মনীতি, লোক যাত্রা বিধান—অপূর্ব্ব,
কভু কৃষি, চারু কারু, বাণিজ্য বিধান,
দিব্য জ্ঞানবলে করে, নির্দ্ধারণ সদা।
কভু বা ব্রহ্মাণ্ডমূল—অনাদি কারণ,
জ্ঞানের প্রভাবে স্থির, করে নরসিংহ।
অতি অনুন্নত যেই, সেই জন শূদ্র,

অজ্ঞান তিমিরে, যার অন্তর আচ্ছন্ন,
অন্ধ কূপে, মন যার, বহে নিরবধি,
ব্রাহ্মণ সমীপে, সেই নতশির সদা।
চারি বর্ণ মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সর্ব্বথা।
ক্ষত্রিয় শারীর বল—পাশব শকতি,
পারে কভু বিমুখিতে, মানসিক বলে?
তাই বিশ্বামিত্র আজি, বশিষ্ঠ সমীপে,
মানিলা পরাস্ত বাছা। করিলে দর্শন।
জন্মাইলা, তপোধন জ্ঞান-যোগ বলে,
নৃপতি দর্শন ভ্রম; তাই নৃপবর,
করিলা দর্শন, যেন অসংখ্য সেনানী,
নাশিতেছে, সেনা তাঁর, ঘোর সিংহ নাদে;
সভয়ে নৃপতি, তাই সমর বিমুখ।
কিন্তু হীন বর্ণাশ্রিত, মানব সকল,
কঠোর তপস্যাবলে, যতন আয়াসে,
দুর্লভ মানস শক্তি—উচ্চবর্ণ ভাব,
লভিতে সমর্থ হয়, কহিলাম সার,
প্রকৃতি নিয়ম এই, বুঝহ সন্ধান।
দেখহ বিচারি, তবে নৃপ বিশ্বামিত্র,
কেন না সমর্থ হবে, কঠোর সাধনে,
লভিতে দুর্লভ মণি—দিব্য ব্রাহ্মণত্ব,
লভিতে যে মহারত্ন, এ ভারত মাঝে,
ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র সদা সম অধিকারী।

অধস্তন বর্ণ সবে, ঘোর তপস্যায়,
অত্যুচ্চ ব্রাহ্মণ বর্ণ, হতে পাবে সদা,
অমূল্য দৃষ্টান্ত এই, রাখি এ ভারতে,
স্থাপিলা যে কীর্ত্তিস্তম্ভ, বিশ্বা মত্র আজি,
পথভ্রান্ত পান্থ, ইহ জীবন সাগরে,
নির্ভযে পাইবে কূল, নিব খ সে স্তম্ভ।
কঠোর সাধনাবলে, যেই কোন বর্ণ,
ব্রাহ্মা হইতে পাবে, লভি ব্রাহ্মণত্ব,
পথ প্রদর্শক তার, নৃপ বিশ্বামিত্র।
তাই ধরাতলে, তাঁর এতই গৌরব—
এতই মহিমা, তাই তিনি সমভাবে,
জাগেন ভারত মনে, চির দিন বাছা।
যেই ব্রাহ্মণের, এত মহিমা কীর্ত্তন,
করেন ভারত সদা, সহস্র বদনে,
সেই ব্রাহ্মণের পদে, ঘোর তপস্যায়,
উঠিতে সমর্থ হয, যেই হচ্ছে মনে,
দেখাইলা বিশ্বামিত্র, ভারত বাসীরে।
তোমরা বাঙ্গালি কুল—আর্য্যকুল ভব,
আর্য্য হযে হইয়াছ অনায্য সমান,
নিজ নিজ কর্ম্মদোষে, কহিনু নিশ্চয।
হারায়েছ সুদুর্লভ আর্য্যের ধরম,
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য এই উচ্চ আর্য্য ভাব,
তিরোহিত, এককালে, বঙ্গ হতে এবে।

অতুল ক্ষত্রিয় তেজ, কোথা বঙ্গ ঘরে ?
কোথা বা বৈশ্যের ভাব, দেখহ বিচারি ?
ব্রহ্ম ভাব যুক্ত নর, মিলে কি খুঁজিয়া,
এই বঙ্গ নিকেতনে, বুঝ অনুভাবে ?
ব্রাহ্মণ লক্ষণ—বাহ্য, আছে বিদ্যমান,—
আছে সেই দীর্ঘ শিখা—সেই উপবীত,
ললাটে ত্রিপুণ্ড্র রেখা, সেই পূর্ব্ব মত.
সেই প্রাত স্নান, সেই প্রসূন চয়ন,
সেই মন্ত্র উচ্চারণ—অর্থ বোধ শূন্য :
আছে সেই নিরামিষ, হবিষ্যান্ন ভোগ
কিন্তু পূর্ব্ব মানসিক শকতি কোথায় ?
ব্রাহ্মণ অন্তর মাঝে, পশহ বারেক,
দেখিবে তথায়, ঘোর অজ্ঞান তিমির
সতত আচ্ছাদি তাহা, করিছে বিরাজ,
দেখিবে স্বর্গীয় গুণ, তিরোহিত এবে ,
দেখিবে তথায় এবে, স্ব অর্থপরতা,
হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা আদি লঘু ভাব যত।
নিরখি এ সব বাছা! বিদরে হৃদয়।
সকলি অনার্য্য ভাব, বঙ্গ ঘরে ঘরে,
অনুন্নত শূদ্র ভাব, বঙ্গ কর্ম্ম দোষে,
করেছে বিনষ্ট সব, সদর্পে প্রবেশি !
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য তিন উচ্চভাব ভিন্ন,
সুসভ্য সমাজ, নাহি চলে এক দিন ;

প্রকৃতি নিয়ম এই, প্রকৃতি—ধরম।
সে সব স্বর্গীয় ভাব, বঙ্গ ভাগ্য দোষে,
বঙ্গ গৃহ হতে এবে, করেছে প্রস্থান,
তাই বঙ্গে যাদুমণি! যবন উদয়।
তাই মহম্মদ শিষ্য, করিল গ্রহণ,
স্বরগ সম্ভূত, উচ্চ ত্রিভাব আসন।
থাকিলে সে দিব্য ভাব, বঙ্গ নিকেতনে,
কভু কি যবন হেথা, পারিত পশিতে ?
এক স্থানে, যতক্ষণ, রহে এক দ্রব্য,
অন্য দ্রব্য, নাহি পারে, আসিতে তথায় ;
এইত প্রকৃতি ধারা, প্রকৃতি ধরম।
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য এই উচ্চ তিন ভাব,
বঙ্গ ঘরে বিদ্যমান, ছিল যত দিন,
তত দিন, কোন জাতি, স্থবর্ণ ভবনে,
পরম যতনে বাছা! নারে প্রবেশিতে।
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য তিন উচ্চ আর্য্য ভাব,
যত দিন না লভিবে, কঠোর সাধনে,
তত দিন বঙ্গ ধামে, রহিবে যবন ;
কঠোর সাধনা মত্ত, হও রে সকলে,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—ধরম লভিতে।
হও রে দীক্ষিত সবে, বিশ্বামিত্র কাছে,
হও সবে ঘরে ঘরে, দেব বিশ্বামিত্র ;
কঠোর তপস্যা বলে, বিষম আয়াসে,

শিখ সবে, একমনে, বিশ্বামিত্র কাছে,
কি রূপে লভিতে হয়, উচ্চতর ভাব।
তাহলে নিশ্চয় বাছা! হইবে মঙ্গল।

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

তৃতীয় কাণ্ড।

পঞ্চম সর্গ।

চলিনু দ্বিজেন্দ্র সনে, সে কান্তার মাঝে,
ভাবিতে ভাবিতে, তাঁর অমূল্য বচন,
ভাবিতে ভাবিতে, যত অদ্ভুত ঘটনা,
নিরখিনু বন মাঝে, তাপস প্রসাদে।
প্রথমে উদিল মনে, মহাত্মা চাণক্য,
ভাবিনু তাঁহার, সেই অধি অবসায়,
যাহার প্রভাবে, দেব সফল প্রযত্ন,
সুবিস্তৃত নন্দকুল, সমূলে বিনাশি,
যাহার প্রভাবে, ইহ জীবনের বর্ত্মে,
উত্তুঙ্গ শৈলেন্দ্র সম, বাধা বিঘ্ন রাশি,
পরিষ্কৃত হয়, যেন কুহকের বলে।
পূজির চাণক্য দেবে, ভকতি সংযোগে,
মজির দৃষ্টান্তে তাঁর, করিলাম স্থির।
উদিল দ্বিতীয় চিন্তা, পাণ্ডব চরিত্র—
পাণ্ডবের গুণ রাশি—পাণ্ডব মাহাত্ম্য,
ধরম ভীরুতা আদি, গুণ প্রতিরূপ,
যাঁরা এ সংসারে; অনায়াসে ক্লিষ্টমব,

একান্ত অন্তরে, সেবি, সে মহাত্মাগণে,
পায় উচ্চপদ, পায় অতুল সম্পদ।—
ভাবিলাম তার পর, অর্জ্জুন মহিমা,
ইন্দ্রিয় সংযমব্রত, পালি এক মনে,
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি, রাখিলেন যিনি।
শিব নিকেতনে নর, পরম আনন্দে,
পশিতে সমর্থ হয়, সে ব্রত প্রসাদে।
কুন্তীর মাহাত্ম্য রাশি, হইল স্মরণ,—
প্রকাশি সঙ্কট কালে, স্বজাতি মমতা,
যেই কীর্ত্তি নরলোকে, রাখি গেলা দেবী,
ভক্তিযোগে হেরি তাহা, কত শত জাতি—
পর প্রপীড়িত, ছেদি দাসত্ব শৃঙ্খল,
ভ্রমিবে ধরণী মাঝে, হইয়া স্বাধীন।
কর্ণের অতুল ধৈর্য্য, হতেছিল মনে,
হেন কালে, নিরখিনু, অপূর্ব্ব ঘটনা।—
উপবিষ্ট ঋষি এক, নিমিলিত নেত্রে,
মানস সংযোগে, যেন তপস্যা মগন।
আছিল চৌদিক বেষ্টি, তাপস প্রবরে,
কত কত জন—সবে দিব্য কান্তি যুত।
ভুবন মোহন রূপে, দিক আলোকিত;
সবার আননে কিন্তু, বিষাদ লক্ষণ,
হইল লক্ষিত, যেন কোন মহাচিন্তা—
সুখ শান্তি হর, পশি অন্তরে সবার,

মধুর সরস ভাব, করিছে মলিন,
সহসা সে ঋষিবর—প্রশান্ত মূরতি,
পড়িল ধরণীতলে, হয়ে অচেতন—
স্পন্দহীন—বিবরণ—মুদিত নয়ন।
হেন কালে যাঁরা তথা, আছিল দাঁড়ায়ে,
ব্যবচ্ছেদি, ঋষি দেহ, মহা কুতূহলে,
অস্থি রাশি লয়ে, তবে করিল প্রস্থান।
নিরখি বিস্ময়ে মন, হইল আপ্লুত,
কতক্ষণ মৌন থাকি, তাপসে সম্বোধি,
জিজ্ঞাসিনু গূঢ় তত্ত্ব, নিরখিনু যাহা।

অদূরে পাদপ মূলে, বসিনু দুজনে,
কতক্ষণ চিন্তাযুক্ত, থাকি তাপসেন্দ্র,
আরম্ভিলা ধীরে ধীরে, সস্নেহ বচনে।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা—নিগূঢ় রহস্য,—
বৃত্র নামে মহাসুর—তপোবলে বলী,
বিমুখি অমর বৃন্দে, সম্মুখ সমরে,
হরিতে স্বরগ ভূমি, সমুদ্যত এবে,
দেব সহ দেবনাথে, করি বিতাড়িত,
ত্রিদিব ভবন হতে, নিজ বাহুবলে।
পীড়িত অমর বৃন্দ, পীড়িত দেবেন্দ্র,
ঘোর আসুরিক তেজে, দিবস যামিনী।
অমর শকতি রাশি—সম্মিলিত এবে,
তথাপিহ বিমুখিতে, আসুর-শকতি,

নাহি পাবে, কোন মতে, দিব্য তেজোরাশি।
স্বাধীনতা, বাস স্থান—প্রিয়তম দ্রব্য,
যাহতে অধিক প্রিয়, নাহি ত্রিভুবনে,
সকলি অসুর হস্তে, যায় যায় মরি।
এহেন সময়ে বিষ্ণু, হয়ে অনুকূল,
বৃত্রাসুর বধোপায়, কহেন অমরে।
কহিলেন নারায়ণ, অমরে সম্বোধি,
শুনহ অমরগণ! শুনহ দেবেশ!
দধীচির অস্থি দিয়া, রচি মহাবজ্র,
নাশহ অসুরে, সবে ঘুচাও জঞ্জাল।
   বিষ্ণু উপদেশে ইন্দ্র, দেব বৃন্দ সহ,
দধীচি আশ্রমে, আসি হন উপনীত।
দেবতা দুর্গতি রাশি, অসুর পীড়ন,
সবিনয়ে জানাইয়া, ঋষি সন্নিধানে,
মাগিল তাপস-অস্থি, দুঃখ নাশ হেতু।
দ্রবিল তাপস মন, পর দুঃখ শুনি,
স্বর্গীয় পদার্থ দয়া, আসি উপজিল।
পরশুভ আশে ঋষি, ত্যজিলা শরীর,
আনন্দে অমর বৃন্দ, লয়ে ঋষি অস্থি,
রচি তাহে মহাবজ্র, নাশি বৃত্রাসুর,
পশিল অমর পুরে, পরম আহ্লাদে।
   অই যে হেরিলে, সেই তাপস প্রবর,
ধ্যানে নিমগন হয়ে, ত্যজিলেন দেহ,

নবশ্রেষ্ঠ— ঋষিশ্রেষ্ঠ—তিনিত দধীচি।
চারি দিকে বেষ্টি আছে, যাঁহারা তাঁহায়,
দেবেন্দ্র অমর সহ, তাঁহারা সকলে।
দেখহ বিচারি বাছা। দধীচি চরিত্র—
সংসারে অতুল যাহা, দুর্লভ জগতে,
এহেন বিচিত্র প্রেম—পর উপকার,
না জানে ভারত ভিন্ন, দেখাইতে কেহ।
ক্ষণেক আলস্য ত্যজি, ত্যজি জড় ভাব,
সন্ধানি ভারত খনি, দেখ একবার,
মিলিবে রতন কত, অতুল সংসারে।
দেখহ যে জন, ত্যজে নিজ কলেবর,
পরদুঃখ পরক্লেশ, নিবারণ তরে,
তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর, আছে ধরাতলে?
তাঁর সম ধর্ম্মবীর, মিলে কয় জন,
এ সংসার মাঝে বাছা! দেখহ বিচারি?
আসিল অমর বৃন্দ, কহিল কাতরে,—
অসুরের অত্যাচার,—অসুর পীড়ন,
অসহ্য যন্ত্রণা রাশি—দুস্তর বিপত্তি,
অমনি তাপস মন, গলিল শ্রবণে;
প্রদানিল নিজ দেহ, দয়ার্দ্র তাপস,
দূরিতে অমর দুঃখ—অসুর পীড়ন,
আবার আপত্তি বিনা, ত্যজিল শরীর,
সানন্দে, প্রশান্ত মনে, সুরশিব তরে।

নিঃস্বার্থ পরোপকার, আছে এর চেয়ে ?
বৃথায় জনম তার, বৃথায় জীবন,
যে জন, না হয, কভু পরহিতে রত,
পর প্রেম অভিষিক্ত, অন্তর যাহার,
পরের মঙ্গল তরে, দেয় নিজ প্রাণ,
ধন্য ধন্য,সেই নর, ধন্য ধরাতলে,
ভূতলে দেবতা সেই, জানিবে নিশ্চয়।
বিসর্জ্জিতে নিজ প্রাণ, না হয কুণ্ঠিত,
যেই জন, দেব ভিন্ন কোন্ অভিধানে,
কথিত হইবে, সেই মানব রতন ?
তোমরা বাঙ্গালি, কই তোমাদের মাঝে,
দিব্য পর প্রীতি ? কই স্বজাতি মমতা ?
কিরূপে নাশিতে হয, সাধারণ দুঃখ,
দিয়া নিজ প্রাণ—প্রিয়তম এ ভূতলে,
শিখ অগ্রে, মহাঋষি দধীচি সমীপে।
সকলে দধীচি সম, হও জনে জনে।
যবন অসুর আসি, উদিত ভারতে,
থেক না থেক না আর, হইয়া নিশ্চিন্ত,
অই দেখ ক্রমে আসি, বঙ্গ সিংহাসন,
করিলেক অধিকার, সবলে যবন।
অই দেখ, তোমাদের বৃদ্ধ নরপতি,
ত্যজিল সুবর্ণ গৃহ, বাঁচাতে পরাণ।
উঠ উঠ বঙ্গবাসী! হও সচেতন,

আর কত নিদ্রা যাবে, স্বার্থের শয়নে,
অরে স্বার্থ পরায়ণ! হয়েছে হয়েছে,
যথেষ্ট হয়েছে, তবু নিদ্রা অচেতন,
ত্যজি সে শয়ন, সবে উঠ শীঘ্র করি,
দধীচি সমীপে সবে, হওরে দীক্ষিত,
কঠোর তপস্যাবলে, শিখ জনে জনে,
স্বর্গীয় স্বজাতি প্রেম—স্বজাতি মমতা,
তবেত অশিব রাশি, যাইবে চলিয়া,
মানুষের মত তবে, হইবে সকলে।

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

চতুর্থ কাণ্ড ।

প্রথম সর্গ ।

হইলাম অগ্রসর, ঋষিবর সনে,
ভাবিনু কান্তার মাঝে, কতই ভাবনা,
দেখিনু, সে বন মাঝে, যে সব ঘটনা।
সৌমিত্রেয় সংযমন—অসামান্য কাণ্ড,
আলোচিনু, সেই কথা, কতক্ষণ ধরি,
ভাবিলাম, লক্ষ্মণের সেই দিব্য কার্য্য,
দুর্লভ এ ধরাতলে,—মহা তপোফল,
যাহার প্রভাবে দেব, জিনিলা সহজে,
বাসব বিজয়ী, সেই অজেয় রাক্ষসে।
কোথা সেই সংযমন রত্ন বঙ্গ ঘরে,
সে রত্ন অভাবে বঙ্গ, রবে পরাধীন—
রহিবে যবন পদ দলিত হইয়া।
ভরত নিঃস্বার্থ ভাব—আত্ম সুখত্যাগ,
সাধারণ দুঃসময়ে, উদিল এ চিন্তা,
ভাবিলাম যেই জাতি, আত্ম-সুখ-লোভী——
না ভাবে পরের চিন্তা, ক্ষণ কাল তরে,

তা চেয়ে অসার জাতি, নাহিক ভূতলে।
ভাবিলাম দশরথ,-প্রতিজ্ঞা পালন,
যে জন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে, কথায় কথায়,
অধম প্রকৃতি আর, নাহি তার চেয়ে।
যেই রূপে বিশ্বামিত্র, ঘোর তপস্যায়,
ব্রাহ্মণ পদবী লভে, ক্ষত্রিয় হইয়া,
উদিল অন্তরে মম, সেই দিব্য ভাব।
ভাবিলাম তপোবলে, অনুন্নত জাতি,
উন্নত অত্যুচ্চ পদে, করে আরোহণ,
—যেই দেশে প্রজাপুঞ্জ, তপস্যা প্রভাবে
অনুন্নত শূদ্র হতে, শ্রেষ্ঠতর বর্ণ,
হইবারে, ক্রমে ক্রমে, করে মহাযত্ন,
নিশ্চয় সে জাতি, পায় পরম সম্পদ।
নিশ্চয় সে জাতি, করে, প্রভুত্ব বিস্তার,
নিখিল অবনী পরে নিজ বাহুবলে।
এরূপ বিবিধ চিন্তা, উদি একে একে,
বিলুপ্ত হইতে ছিল, মানস ভিতরে।
হেন কালে, পুরোভাগে, করিনু দর্শন,
অত্যুচ্চ প্রাচীর শ্রেণী—পাষাণ শরীর,
হিমাদ্রি সদৃশ যেন, উঠিছে আকাশে।
হেরিনু সম্মুখ দেশে—সুদীর্ঘ তোরণ—
মুক্তদ্বার—অবারিত—সুবিশাল তনু,
অরণ্য-অপর-অংশে, সে তোরণ দিয়া,

উপনীত হনু আসি, তাপস সংহতি,
ধরা ত্যজি, যেন কোন নূতন প্রদেশে।
সেই বন অংশ শোভা, হেরি ক্ষণকাল,
মজিল অন্তর মম, হইনু প্রফুল্ল।
হেরিলাম, চারিদিকে পুণ্য তরুদল,
অনন্ত হরিত বর্ণে, দাঁড়ায়ে সতেজে,
দিব্য ফুল ফলে, হযে সুশোভিত অতি।
কোন স্থানে না হেরিনু, কলুষ পাদপ,
পুণ্য তরু ভিন্ন আর কোন তরু জাতি,
কভু না বিরাজে, সেই সুরম্য প্রদেশে।
নরদেহ পরিমিত, এক বিংশ হস্ত;
"আমার আমার জ্ঞান" নাহিক তথায়,
শুনিলাম জ্ঞান সিন্ধু, তাপসের মুখে,
বড়ই উর্ব্বর, সেই দিব্য বন অংশ,
সুধাময় ফল শস্যে, পূর্ণ চারি দিক।
কতই কনক তর, রজত পাদপ,
ধরি আছে মহামণি—মুকুতার ফল,
—চন্দ্র, নীল, সূর্য্যকান্ত, মণি ফল নানা।
কতই অপূর্ব্ব কাণ্ড, নিরখিনু তথা,
শুনিনু তাপস মুখে, সেই বন অংশ,
সত্য অভিধানে খ্যাত, এ বিশ্ব ভবনে।
　জিজ্ঞাসিনু দ্বিজবরে, এই বন অংশে,
কেন না নিরখি, কোন কলুষ পাদপ;

পাপ শূন্য ধরাতল, নাহি শুনি কভু,
এ বন অংশ কি তবে, নহেক ধরায় ?
কেন এত দীর্ঘকায়, মানব মণ্ডলী !
ঘুচাও সন্দেহ জাল বিশেষিয়া কহি।
উত্তরিলা দ্বিজোত্তম, মধুর বচনে,
এই যে বনাংশ বাছা ! করিছ দর্শন,
মানব আদিম বাস স্থান ছিল ইহা,
প্রকৃতি ভাণ্ডার ছিলা, অবারিত সদা,
প্রবেশি, মানব তাহে, নিজ ইচ্ছামত,
লইত যখন, যার প্রয়োজন যাহা,
আমার আমার জ্ঞান বিরহিত হয়ে।
যবে অই স্বার্থজ্ঞান, ক্রমে ক্রমে বাছা !
মানব সমাজ সহ, হইল বর্দ্ধিত,
কলুষ লক্ষণ তবে, হইল নির্দ্দিষ্ট।
কলি আদি তিন যুগে, মহা পাপ যাহা,
সত্যে পাপ বলি তাহা, না হয় কথিত।
তাই পাপ তরু শূন্য, হেরিছ এ স্থানে।
প্রকৃতি নিয়ম তন্ত্র, আছিল মানব,
সুদীর্ঘ শরীর তার, তাই সত্য যুগে।
হেন কালে, নিরখিনু অপূর্ব্ব ঘটনা—
বিষম সংগ্রাম স্থল—কোলাহল ময়।
হেরিলাম দুইজন—ভীম কলেবর,
অগণন সেনা সহ যুঝিছে ভয়াল,

লম্ফে ঝম্ফে মুহুর্ম্মুহু; কাঁপিছে মেদিনী,
ভয়ঙ্কর কোলাহলে, পূর্ণ চারি দিক,
ছুটিছে আকাশ পথে, জলন্ত শায়ক,
বিজলী খেলিছে, যেন অম্বর প্রদেশে।
ফলিত তপন করে, শাণিত কৃপাণ,
ঘন ঘন চকমকি, ধাঁধিঁছে নয়ন।
জয় জয় শিব শিব, বলি দুইজন,
কভু অসি, কভু গদা, কভু বা শায়কে,
যুঝিছে ভয়াল ঘোর, বীর রসে মাতি।
পীড়িত বিপক্ষ সেনা, দুই বীর রণে,
কেহ না তিষ্ঠিতে পারে, সমর প্রাঙ্গণে।
বিপক্ষ সেনাধিপতি—কুঞ্জর বাহন,
যুঝিছে পরাণপণে, নানা অস্ত্র লয়ে,
ছুটিছে শায়ক জাল, আকাশ প্রদেশে,
ভীষণ গর্জ্জন করি, উগরি পাবন,
সকলি হতেছে ব্যর্থ, দোঁহাকার শরে।
মহাঘোরতর রণ হতেছিল তথা,
যথা ভীম প্রভঞ্জনতাড়িত তরঙ্গ,
অকূল সমুদ্র বক্ষে, গর্জ্জি ভয়ঙ্কর,
এ উহার ঘাড়ে পড়ে, ঘোর আস্ফালনে।
হেন কালে নিরখিনু, সে অসংখ্য সেনা,
পলাল পশ্চাতে বেগে মানি পরাজয়,
পবন সাহায্যে, যথা ভীম উর্ম্মিদল,

সাগর-বেষ্টিত উচ্চ শৈলেন্দ্র শরীরে,
ভয়ঙ্কর শব্দে করে, সবলে আঘাত,
কিন্তু সে অচল রবে, না পারি টলাতে,
সবাই পশ্চাতে ফিরি, আসে একে একে।
নারিল অসংখ্য সেনা, জিনিতে দুজনে,
নিরখি বিস্ময় রসে, হইনু আপ্লুত।
ত্যজি সেই রণভূমি, কতক্ষণ পরে,
চলিনু দ্বিজেন্দ্রসনে, সম্মুখ প্রদেশে।
জিজ্ঞাসিনু পথ মাঝে, কহ দয়া সিন্ধু।
সমর বৃত্তান্ত, কেন অসংখ্য সেনানী,
না পারিল বিমুখিতে, যোধ দুই জনে ?
উপবেশি তরুতলে উত্তরিলা ঋষি,
(বসিনু আদেশ মত, সম্মুখে তাঁহার)
অই যে দুজন বাছা! এ বন ভিতরে,
বহু সংখ্য সেনাদলে, বিমুখিল রণে,
অতি পরাক্রান্ত তারা, অসুর দুর্জ্জন,
দুর্জ্জয় সমরাঙ্গণে—দুরন্ত—দুর্দান্ত,
সুন্দ উপসুন্দ নামে, বিখ্যাত জগতে।
কঠোর তপস্যা বলে, অই দুই জন,
বিরিঞ্চি প্রসাদে, এবে অজেয় সমরে।
মহা যোগ বলে, তুষি পিতামহ ব্রহ্মে,
প্রফুল্ল অসুর দ্বয়, লভি হেন বর ;——
"অমূল্য একতা মণি—স্বরগ সামগ্রী,

যত দিন, উজলিবে তাদের অন্তর,
সুদীপ্ত কিরণে, তত দিন ত্রিভুবনে—
দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ, রক্ষ, আদি,
কেহ না পারিবে দোঁহা, জিনিতে সমরে।”
সে বর প্রসাদে, সেই দুরন্ত অসুর,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল করে নিপীড়িত,
সে বর প্রভাবে, তাই দেবেশ বাসব,
দেব-সেনা-সহ আজি, অসুর সমরে,
হলেন বিমুখ, অই স্বচক্ষে হেরিলে।
ক্ষণেক বিচারি দেখ, একতা মাহাত্ম্য,
অমর তেত্রিশ কোটী, ক্ষুদ্র দুই নরে—
একতা রতন ধনী, নারিলা জিনিতে।
বাসব কুলীশ, আর অমর বীরত্ব,
সকলি হইল ব্যর্থ, মর রণস্থলে।
　এত কহি দ্বিজবর, হইলা নীরব,
ক্ষণ কাল চিন্তি, দেব আরম্ভিলা পুন,—
একতা রতন কোথা, দেখহ বিচারি,
বঙ্গ নিকেতনে এবে? কি শক্তি প্রভাবে,
অজেয় যবন দলে, চাহ বিদূরিতে!
কই বঙ্গে এক মন—কই এক প্রাণ,
কই এক কলেবর—কই এক ইচ্ছা,
সকলিত দেখি, এবে ভিন্ন পরস্পর।
থাকিলে একতা রত্ন, তোমাদের ঘরে,

কভু কি পশিতে পারে, দুরন্ত যবন,
সোনার ভারতে—বঙ্গ ? সুবর্ণ আবাসে ?—
শৃগাল সদৃশ ভীরু, তোমরা সকলে,
যবন শৃগণে হেরি—সপ্তদশ মাত্র,
পলালে পরাণ লয়ে, স্বর্ণ গৃহ ত্যজি।
তোমরা শিথিল মন একতা বিহীন,
সামান্য কারণে সবে, হও ছত্র ভঙ্গ,
যথা ফেনরাশি, সমীরণ স্রোতে
চারিদিকে বিতাড়িত, নয়ন পলকে।
যবনের অন্তর রাশি—একতা সংযুত,
অচল সমান গুরু, জানিবে নিশ্চয়,
বল ঘটনা রূপ ঘোর ঝঞ্ঝাবাত,
কভু কি টলাতে পারে, অণুমাত্র তাহা।
না থাক শারীর বল—যদিও সেবল
বাঞ্ছনীয়, বিশেষতঃ এ সঙ্কট কালে,
অসাধ্য সুসাধ্য হয়, থাকিলে একতা।
যদ্যপি বাঙ্গালি মন—ক্ষীণ অতিশয়,
ক্রমে ক্রমে, একে একে, হয় সম্মিলিত
যবনে তাড়াতে বল, লাগে কয় দিন ?
সামান্য লতিকা তন্তু বিনির্ম্মিত রজ্জু,
প্রমত্ত মাতঙ্গে নাহি, পারে কি বাধিতে ?
পারে কি রাখিতে তাহে, আপনার বশে
দুর্ব্বল বাঙ্গালি মন, আরও দুর্ব্বল,

একতা বন্ধন বিনা, হইয়াছে এবে।
বিচ্ছিন্ন অন্তররাশি, তোমাদের বাছা!
কঠোর তপস্যা বলে, কর একত্রিত;
সুন্দ উপসুন্দ কাছে, শিখহ সকলে,
কিরূপে লভিতে হয়, একতা রতন।
উক অসুর তারা, হউক অনার্য্য,
য গুণ মণ্ডিত ছিল, অন্তর তাদের,
নহে তাহা আসুরিক—অনার্য্যের ভাব :
স ভাব স্বর্গীয়, তবে কিবা ক্ষতি বল,
শিখিতে সে দিব্যভাব, অসুর সমীপে?
বঙ্গ ঘরে ঘরে সবে, প্রতি জনে জনে,
পরহ একতা হার, যতন করিয়া;
যাহার প্রভাবে যত, অশিব নিদান,
একে একে চলি যাবে, বঙ্গ গৃহ হতে।

ইতি চতুর্থ কাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

চতুর্থ কাণ্ড।

দ্বিতীয় সর্গ।

ত্যজি সে পাদপতল, চলিনু দুজনে,
দেখিতে দেখিতে, কত কানন-সৌন্দর্য্য,
ভাবিতে ভাবিতে, দেব দধীচি-চরিত্র,
নিঃস্বার্থ পরোপকার, যেইরূপ ঋষি,
প্রকাশেন ভবধামে, নাহি অনুরূপ।
—স্বর্গীয় স্বজাতি প্রেম— স্বজাতি মমতা,
না থাকিলে, না সংঘটে, সম্পদ ধরায়।
এরূপ ভাবিনু কত, হেরিনু কতই,
হেন কালে দেখি, এক বিশাল প্রাসাদ,
মহা সমারোহ কাণ্ড, হতেছে তথায়,
যেন কোন মহোৎসবে, মত্ত পুরবাসী,
চারি দিকে নৃত্য গীত—মানস মোহন,
হতেছে দর্শক বৃন্দ, দেখিছে শুনিছে।
বাজিছে মধুর বোলে, বিবিধ বাজনা।
ফিরিছে ব্রাহ্মণ কত, ব্যাস্তে চারি দিকে,
নাগরিক জন সবে, প্রফুল্ল হৃদয়,

না ধরে আনন্দ আর, কাহার অন্তরে,
তাই যেন মাঝে মাঝে, স্বর-পথ ধরি,
বাহিরিছে সে আনন্দ, গভীর নিক্কণে ;
জাহ্নবী সলিল পূর্ণ, মঙ্গল কলস,
কদলীর পদতলে, আছে দ্বারে দ্বারে,
সহকার পত্রমালা, দ্বার উর্দ্ধদেশে,
ঝিলিমিলি, ঝিলিমিলি, দোলে বায়ু ভরে।
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে, পশি তাপসের সনে,
নিরখিনু সভা, এক মনোহর অতি।
মনোজ্ঞ ভূষণ বাসে, সাজি মন সুখে,
কত শত জন, তথা করিছে বিরাজ।
শূন্য রাজসিংহাসন—সুন্দর সজ্জিত,
কাহার প্রতীক্ষা, যেন করিছে আগ্রহে।
হেন কালে, বৃদ্ধ এক হয়ে সমাগত
জনৈক সভ্যের শির, স্পর্শিল আদরে,
দূর্ব্বা, ধান্য, পুষ্পাঞ্জলি, দিয়া শির্ষ দেশে।
বসাইলা তাঁহে, বৃদ্ধ সিংহাসন পরে।
অমনি বাজনা নানা, উঠিল বাজিয়া,
মধুর সুবোলে, করি পূর্ণ দশ দিক্।
ছত্রধারী রাজছত্র, ধরিল [illegible]কে,
চামরী সুতালে তালে, ঢুলায় চামর।
গাইল সুস্বরে বন্দী, রাজগুণ গীত।
মহোল্লাসে প্রজারা, দিল হরিবোল।

নিরখি সে সব কিছু, নারিনু বুঝিতে।
হেন কালে, তাপসেন্দ্র ধরি মম কর,
বাহিরিলা দ্রুতপদে, সে প্রাসাদ হতে;
আবার চলিনু, সেই কান্তার মাঝারে,
কৌতূহল শিখা, মনে লাগিল জ্বলিতে।
কতক্ষণ পরে, হেরি, নৃপতি আসনে,
মহা সমারোহে, যিনি উঠেন আনন্দে,
জরাগ্রস্ত যেন তিনি—বিকৃত শরীর,
অনন্ত পল্লব শাখ, পাদপের তলে,
নীরবে আছেন বসি, সচিন্ত অন্তরে,
জিজ্ঞাসিনু ঋষিবরে, কাতর বচনে,
কহ দেব! কৃপা করি, এ সব রহস্য।
উত্তরিলা দ্বিজোত্তম, শুন বাছা! কহি,
অদ্ভুত রহস্য, যাহা হেরিলে এ বনে;
আছেন যযাতি নামে, নৃপ—মহীয়ান,
চন্দ্র বংশ,-অবতংস, ভূপাল কেশরী,
বড় ভাগ্যবন্ত রাজা—বহু পুত্র তাঁর—
রূপবন্ত—গুণবন্ত—সুস্থ কলেবর।
সুপণ্ডিত সুত সবে, চৌষট্টি কলায়,
সমর দুর্দ্ধর্ষ, চির অরিকুল-ত্রাস।
নৃপতি অপত্য স্নেহ—অতি বলবতী,
সবার উপরে, সদা ছিল সম ভাবে।
সর্ব্বগুণে সুমণ্ডিত, পুরু[illegible] অন্তর,

ভোগ সুখ ইচ্ছা কিন্তু, আছিল প্রবল ।
অনিবার্য্য জরা কাম, ধরিল নৃপারে
তথাপি ভোগেচ্ছা তাঁর, বহে সম ভাবে
[illegible]—ভোগ তৃষ্ণ [illegible]।
তাই নৃপ সুতগণে, ডাকি এক দিন,
আপন অন্তর কথা, কহি জনে জনে,
মাগিল যৌবন, নিজ জরা বিনিময়ে
নৃপতি প্রস্তাবে, কেহ না হয় সম্মত
কেবল কনিষ্ঠ সুত, পুরু মহামতি,
পিতৃ জরা বিনিময়ে, আপন যৌবন
পরম আনন্দে দিতে, করিলা স্বীকার ।
পুরু পিতৃভক্তি হেরি,নৃপতি যযাতি,
বিষম আনন্দ বশে, হলেন আপ্লুত ,
প্রফুল্ল অন্তরে তবে পুত্রের যৌবন
করিলা গ্রহণ নৃপ জরা বিনিময়ে ।
করিলা অবনী নাথ. কুমারে সম্বোধন
[illegible] প্রকাশ,
[illegible] পাবে তার যোগ্য পুরস্কার,
করিনু প্রতিজ্ঞা বাছা ! তোমা সন্নিধানে,
তোমারে করিব রাজা উপযুক্ত কালে,
অহ সে পুরুষবর—জরাজীর্ণ তনু,
উপাবিষ্ট নিরখিলে, আশা তরুতলে,
তিনি সেই [illegible] নন্দন,

পিতৃ-প্রীতি হেতু, দিয়া আপন যৌবন,
পুরুষত্ব ক্ষয় কারী, জরা গ্রস্ত এবে।
প্রথমে দেখেছ, অই পুরুষ রতনে,
আরোহিতে রাজাসনে, যযাতি প্রসাদে ;
দেখিয়াছ সমারোহ, দেখেছ উৎসব,
সে কেবল পুরু-রাজ্য অভিষেক হেতু।
জিজ্ঞাসিনু তাপসেন্দ্রে, না পারি বুঝিতে,
আপনার কথা দেব ! দেহ বুঝাইয়া ;—
কিরূপে করিল পুরু, জরা বিনিময়,
আপন যৌবন দানে ? অসম্ভব কথা !!
আপন যৌবন কেহ, দিতে পারে অন্যে ?
না বুঝিনু গুরুদেব ! এ গূঢ় রহস্য।
উত্তরিলা ঋষিবর, সকরুণ ভাষে.
সত্য সত্য বটে, বাছা ! এ বড় আশ্চর্য্য।
অপত্য যৌবন সহ, জরা বিনিময়,
করেন যযাতি ভূপ, প্রসিদ্ধ ভারতে।
কিন্তু এ রূপক বাক্য, জানিবে নিশ্চয়।
ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম, বুঝে যেই জন,
সেজনে সৌভাগ্য দেবী, করে আলিঙ্গন।
ছিলেন যযাতি ভূপ, অতি সুপণ্ডিত,
মানব প্রকৃতি-তত্ত্ব, নিগূঢ় বিষয়ে,
ভাবিলা—অপত্যগণ, সবে গুণবান,
সবেই পণ্ডিত, [illegible] নিপুণ,

সম-স্নেহ নীড়ে, যত্নে, সবাই পালিত,
কেমনে সাম্রাজ্য-ভার, দিব জ্যেষ্ঠ সুতে।
যদ্যপি সাম্রাজ্য মম, করি সম অংশ,
এক এক অংশ দিই, এক এক সুতে,
তা হলে নিশ্চয় রাজ-শাসন-সুদৃঢ়,
রাজশক্তি—প্রতিহত নহে যাহা কভু,
একত্ব বিচ্ছেদ হেতু, হইবে শিথিল,
তা হলে নিশ্চয়, আসি চারিদিক হতে,
বিপক্ষ নৃপতি কুল, অবাধে—সহজে,
এমন সাম্রাজ্য মম, করিবেক গ্রাস।
হেন মহা চিন্তার্ণবে, পড়ি ভূপালেন্দ্র,
হলেন আকুল কূল, পাইবার তরে।
দিন, পক্ষ, মাস, কত, হইল বিগত,
তথাপি নৃপাল, নাহি পাইলেন কূল,
শেষে নরপতি, এক পাইলেন তরি,
সে তরি আরোহি, হন সে সাগর পার,
ভাবিলেন—সুতগণ উপনীত এবে,
বিষম যৌবন কালে, এহেন দশায়,
ইন্দ্রিয় সেবন সুখে, হবে যে বিমুখ,
তাহারে বরিব, মম বিশাল সাম্রাজ্যে।
ত্যজিতে যৌবন সুখ, চাহে যদি সবে,
বিভাগি সমান অং[illegible] রাজ্য
এক এক [illegible], একে [illegible]র অর্পণ।

থাকিতে উপায় নানা, ভোজ্য ধরার,
বিরত ইন্দ্রিয় সুখে — বিরত বিলাসে,
সেই জন নরশ্রেষ্ঠ — বীর চূড়ামণি,
বিষম যৌবন কালে, থাকিতে প্রভুত্ব,
থাকিতে বিপুল ধন — থাকিতে সম্পদ,
যেজন বিলাস শূন্য — সংযত ইন্দ্রিয়,
সেইত মানব মণি — বীর অগ্রগণ্য,
তাঁর কাছে রাজ লক্ষ্মী, সতত অচলা।
থাক্ দূরে নর বৃন্দ, অমর যাহারা,
তাহারা ও নাহি পারে, লইতে সবলে,
রাজ্যধন, সেই নর-সিংহ হস্ত হতে।
এতেক ভাবিয়া নৃপ, ডাকি সুতগণে,
একে একে জিজ্ঞাসেন, জরা বিনিময়ে,
করিতে যৌবন দান, করতলে তার।
যৌবনে বার্দ্ধক্য, মাত্র যে রূপক মর্ম্ম।
পুরু ভিন্ন কোন পুত্র, না হয় সম্মত,
ত্যজিতে যৌবন সুখ, নৃপতি প্রস্তাবে।
তাই নরসিংহ পুরু, জনক আদেশে,
অসার যৌবন সুখে, দিয়া জলাঞ্জলি,
বৃদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে, সংযত অন্তরে,
কিছু দিন করে বাস, আশা তরুতলে।
মন তাঁর জরাগ্রস্ত, নহে কলেবর।
কিন্তু মন ভাবাপন্ন শরীরে প্রকাশ,

এইত স্বভাব ধারা—মানব প্রকৃতি,
জরাগ্রস্ত দেহ তাই, দেখেছ কুমারে,
সেই দীর্ঘ তরুতলে আসিবার কালে।
এ হেন তপস্যা বলে—ঘোর সংযমনে,
কনিষ্ঠ হইয়া পুরু, হন পরিণামে,
এ ভারত অধীশ্বর, অতিক্রমি নিজ,
জ্যেষ্ঠ সহোদরে, যিনি জনক সাম্রাজ্যে,
এক মাত্র অধিকারী, শাস্ত্র বিধিমতে।
দেখহ বিচারি, যেই মহাগুণ ব'ল,
ভূতলে অতুল পদ, পায় নর গ.ণ,
সে মহা সদগুণ কাছে, প্রকৃতি বিধান,
জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ বলি, নাহিক বিচার,
যে লভিবে সেই গুণ, কায়মনোবাক্যে,
নিশ্চয় পাইবে, সেই পরম সম্পদ।
ইহার দৃষ্টান্ত স্থল, পুরু মহামতি।
কঠোর তপস্যা বলে, যযাতি নন্দন,
প্রদর্শিলা যেই পথ ধরণীবাসীরে,
কত নর, কত জাতি, ধরি সেই পথ,
সৌভাগ্য মন্দিরে পশি, লভিবে ঐশ্বর্য্য।
মনে কর যাদুমণি! এবিশ্ব ভবনে,
প্রকৃতি-অপত্য নানা, আছে নানা স্থানে,
এক এক পুত্রে ভাব, এক এক জাতি,
সেই পুত্রগণ [illegible]—অনুসারে,
ইন্দ্রি[illegible]বন সুখে—[illegible]লাসে বিস্মৃত,

জরাগ্রস্ত পুরু সম, নিশ্চয় সে পুত্র,
প্রভূত প্রভুত্ব লভে, সবার উপরে।
এত কহি ঋষিবর, হইলা নীরব,
ক্ষণেক সচিন্ত থাকি, আরম্ভিলা পুন ;—
তোমরা বাঙ্গালি, সবে বিলাস উন্মত্ত,
ইন্দ্রিয় সেবন সুখে, রত অনুক্ষণ।
কোথা জরাগ্রস্ত মন, বঙ্গ নিকেতনে ?
কিরূপে যৌবনে জরা, হয় সংঘটন,
শিখ অগ্রে পুরু কাছে, কঠোর সাধনে।
কোথা বঙ্গে আছে বীর—সংযত ইন্দ্রিয়,
সামান্য যৌবন সুখে, বিরত সর্ব্বদা ?
যিনি, বঙ্গ অধীশ্বর, প্রকৃতি শাসন,
যাঁর ধর্ম্ম—সনাতন, দেখিলে ত তাঁর,
ইন্দ্রিয় সুখের ইচ্ছা, এ বৃদ্ধ বয়সে ;
সে সুখ ফুরায় পাছে, যবন সমরে,
তাই অতি চুপে চুপে, তস্কর সমান,
বঙ্গ সিংহাসন ত্যজি, পলাইল কোথা।
তাই বলি গললগ্নি, কৃত্তবাসে সবে,
পুরুর চরণ তলে, পড়ি ভক্তি ভাবে,
ইন্দ্রিয় সংযম মন্ত্র, চাহ উপদেশ।
সেই মন্ত্রবলে সবে, বঙ্গ ঘরে ঘরে,
হও এক এক পুরু, ঘোর তপস্যায়।
বিনা যোগ [illegible] মনোরথ,
নাহবে সুসিদ্ধ [illegible] কহিলা [illegible]র।

ইতি চতুর্থ কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

চতুর্থ কাণ্ড।

তৃতীয় সর্গ।

চলিনু আবার সেই, অরণ্য প্রদেশে,
জ্ঞানেন্দ্র তাপস সনে, চিন্তাকুল মনে।
ভাবিনু, অশিব প্রদ, বিলাস প্রিয়তা,
যাহার প্রতাপে, লুপ্ত ধরম, করম,
উচ্চ আশা, মনুষ্যত্ব, আদি মহারত্ন,
অধঃপাত ফল যার, চির অনুচর,
যাহার কুহকে নর, স্বর্গ হইতে,
ভয়াল নরক কুণ্ডে, হয় নিপতিত।
হেন কালে নিরখিনু, গভীর সুড়ঙ্গ,
সে সুড়ঙ্গ ধরি পৌঁছে, হনু উপনীত,
নিম্নতর দেশে এক, নয়ন পলকে;
পার্থিব আকাশ, দেশ, রবি, চন্দ্র, তারা
কিছু না, লক্ষিত হয়, সে নিভৃত দেশে
মাঝে মাঝে দীপ্তমণি, জ্বলি সমুজ্জ্বল,
ঘোর অন্ধকার রাশি [illegible]
চঞ্চল নয়নে [illegible] তথায়।

হেন কালে হেরি, এক তরুণ যুবক,
শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইযা, করিছে অর্চ্চনা,
ভুবন মোহিনী, এক সীমন্তিনী রত্নে,—
মস্তক উপরে যাঁর, অর্দ্ধ বৃত্তাকারে,
ফলিত স্বরগ-ভাতি— অপ্রাপ্য ধরায়।
সস্নেহ নয়নে চাহি, সে রমণী মণি,
কহিলা কি যুবকেরে, নারিনু বুঝিতে।
শেষে বামা সিঞ্চিলেন, চারি দিকে বারি,
সলিল পরশে, হেরি, কত শত জন—
সামরিক বেশে সবে—মহা কোলাহলে,
অবনী হইতে উঠি, ছাইল সে দেশ,
যেন কোথা হতে, কোন ঘোর রণ ক্ষেত্র,
উপনীত আসি তথা, কুহক প্রভাবে।
বিস্ময় আতঙ্ক ভবে, হইনু অধীর।

দয়াসিন্ধু তাপসেন্দ্র, ধরি মম হস্ত,
বাহিরিয়া তথা হতে, সে সুড়ঙ্গ দিয়া,
এক সরোবর তটে, আসি উপনীত;
বসিনু সরসী তীরে, আমরা দুজনে।
জিজ্ঞাসিনু কত ক্ষণে, তাপস রতনে,
কহ দেব! কৃপাকরি, কি কাণ্ড হেরিনু—
কাহার রমণী অই? কে বা সে যুবক?
[illegible] সেনা উপজিল?
উত্তরিলা [illegible]বর, [illegible] বচনে,

বড়ই অদ্ভুত কথা, শুন যাদুমণি!
আছিল সগব নামে, নরপতি এক—
সূর্য্যবংশ অবতংস—রাজেন্দ্র কেশবী,
প্রতাপে আদিত্য সম, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
ঐশ্বর্য্যে কুবের, যেন আগত ধরায়,
বড়ই যাজ্ঞিক ভূপ, ধর্ম্মশীল অতি,
একে একে বাহুবলে, অবাধে ভূপাল,
উনশত অশ্বমেধ, যজ্ঞ সমাপিষা,
শততম মহা-যজ্ঞে, হলেন দীক্ষিত।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ, অবনী ভিতরে,
অবাধে সমাধা করে, যেই মহামতি,
সে লভে ইন্দ্রত্ব পদ, শাস্ত্রের বচন।
শততম অশ্বমেধ, আরম্ভিলা ভূপ,
স্বরগে অমর পতি, হলেন চিন্তিত,
অধিকারে স্বর্গ পাছে, সগর নৃপতি।
ছুটিল যজ্ঞের অশ্ব, ঘোর পদ শব্দে;
কৌশলে সে অশ্ব, চুরি করি, অমরেন্দ্র,
পাতালে কপীল যথা, ধ্যান-নিমগন,
তথায় রাখিল লয়ে, তরুতলে বাঁধি।
আছিল সগর ষষ্টি সহস্র নন্দন—
সবাই পরম যোদ্ধা—অজেয় সমরে,
ঘোটক অন্বেষি সবে, [illegible] নানা স্থান,
উপনীত হয় আসি [illegible]।

দেখিল —কপীল যথা, তপস্যা মগন,
তথায় সে অশ্ববর, বদ্ধ বৃক্ষ মূলে ,
মাগিলা সগর সুত, কপীল সমীপে,
ছাড়ি দিতে বদ্ধ অশ্ব, ক্ষণ না বিলম্বি,
কিন্তু মৌনব্রতী সেই তাপস প্রবর—
সতত সংযত বাক, না দেন উত্তর।
মহাক্রোধে, সুতগণ তপোধনে লাগি,
যেমতি খোচতে গেলা, ঘোটক বন্ধন
অমনি কপীল কোপে —ধ্যান ভঙ্গজাত,
হইল সগর সুত, পুড়ি ভস্ম রাশি।
এদিকে সগর নৃপ, নিরখি বিলম্ব,
আপনি বাহির হন, অশ্ব অন্বেষণে,
নানা দেশ, জনপদ, করি পর্য্যটন,
উপনীত হন আসি, কপীল যথায়।
নিরখি তাপস বরে, বিনম্র বচনে,
সুধাইলা নরপতি, ঘোটক সংবাদ।
কহিলা কপীল দেব, আমূল ঘটনা,—
তুরঙ্গ রক্ষকগণ, কোন্ অপরাধে,
পড়ি তাঁর কোপানলে, হয় ভস্মরাশি।
শুনি সে বারতা ভূপ, শোকাকুল অতি ,
সাষ্টাঙ্গে লুটিয়া পড়ি কপীল চরণে,
[illegible], তাপস বন্দনা,
স্তব, স্তুতি, [illegible] আশে।

প্রসন্ন হলেন মুনি, নরপতি স্তবে ;
উচ্চারিলা ঋষিবর, শুনহ রাজন্ !
না বুঝি সন্তান তব. লাঞ্ছিল আমায় :
দা হক ক্ষমিনু আমি, অপরাধ সব,
কিন্তু বাঁচ ইতে সবে, নাহি শক্তি মম ;
তবে এক কথা বলি, শুন দিয়া মন,
বৈকুণ্ঠ বাসিনী গঙ্গা, যদ্যপি রাজন্ !
কোন রূপে এই স্থানে, পারহ আনিতে.
তা হলে অপত্য তব, পাইবে উদ্ধার,
এত বলি দিলা ঋষি, ভূপালে বিদায়।

উদ্ধারিতে বংশধরে. সগর ভূপেন্দ্র,
দিবানিশি হন রত, গঙ্গা আরাধনে ;
কঠোর তপস্যা হেন, না শুনেছে কেহ,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা আদি, বিবর্জ্জিত নৃপ।
বিগত জীবন শেষে, ঘোর তপস্যায়,
তথাপি জাহ্নবী দেবী, না হন প্রসন্ন।
আনিবারে সুরধুনী, এ বিশ্ব সংসারে,
কতই পুরুষ গত, হইল এরূপে।
বিপন্ন সগর কুল, করিতে উদ্ধার,
জনমে সগর বংশে, দিব্য পুত্র এক—
ভগীরথ নামে, যিনি বিখ্যাত ভারতে।
না হতে যৌবন, [illegible]
পূর্ব্ব পিতৃ[illegible] [illegible] অধোগতি,

সবার অজ্ঞাত সারে, ত্যজি রাজপুরী,
নিযুক্ত করেন মন, ঘোর তপস্যায়,
সুরধুনী কৃপা কণা, পাইবার আশে।
রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ, কত গত,
তথাপিহ মনোরথ, না হয় পূরণ।
বিফল হইতে তপ, যতই দেখিলা,
ততই অধিক যত্ন, অধিক আয়াসে,
সে ঘোর সাধনা রত, হলেন কুমার।
শেষে দেবী সুরধুনী—কলুষ নাশিনী,
প্রসন্ন হলেন অতি, ভগীরথ প্রতি।
কুমার সংহতি দেবী, প্রবেশি পাতালে,
উদ্ধারেন অভিশপ্ত সগর-সন্ততি।
অই যে সুড়ঙ্গ দিয়া, পশেছিনু যথা,
সেই ত পাতাল পুরী—বাসকী সাম্রাজ্য,
তথায় হেরেছ, যেই কুমার রতনে,
তিনি ভগীরথ—রঘুবংশ অবতংস,
সীমন্তিনী—সুরধুনী ; সেনাদল সেই,
সগর নন্দন সব, বুঝহ রহস্য।
ভগীরথ-সুচরিত্র, দেখহ বিচারি,
এ হেন অপূর্ব্ব পিতৃপুরুষ ভকতি,
মিলে কি সংসারে বাছা! দেখহ বারেক ?
[illegible] শ্রবণ,
কপীলের অভিশ[illegible] [illegible]কুল।

কোন অধস্তন বংশে, জানিবে নিশ্চয়,
সুকঠিন কার্য্য সেই, হয় সম্পাদিত।
এত কহি দ্বিজবর, হলেন নীরব,
ক্ষণকাল মৌন থাকি, আরম্ভিলা পুন,—
তোমরা বাঙ্গালি, কোথা পূর্ব্বপিতৃভক্তি,
তোমাদের মাঝে? কই নাহি কোন স্থানে।
থাকিলে কি পিতৃভক্তি, বঙ্গের এ দশা?
ভকতি বিহীন সবে, প্রমাণ ইহার,
পাইলে ত আজি, সেই খিলিজি সভায়।
থাকিলে কি পিতৃভক্তি অণুপরিমাণে,
কভু কোন বঙ্গবাসী, বাঁচাতে পরাণ,
গ্রহণ করিত, সেই যবন ধরম,
ত্যজি দিব্য আর্য্যধর্ম্ম—ত্যজি দ্বিজকুল?
ভুলেছ প্রাচীন কীর্ত্তি—পূর্ব্ব পিতৃভক্তি,
যবন এ বঙ্গে তাই—তাই অধীনতা।
শিখ সবে একমনে, ভগীরথ কাছে,
পূরব পুরুষ প্রতি, দিবা ভালবাসা,
যাহার প্রভাবে হবে, সিদ্ধ মনোরথ,
এক দুই কিংবা বহু, অধস্তন বংশে।

ইতি চতুর্থ কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

সুপ্রভা।

চতুর্থ কাণ্ড।

চতুর্থ সর্গ।

চলিনু আবার, সেই কানন ভিতরে,
ভাবিলাম—পিতৃভক্তি—সম্পদরক্ষিণী,
অধুনা বিলুপ্ত প্রায়, বঙ্গ নিকেতনে,
আসিবে সে দিন কবে, বঙ্গ স্বর্ণ গৃহে,
যবে সবে পিতৃভক্ত, হবে ঘরে ঘরে?
যবে অনশ্বর পূর্ব্ব পুরুষ সুকীর্ত্তি,
স্মরিয়া এ বঙ্গ মন, হবে বিগলিত,
কবে সবে ভগীরথ, হবে জনে জনে?
কবে স্বাধীনতা রূপ, ত্রিতাপ নাশিনী,
গঙ্গা, আসি গৃহে, তপস্যা প্রভাবে,
যবন দাসত্ব শাপ, করি বিমোচন,
উদ্ধারিবে বঙ্গবাসী—বৃদ্ধ বঙ্গেশ্বরে,
কলঙ্ক পাতাল হতে; এইরূপ চিন্তা,
কত উঠিতেছে মনে, হেন কালে দেখি,
বিশাল প্রাসাদ এক, শৈলেন্দ্র শিখরে।
তাপস প্রসাদে তথা. হয়ে উপনীত,
হেরিনু সে স্থান, [illegible]
চারি দিকে [illegible] মস্তকে,

উচ্চ শিরে দাঁড়াইয়া, আছে নিরন্তর :
অভেদ্য প্রাচীর যেন, থাকি চারি পাশে,
রক্ষিছে সে দিব্য পুরী, অনন্ত সময়।
নানাজাতি তরুলতা—দিব্য রূপ ধারী,
ফলে ফুলে সুশোভিত, আছে অনুক্ষণ,
কাহার কি নাম তাহা, না জানি কহিতে।
বিবিধ বিহঙ্গ জাতি, পরম উল্লাসে,
উপবেশি তরুশাখে, করিতেছে গান
হিংসা দ্বেষ আদি নীচ প্রবৃত্তি নিচয়,
কোথাও লক্ষিত নাহি, হয় সেই স্থানে।
শত্রু ভাব পরিহরি, নানাজাতি পশু,
সানন্দে করিছে কেলি, পরস্পর সদা।
নিরখিনু কত স্থানে হ্রদ—সুবিস্তৃত,
নির্ম্মল সলিল পূর্ণ—স্ফটিক সমান,
মাঝে মাঝে, দূরে দূরে, নানা জাতিপদ্ম—
কেহ নীল, কেহ শ্বেত, কেহ বা রক্তিম,
হ্রদ বক্ষে, ফুল্লমুখে, করিছে বিরাজ
কত শত স্রোতস্বতী—ক্ষুদ্র কলেবরা,
হ্রদের শরীর পুষ্টি, করিছে নিয়ত,
সংগ্রহি সলিল রাশি, নানা স্থান হতে।
এই রূপ কতশোভা—চিত্ত বিমোহন,
নিরখিনু চারিদিকে সে দিব্য প্রদেশে,
সামান্য কল্পনা ও সামান্য লেখনী,

দীন আমি নাহি পারি, বর্ণিতে সে শোভা .
বর্ণিতে পণ্ডিতে হারে, সে স্বর্গীয় শোভা,
কেমনে বলিবে তাহা, দীন হীন চাষা ?
প্রাসাদ চৌদিকে, হেরি অমূল্য রতন,
বিবিধ প্রকার মণি—ভুবন দুর্লভ।
চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, সূর্য্যকান্ত আদি,
যে কয় প্রকার মণি, আছে ধরাতলে,
তাহাভিন্ন, কতমণি—রয়েছে তথায়,
না পাই খুঁজিয়া নাম, মানব ভাষায়।
ধরামাঝে এত রাজা—রাজ চক্রবর্ত্তী,
কাহার ভাণ্ডারে আছে, হেন দিব্যমণি ?
কিন্তু তথা, এক এক রতন-পর্ব্বত,
রয়েছে প্রাসাদ, বেষ্টি কি আর কহিব।
সুবর্ণ রজত আদি, মহামূল্য ধাতু,
যাহার গৌরব এত, এবঙ্গ ভবনে,
নাহিক কাহার মান, বুঝিনু তথায়,
সমস্ত প্রাসাদ, অই ধাতু বিনির্ম্মিত।
নিরখি সে স্থান, কত লাগিনু চিন্তিতে,
যেন সেই স্থান, বিশ্ব লক্ষ্মী নিকেতন ,
যেন দেবী—সচঞ্চলা প্রসিদ্ধ সংসারে,
কোন স্থান, ত্যজিবার কালে, বাছি বাছি,
আনি রত্ন, রাখিযাছে, [illegible] রম্য প্রদেশে ,
প্রাসাদ-তোরণ দে[illegible] [illegible] ...ন,—
বিতরিছে কত অর্থ সমা[illegible] [illegible]।

প্রাসাদ অদূরে হেরি, জনৈক সন্ন্যাসী,
সঙ্গে এক সন্ন্যাসিনী—ষোড়শী যুবতী,
পরিধানে বাঘাম্বর, জটা জূট ধারী,
অঙ্গে ভস্ম বিলেপন, কণ্ঠে অস্থি মালা,
ত্রিশূল, ডম্বুর, শিঙ্গা রহিয়াছে পড়ি।
অদূরে বিচরে এক বৃষভ—বলিষ্ঠ।
সজ্জিত সন্ন্যাসিনী বেশে, সঙ্গিনী তাঁহার।
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি, রয়েছে তথায়,
তথাপি তাঁদের হেরি, সে সামান্য বেশ,
এতই বিস্মিত হয়, না জানি কহিতে,
মনস্ক তাপসমণি, বুঝি মন ভাব,
তথা হতে লয়ে মোরে, হলেন বাহির।
ক্রমে আসি, এক দিব্য মনোজ্ঞ প্রদেশে,
বসিলাম শিলাতলে, বৃক্ষের ছায়ায়।
ক্ষণেক নীরবে থাকি, তাপসে সম্বোধি
জিজ্ঞাসিনু কহ দেব! নিগূঢ় রহস্য,—
ভূধর প্রমাণ, এত বিপুল রতন,
এক স্থানে, কেন আছে, হয়ে স্তূপকার।
কেন বা সামান্য বেশে, পুরুষ প্রকৃতি,
থাকিতে বিভব এত—অতুল জগতে?
উত্তর করিলা ঋষি, সকরুণ ভাষে:-
শুনহ নিগূঢ় ত -বড়ই অদ্ভুত,
কর আচরণ,
হথ, আসিবে ফিরিয়া।

অই যে হেরিলে পুরী, অচল শিখরে,
কৈলাস বলিয়া উহা, খ্যাত ত্রিভুবনে,
নিবসেন সুখে হর, গৌরী সহ তথা,
দোঁহার সামান্য বেশ, হেরিয়াছ বাছা।
মহেশ ঐশ্বর্য্য রাশি, রেখেছে আদরে,
নিত্য কুবের সদা, কোষাধ্যক্ষ রাজে,
ন্যায্য মত করে ব্যয় প্রয়োজন মত।
দেখহ বিচারি বাছা! মহেশ চরিত্র
থাকিতে এতই ধন এতই ঐশ্বর্য্য,
কেমন সামান্য ভাবে, নিবসেন সদা,
নাহি কিছু অপব্যয় —অসামান্য ভাব,
এত যে প্রাচীন, তবু ধরি ভিক্ষা বৃত্তি,
ফিরি নিত্য দ্বারে দ্বারে, লভি ভিক্ষা অন্ন
করেন উদর পূর্ত্তি, অতি পূত মনে,
আলস্যে সঞ্চিত অর্থ নারবেন ব্যয়।
যাদের এহেন ভাব, নাহি ধরাধামে,
কভু কি বিরাজে লক্ষ্মী, তাদের মন্দিরে?
অর্থবল মহাবল, শাস্ত্রের লিখন,
সে অর্থে যে জন করে, সদা অবহেলা,
কোন গুরু কার্য্য, সেই স্থূলদর্শী জনে,
নিশ্চয় সাধিতে নারে, এবিশ্ব ভবনে।
ধরা মাঝে, উচ্চ
যে জন সে অর্থ ত্যজে, মূঢ় সেই জন।
বিশেষ এ বঙ্গ ঘরে দুঃখ অপব্যয়,

সে রূপ ধরণীতলে নাহি অন্যদেশে।
উপার্জ্জিত অর্থ হয়, কিরূপে সঞ্চিত,
কিসে বা সঞ্চিত অর্থ, হয সংরক্ষণ
শিখিতে হইবে অগ্রে, মহেশ সমীপে,
বিলাস বিহীন হযে, মহেশ্বর সম।
করহ সঞ্চয় সবে, বিপুল বিভব,
এক কপর্দ্দক ব্যয় যদি ইচ্ছ মনে,
ব্যয় অগ্রে শতবার, দেখহ বিচারি।
অর্থ না থাকিলে বৃথা জানিবে সকলি,
অর্থ বিনা কোন কার্য্য, না হয সমাধা।
ধূর্জ্জটী সমান ধনী, হতে চাও সবে,
তা সহ বিলাস শূন্য, হও ঘরে ঘরে,
তাহলে অশিব যাবে, আসিবে মঙ্গল।
এত কহি দ্বিজবর, হইলা নীরব।
এহেন সময়ে, ঘোর বিহঙ্গ কূজনে,
উঠিনু চমকি, নিদ্রা ভাঙ্গিল অমনি,
ফুরাইল সুখ স্বপ্ন, চিরদিন তরে,
কোথা সেই তাপসেন্দ্র, কোথা সে অরণ্য,
রহিয়াছি সেই পূর্ব্ব প্রান্তর মাঝারে,
তাপস বিরহানলে, পুড়িছে অন্তর।
আর কি এজন্মে কভু, না হেরিব তাঁরে?
কর
অমিয় বচন।
থ, আসিবে
ইতি চতুর্থ ক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।